'আল-উবুদিয়্যাহ' গ্রন্থের অনুবাদ

দাসত্বের মহিমা

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা ﵀

বায়ান

www.QuranerAlo.net

Contents

দাসত্বের মহিমা

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা ﵀

[মৃত্যু: ৭২৮ হি./১৩২৮ খৃ.]

অনুবাদক

আলী হাসান উসামা

মাকতাবাতুল বায়ান
Maktabatul Bayan

বইটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি Hard Copy সংগ্রহ করে অথবা লেখক বা প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানকে সৌজন্য মূল্য প্রদান করে সহযোগিতা করুন।

www.QuranerAlo.net

দাসত্বের মহিমা

গ্রন্থস্বত্ব ©সংরক্ষিত

ISBN: 978-984-8041-02-4

সম্পাদনা
মুনীরুল ইসলাম ইবনু যাকির

প্রকাশক
ইসমাইল হোসাইন

অনলাইন পরিবেশক
❑ রকমারি.কম ❑ ওয়াফি লাইফ ❑ তারিকজোন.কম

প্রচ্ছদ : আবুল ফাতাহ মুন্না

পৃষ্ঠাসজ্জা,মুদ্রণ ও বাঁধাই সহযোগিতায়
বই কারিগর ০১৯৬ ৮৮ ৪৪ ৩৪৯

মূল্য: ২৫০ টাকা

মাকতাবাতুল বায়ান
Maktabatul Bayan

ইসলামি টাওয়ার (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা
+৮৮ ০১৭০০ ৭৪ ৩৪ ৬৪

https://www.facebook.com/maktabatulbayan

Dasotter Mohima (glory of servitude) being a Translation of *Al-'Ubudiyyah* of Imām Ibn Taymiyyah translated into Bangla by Ali Hasan Osama and published by Maktabatul Bayan, Dhaka, Bangladesh. First Edition in 2018.

www.QuranerAlo.net

বিষয়সূচি

অনুবাদকের কথা ৮

ইবাদত পরিচিতি ১০

ইবাদতের গুরুত্ব ১০

বান্দার জন্য আল্লাহর দাসত্বই সর্বোচ্চ মর্যাদার বিষয় ১৫

ইবাদতের ব্যাপকতা ১৭

দ্বীন শব্দের অর্থ ১৮

ইবাদত শব্দের অর্থ ১৮

ভালোবাসার স্তরসমূহ ১৮

দাসত্বের জন্য ভালোবাসার অপরিহার্যতা ১৯

ভালোবাসা ও আনুগত্য আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ উভয়ের জন্যই হয় ২০

ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্যই হয় ২১

একমাত্র আল্লাহই বান্দার জন্য যথেষ্ট হতে পারে ২২

দাস এবং দাসত্বের অর্থ ২৩

তাকদির নিয়ে বিভ্রান্তি ৩০

আদম ﷺ এবং মূসা ﷺ-এর বিতর্ক ৩২

বান্দার করণীয় ৩৩

সৎ কাজের আদেশের বাধ্যবাধকতা ৩৫

তাকওয়াবান এবং পাপিষ্ঠরা কখনো সমান নয় ৩৭

হকপন্থী এবং বাতিলপন্থীদের মধ্যে পার্থক্য করার গুরুত্ব ৩৯

www.QuranerAlo.net

Contents

ওয়াহদাতুল উজুদের ভ্রান্ত আকিদা ৪০

উপকরণ গ্রহণ করাও ইবাদত ৪১

জাবরিয়া গোষ্ঠীর বিভ্রান্তি ৪৩

জাবরিয়াদের নীতি মুতাজিলাদের চাইতেও নিকৃষ্ট ৪৫

ইবাদত রহিত হয়ে যাওয়ার নীতি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের শামিল ৪৭

মুশরিকদের সঙ্গে বিদআতিদের সাদৃশ্য ৪৭

কুরআন-সুন্নাহবিরোধী মতাদর্শই হলো ভ্রষ্টতা ৫০

গোমরাহির মূল উৎস ৫১

বিদআতিরা মুহাম্মাদ ﷺ-এর আনীত দ্বীনের অনুসারী নয় ৫৩

কার্যকারণ পরিহার করাও বিদআত ৫৪

সুন্নাহ হলো নূহ ﵇-এর কিশতি ৫৭

ইবাদতের মূলনীতি ৫৮

একটি জিজ্ঞাসা ও তার জবাব ৬০

সৃষ্টিজীবের পূর্ণতা এবং উন্নতির সোপান ৬৮

ইবাদতের মাধ্যমে মানুষের মর্যাদার তারতম্য ৭৭

সৃষ্টির কাছে চাওয়ার ব্যাপারে শরিয়তের দৃষ্টিভঙ্গি ৮১

মানুষ যার প্রতি প্রত্যাশা রাখে, ক্রমশ তার দাসে পরিণত হয় ৮৭

প্রেমের দাসত্ব ৮৯

স্বাধীনতা ও পরাধীনতার সংজ্ঞা ৯০

আল্লাহ থেকে বিমুখতাই বান্দার পতনের কারণ ৯২

নেতৃত্ব ও সম্পদের দাসত্ব ৯৪

পার্থিব জিনিসগুলোর প্রকারভেদ ৯৫

www.QuranerAlo.net

Contents

আল্লাহর বান্দা কারা? ৯৬

জিহাদের তত্ত্বকথা ৯৮

স্রষ্টার দাসত্বে ভালোবাসার গুরুত্ব ১০২

তাওহীদের কালিমার হাকিকত ১০৩

ইসলাম ধর্মের সারকথা ১০৪

ইসলামই সকল নবির দ্বীন ১১১

আল্লাহ তাআলাই সবকিছুর স্রষ্টা ১১৪

মিল্লাতে ইবরাহীমের চেতনা ১১৬

সাধারণ ভালোবাসা এবং বিশেষ ভালোবাসা ১২১

আল্লাহর ভালোবাসা : কল্পনা বনাম বাস্তবতা ১২৫

আল্লাহকে ভালোবাসার সঙ্গে রাসূলকে অনুসরণ করার অবিচ্ছেদ্য সংযোগ ... ১৩০

বিভ্রান্ত তাসাওউফপন্থীদের ভ্রান্তির উৎস ১৩৪

একনিষ্ঠতাই দ্বীনের ভিত্তি ১৩৫

মুমিনদের আদর্শ এবং মুশরিকদের আদর্শ ১৪১

'ফানা':পরিচয় ও প্রকারভেদ ১৪৩

ফারাক এবং জমা ১৫০

আল্লাহর যিকির প্রসঙ্গ ১৫৩

দ্বীনের সারকথা ১৬৭

www.QuranerAlo.net

অনুবাদকের কথা

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা ﵀-কে পাঁচটি প্রশ্ন করা হয়েছিল,

১. ইবাদত কী?

২. ইবাদতের শাখাপ্রশাখা কোন কোন বিষয়?

৩. সমগ্র দ্বীন কি ইবাদতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, নাকি ইবাদত দ্বীনের অংশবিশেষ?

৪. দাসত্বের তত্ত্বকথা কী?

৫. ইহকাল এবং পরকালে দাসত্বই কি সর্বোচ্চ মর্যাদার বিষয়, নাকি তার ওপর অন্য কোনো মর্যাদার বিষয় রয়েছে?

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা ﵀ উপরিউক্ত পাঁচটি প্রশ্নের জবাবে এ বই রচনা করেন। এতে তিনি কুরআন, সুন্নাহ এবং সালাফে সালেহীনের বক্তব্যের আলোকে ইবাদত এবং দাসত্বের মর্মকথা ও সারনির্যাস সবিস্তারে তুলে ধরেছেন। দাসত্ব এবং ইবাদত শব্দটির ব্যাপকতা এ বইয়ে যতটা দলিলসমৃদ্ধভাবে এবং সবিস্তারে উঠে এসেছে, ইলমি গ্রন্থাগারে তার নজির খুব বেশি পাওয়া যাবে না। এককথায়, ইবাদত এবং দাসত্ব উপলব্ধি করার জন্য শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা ﵀ রচিত এ গ্রন্থটি একটি অনন্য রচনা। পুরো বইয়ে একবার দৃষ্টি বুলালে সচেতন পাঠকও আশা করি, আমাদের সঙ্গে দ্বিমত করবেন না।

অনুবাদের ক্ষেত্রে আমরা মূল বইয়ের দুটো নুসখার সাহায্য নিয়েছি। একটি হলো, শাইখ আলি হাসান আবদুল হামিদের তাহকীককৃত এবং আল-ইসমাইলিয়্যাহর দারুল

www.QuranerAlo.net

আসালাহ থেকে ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে (তৃতীয় মুদ্রণ) প্রকাশিত নুসখা। আরেকটি হলো, শাইখ জুহাইর আশ-শাউইশ-এর তাহকীককৃত, শাইখ নাসির উদ্দিন আলবানির তাখরীজকৃত ও শাইখ আবদুর রহমান আলবানির ভূমিকা-সংবলিত এবং আল-মাকতাবুল ইসলামি থেকে ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দে (সপ্তম মুদ্রণ) প্রকাশিত নুসখা।

বইয়ের অনুবাদকে আমরা পুরোপুরি মূলানুগ রাখার চেষ্টা করেছি। অল্প কিছু জায়গায় মূলানুগ রাখতে গেলে দুর্বোধ্য হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় পাঠকের জন্য সহজ করে উপস্থাপন করেছি। আমরা প্রতিটা উদ্ধৃতির নিচে টীকা সংযুক্ত করে তার তথ্যসূত্র উল্লেখ করে দিয়েছি। তবে আমরা মূল বইয়ে নিজেদের পক্ষ থেকে কোনো হ্রাস-বৃদ্ধি করিনি। আমরা বইয়ের কিছু জায়গায় প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত টীকা সংযোজন করেছি। মূল বইয়ে শিরোনাম ছিল না। পাঠকদের বোঝার সুবিধার্থে আমরা আলোচনাগুলোকে ভাগ ভাগ করে প্রাসঙ্গিক শিরোনামও জুড়ে দিয়েছি।

বক্ষ্যমাণ বইয়ের দু-একটি বিষয়ের সঙ্গে অন্যান্য আলিমগণের, বিশেষ করে আমাদের উপমহাদেশীয় হানাফি এবং দেওবন্দি আলিমগণের মতানৈক্য রয়েছে। এই মতানৈক্য বা ইখতিলাফ তো একই মাযহাবের ইমামদের মাঝেও যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। আর এ বইটি যেহেতু ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা ﷺ-এরই রচনা, তাই তাতে তাঁর নিজস্ব মতামতই উল্লেখিত থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। একইভাবে অন্যান্য আলিমগণের মতামতও তাদের গ্রন্থাদিতে উল্লেখ থাকবে, এটাই রীতি। এ কারণে আমরা এ বিষয়গুলোতে আর টীকাও সংযোজন করিনি। যারা বিস্তর অধ্যয়ন করতে চান, তারা স্থানীয় আলিমদের সঙ্গে পরামর্শ করে সে বিষয়গুলোতে স্বতন্ত্রভাবে বিস্তর অধ্যয়ন করে নিতে পারেন। উল্লেখ্য, পুরো বইয়ে এ ধরনের বিষয় একেবারেই সামান্য, মাত্র দু-একটা। এ ছাড়া বইয়ের মূল আলোচ্যবিষয়ের সঙ্গে কারও কোনো দ্বিমত নেই। বরং বিষয়গুলো স্বতঃসিদ্ধ ও সর্বজনস্বীকৃত।

পরিশেষে এ বই-সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য কল্যাণ কামনা করে আমাদের সংক্ষিপ্ত কথা সমাপ্ত করছি। পাঠক, আপনাকে মূল সরোবরে অবগাহন করার আহ্বান জানিয়ে এখানেই বিদায় নিচ্ছি। দীপ্ত হোন, দীপ্তি ছড়ান।

আলী হাসান উসামা
alihasanosama.com

www.QuranerAlo.net

ইবাদত পরিচিতি

ইবাদত একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। আল্লাহ যা কিছু পছন্দ করেন এবং যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট—এমন সব প্রকাশ্য কিংবা গোপনীয় কথা ও কাজ ইবাদত শব্দের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সুতরাং নামাজ, যাকাত, রোজা, হজ্জ, সত্য কথা, আমানত আদায় করা, বাবা-মায়ের প্রতি সদাচার করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা, প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা, সৎ কাজের আদেশ করা, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা, কাফির এবং মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা, প্রতিবেশী, ইয়াতিম, মিসকিন, মুসাফির এবং দাসদাসীর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা, পশুপাখির প্রতি যত্ন নেওয়া, দুআ, যিকির, কুরআন পাঠ প্রভৃতি আমল দাসত্বের অন্তর্ভুক্ত।

একইভাবে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ-কে ভালোবাসা, আল্লাহকে ভয় করা, তাঁর দিকে ফিরে আসা, দ্বীনকে তাঁর জন্য একনিষ্ঠ করা, তাঁর আদেশ পালনের ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করা, নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় করা, আল্লাহর ফায়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা, তাঁর ওপর ভরসা করা, রহমতের আশা রাখা ও তাঁর শাস্তিকে ভয় করা প্রভৃতি আমলও দাসত্বের অন্তর্ভুক্ত।

ইবাদতের গুরুত্ব

আল্লাহর দাসত্ব এমন এক সুউচ্চ চূড়া, যা আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন এবং ভালোবাসেন। আর এরই জন্য তিনি গোটা মাখলুকাতকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ

www.QuranerAlo.net

তাআলা বলেন :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

আর আমি জিন এবং মানুষকে শুধু এ জন্য সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার ইবাদত করবে।[১]

সকল রাসূলকে তিনি ইবাদতের বার্তাসহই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। যেমন নূহ ﷺ তাঁর কাওমকে বলেছেন :

اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

তোমরা আল্লাহর দাসত্ব করো। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো ইলাহ নেই। আমি তো তোমাদের ওপর এক মহাদিবসের শাস্তির আশঙ্কা করি।[২]

হূদ ﷺ, সালিহ ﷺ, শুয়াইব ﷺ এবং অন্যান্য নবিগণও নিজ নিজ সম্প্রদায়কে একই কথা বলেছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ

নিশ্চয় আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছি এই নির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুতকে বর্জন করো। তারপর তাদের মধ্যে কাউকে আল্লাহ হিদায়াত দিয়েছেন আর কারও ওপর বিপথগামিতা অবধারিত হয়ে গেছে। সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে দেখো, অস্বীকারকারীদের পরিণতি কেমন হয়েছিল।[৩]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

তোমার পূর্বে যে রাসূলকেই পাঠিয়েছি, তার কাছেই ওহি করেছি যে, এই

---

[১] সূরা যারিয়াত, ৫১ : ৫৬
[২] সূরা আরাফ, ৭ : ৫৯
[৩] সূরা নাহল, ১৬ : ৩৬

www.QuranerAlo.net

Contents

প্রত্যাদেশ ব্যতীত যে, আমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। সুতরাং তোমরা আমার দাসত্ব করো।[৪]

তিনি এ-ও বলেন :

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ

নিশ্চয় তোমাদের দ্বীন তো একই দ্বীন। আর আমি তোমাদের প্রতিপালক। সুতরাং তোমরা আমার ইবাদত কোরো।[৫]

একইভাবে আরেক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۞ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ

হে রাসূলগণ, তোমরা পবিত্র বস্তুসমূহ থেকে খাও এবং সৎকর্ম করো। তোমরা যা করো, নিশ্চয়ই আমি সে সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। বস্তুত এটাই তোমাদের দ্বীন, (সকলের জন্য) একই দ্বীন। আর আমি তোমাদের প্রতিপালক। সুতরাং আমাকেই ভয় কোরো।[৬]

প্রত্যেক রাসূলের জন্য আমৃত্যু ইবাদত করাকে আল্লাহ তাআলা অপরিহার্য করেছেন। যেমন, তিনি বলেন :

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

আর ইয়াকীন (মৃত্যু) না আসা পর্যন্ত তুমি তোমার রবের ইবাদত করো।[৭]

আল্লাহ তাআলা তাঁর নবি এবং ফেরেশতাদের গুণ হিসেবে ইবাদতের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন, তিনি বলেন :

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ۞ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ

আসমান ও যমীনে যা আছে, তা তাঁরই। আর যারা (অর্থাৎ যে সকল ফেরেশতা) তাঁর কাছে আছে, তারা অহংকারবশত তাঁর ইবাদত থেকে বিমুখ হয় না এবং

[৪] সূরা আম্বিয়া, ২১ : ২৫
[৫] সূরা আম্বিয়া, ২১ : ৯২
[৬] সূরা মুমিনুন, ২৩ : ৫১-৫২
[৭] সূরা হিজর, ১৫ : ৯৯

www.QuranerAlo.net

Contents

ক্লান্তিও বোধ করে না। তারা দিন-রাত তাসবিহ পাঠ করে। কখনো আগ্রহ হারায় না।[৮]

তিনি আরও বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ

নিশ্চয় যারা তোমার রবের কাছে আছে, তারা তাঁর ইবাদত থেকে মুখ ফেরায় না আর তারা তাঁর তাসবিহ পাঠ করে এবং তাঁরই সামনে সিজদাবনত হয়।[৯]

যারা অহংকারবশত তাঁর ইবাদত থেকে বিমুখ থাকে, তাদের নিন্দা করে আল্লাহ বলেন:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন, তোমরা আমাকে ডাকো। আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো। নিশ্চয় যারা অহংকারবশত আমার ইবাদত থেকে বিমুখ হবে, তারা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।[১০]

একনিষ্ঠভাবে ইবাদত করাকে তিনি তাঁর প্রিয় বান্দাদের গুণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যেমন, তিনি বলেন :

عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا

এমন এক ঝর্ণা, যা থেকে আল্লাহর বান্দারা পান করবে। তারা এটিকে নিজেদের ইচ্ছেমতো প্রবাহিত করবে।[১১]

আল্লাহ বলেন :

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

রহমানের বান্দা তারা, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং অজ্ঞলোক

---

[৮] সূরা আম্বিয়া, ২১ : ১৯-২০
[৯] সূরা আরাফ, ৭ : ২০৬
[১০] সূরা গাফির, ৪০ : ৬০
[১১] সূরা দাহর, ৭৬ : ৬।
অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা জান্নাতবাসীদের এই ইখতিয়ার দান করবেন যে, তারা সে ঝর্ণাকে যেখানে ইচ্ছা হয়, নিয়ে যেতে পারবে। এর এক পদ্ধতি হতে পারে, তারা অতি সহজেই বিভিন্ন দিকে তার শাখা-প্রশাখা বের করে নিতে পারবে। এমনও হতে পারে, তারা যেখানে ইচ্ছা করবে, সেখানেই ভূমি থেকে প্রস্রবণ উৎসারিত করতে পারবে।

www.QuranerAlo.net

যখন তাদের সম্বোধন করে, তখন তারা বলে—সালাম।[১২]

শয়তান যখন বলেছিল :

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ

হে আমার প্রতিপালক, যেহেতু আপনি আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তাই আমি কসম করছি যে, মানুষের সামনে পৃথিবীকে সুশোভিত করে উপস্থাপন করব এবং সকলকে বিপথগামী করব; তবে আপনার একনিষ্ঠ বান্দাগণ ব্যতীত।[১৩]

তখন আল্লাহ বলেছিলেন :

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ

নিশ্চয়ই আমার বান্দাদের ওপর তোর কোনো ক্ষমতা নেই। তবে যে সকল বিপথগামীরা তোর অনুগামী হবে, তাদের কথা ভিন্ন।[১৪]

তিনি ফেরেশতাদের গুণ এবং বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গেও ইবাদতের কথা উল্লেখ করেন :

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ۞ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ۞ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ

তারা বলে, দয়াময় (আল্লাহ) সন্তান গ্রহণ করেছেন। (তাদের এই মিথ্যা ধারণা থেকে) তিনি পবিত্র। ফেরেশতারা তো সম্মানিত বান্দা। তারা তাঁকে ডিঙিয়ে কোনো কথা বলে না এবং তাঁর আদেশ অনুসারেই কাজ করে। তিনি তাদের সামনে ও পেছনের সবকিছুই জানেন। তারা শুধু সে সকল ব্যক্তির জন্যই সুপারিশ করতে পারে, যাদের তিনি পছন্দ করেন। আর তারা তাঁর ভয়ে ভীত থাকে।[১৫]

---

[১২] সূরা ফুরকান, ২৫ : ৬৩।
অর্থাৎ তারা অজ্ঞজনদের কটু কথা ও গালিগালাজের জবাব মন্দ কথা দ্বারা দেয় না; বরং ভদ্রোচিত ভাষায় দিয়ে থাকে।
[১৩] সূরা হিজর, ১৫ : ৩৯-৪০
[১৪] সূরা হিজর, ১৫ : ৪২
[১৫] সূরা আম্বিয়া, ২১ : ২৬-২৮

www.QuranerAlo.net

Contents

আল্লাহ বলেন :

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا ۞ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ۞ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ۞ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا ۞ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَٰنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۞ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَٰنِ عَبْدًا ۞ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۞ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا

তারা বলে, দয়াময় (আল্লাহ) সন্তান গ্রহণ করেছেন। তোমরা তো এক ভয়ঙ্কর কথার অবতারণা করেছ। যার কারণে আকাশ ফেটে যাবে, ভূমি বিদীর্ণ হবে এবং পাহাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়বে। যেহেতু তারা দয়াময়ের সন্তান আছে বলে দাবি করে। অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য শোভনীয় নয়। আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যে দয়াময়ের নিকট বান্দা হিসেবে উপস্থিত হবে না। নিশ্চয় তিনি সকলকে বেষ্টন করে রেখেছেন এবং তাদেরকে ভালোভাবে গুনে রেখেছেন। কিয়ামতের দিন তাদের প্রত্যেকে তাঁর কাছে একাকী উপস্থিত হবে।[১৬]

বান্দার জন্য আল্লাহর দাসত্বই সর্বোচ্চ মর্যাদার বিষয়

আল্লাহ তাআলা ঈসা ﷺ-এর ব্যাপারে বলেন, যার ওপর প্রভুত্ব আরোপ করা হয়েছিল,

إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ

সে তো ছিল একজন বান্দামাত্র, যার প্রতি আমি অনুগ্রহ করেছিলাম এবং বনি ইসরাঈলের জন্য তাঁকে বানিয়েছিলাম এক দৃষ্টান্ত।[১৭]

এ জন্য সহীহ হাদীসে নবি ﷺ বলেন,

لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ

তোমরা আমার মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা কোরো না, যেভাবে খ্রিষ্টানরা মাত্রাতিরিক্ত

---

[১৬] সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৮৮-৯৫
[১৭] সূরা জুখরুফ, ৪৩ : ৬০

www.QuranerAlo.net

Contents

প্রশংসা করেছিল মারইয়াম তনয় ঈসা ﷺ-এর ব্যাপারে। কারণ, আমি হলাম আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল। তাই তোমরা এভাবে বোলো—আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল।[১৮]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনের সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ অধ্যায়ের বর্ণনা প্রসঙ্গেও আল্লাহ তাআলা 'বান্দা' শব্দ ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেন :

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا

পবিত্র সেই সত্তা, যিনি নিজ বান্দাকে রাতারাতি মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আকসায় নিয়ে যান, যার চারপাশকে আমি বরকতময় করেছি, তাকে আমার কিছু নিদর্শন দেখানোর জন্য।[১৯]

ওহি অবতরণ প্রসঙ্গেও আল্লাহ তাআলা এ শব্দ ব্যবহার করেন। ইরশাদ হয়েছে :

فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى

অতঃপর তিনি তাঁর বান্দার প্রতি যে ওহি অবতীর্ণ করার কথা ছিল, তিনি তা করলেন।[২০]

দাওয়াতের বর্ণনা প্রসঙ্গেও একই ধারায় তিনি বলেন :

وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا

এবং এই যে, আল্লাহর বান্দা যখন তাঁকে ডাকার জন্য দাড়াল, তখন তারা যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ল।[২১]

চ্যালেঞ্জ প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ

তোমরা যদি এই কুরআন সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহে থাকো, যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তাহলে তোমরা এর মতো কোনো একটা সূরা বানিয়ে আনো।[২২]

---

[১৮] *সহীহ বুখারি* : ৩২৬১
[১৯] সূরা বনি ইসরাঈল, ১৭ : ১
[২০] সূরা নাজম, ৫৩ : ১০
[২১] সূরা জিন, ৭২ : ১৯
[২২] সূরা বাকারাহ, ২ : ২৩

www.QuranerAlo.net

Contents

ইবাদতের ব্যাপকতা

সমগ্র দ্বীনই ইবাদতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। সহীহ মুসলিমে এসেছে, জিব্‌রীল ﷺ এক বেদুইনের আকৃতিতে নবি ﷺ-এর কাছে আসেন। এরপর তাকে ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি ﷺ বলেন,

أَن تشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله وتقيم الصَّلَاة وتؤتي الزَّكَاة وتصوم رَمَضَان وتحج الْبَيْت إِن اسْتَطَعْت إِلَيْهِ سَبِيلا

> (ইসলাম হলো) এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল। আর যথাযথভাবে নামাজ আদায় করা, যাকাত প্রদান করা, রমজানের রোজা রাখা এবং সামর্থ্য থাকলে বাইতুল্লাহর হজ্জ করা।

জিব্‌রীল ﷺ বললেন, 'তাহলে ঈমান কী?'

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

أَن تؤمن بالله وَمَلَائِكَته وَكتبه وَرُسُله والبعث بعد الْمَوْت وتؤمن بِالْقدرِ خَيره وشره

> ঈমান হলো আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ, মৃত্যু-পরবর্তী পুনরুত্থান এবং তাকদিরের ভালো এবং মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

জিব্‌রীল ﷺ বললেন, 'তাহলে ইহসান কী?'

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

أَن تعبد الله كَأَنَّك تَرَاهُ فَإِن لم تكن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يراك

> ইহসান হলো তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করো, যেন তুমি তাঁকে দেখছ। যদি তুমি তাঁকে না দেখো, তাহলে তিনি তো তোমাকে দেখছেন।
> এরপর হাদীসের শেষে তিনি বললেন, 'এই হলো জিব্‌রীল, যে তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন শেখাতে এসেছে।'[২৩]

উপরিউক্ত সবকিছুকেই তিনি দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

[২৩] *সহীহ বুখারি*: ৪৯

www.QuranerAlo.net

দ্বীন শব্দের অর্থ

দ্বীন শব্দটি বিনয় এবং আনুগত্যের অর্থ ধারণ করে। আরবরা বলে থাকে,

دِنْته فَدَانَ

আমি তাকে অনুগত করলাম। ফলে সে অনুগত হয়ে গেল।

এইভাবে আরও বলা হয়,

يَدِيْنُ اللهَ وَيَدِيْنُ للهِ

অর্থাৎ সে আল্লাহর ইবাদত করে, তাঁর আনুগত্য করে, তাঁর জন্য বিনয়ী হয়।

সুতরাং আল্লাহর দ্বীন হলো তাঁর ইবাদত, আনুগত্য এবং তাঁর সামনে বিনয়াবনত হওয়া।

ইবাদত শব্দের অর্থ

ইবাদত শব্দের মূল অর্থ হলো বিনয়। চলাচলের কারণে মসৃণ হয়ে যাওয়া রাস্তাকে আরবিতে বলা হয় طَرِيقٌ مُعَبَّدٌ

তবে শরিয়ত নির্দেশিত ইবাদতের মধ্যে বিনয়ের পাশাপাশি ভালোবাসার স্থানও রয়েছে। শরিয়তের পরিভাষায় ইবাদত বলতে প্রকৃত ভালোবাসার ভিত্তিতে আল্লাহ তাআলার সামনে একনিষ্ঠভাবে বিনয়ী হওয়াকে বোঝায়।

ভালোবাসার স্তরসমূহ

ভালোবাসার চূড়ান্ত স্তরকে বলা হয় تتيم 'তাতাইয়ুম'। আর প্রথম স্তরকে বলা হয় علاقة 'আলাকাহ' (সম্পৃক্ততা)। এসবে অন্তর পছন্দের কারও সাথে সম্পৃক্ত হয়। এর পরের স্তরকে বলা হয় صبابة 'সাবাবাহ' (আকৃষ্টতা)। এতে অন্তর তার দিকে আকৃষ্ট হয়। তার পরের স্তরকে বলা হয় غرام 'গারাম' (অনুরাগ); এ এমন এক ভালোবাসা,

www.QuranerAlo.net

Contents

যা অন্তরের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে যায়। এর পরের স্তর হলো عشق 'ইশ্‌ক' (আসক্তি)। আর এর সর্বশেষ স্তর হলো تتيم 'তাতাইয়ুম'। تيم الله 'তাইমুল্লাহ', বলা হয় আল্লাহর বান্দাকে।[২৪] সুতরাং متيم 'মুতাইয়াম' শব্দের অর্থ হবে পছন্দের কারও সামনে অবনত ব্যক্তি।

কেউ যদি মনে বিদ্বেষ রেখে কোনো মানুষের সামনে অনুগত হয়, তাহলে তাকে তার 'আবিদ' (দাস) বলা যায় না। আবার সে কোনো কিছুকে পছন্দ করে কিন্তু তার আনুগত্য করে না (যেমন: সন্তান ও বন্ধুর প্রতি ভালোবাসা) তাকেও তার আবিদ (দাস) বলা যায় না।

দাসত্বের জন্য ভালোবাসার অপরিহার্যতা

এ জন্য আল্লাহ তাআলার ইবাদতে 'ভালোবাসা এবং আনুগত্য'—এ দুটো সমানভাবে অপরিহার্য। আনুগত্যের পাশাপাশি আবশ্যক হলো, মহান আল্লাহ বান্দার কাছে সব থেকে বেশি প্রিয় হবে, সকল কিছু থেকে অধিক মর্যাদাবান হবে। আর পরিপূর্ণ বিনয় এবং চূড়ান্ত ভালোবাসার উপযুক্ত একমাত্র আল্লাহ তাআলাই।

আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে যাকেই ভালোবাসা হোক না কেন, সে ভালোবাসা বাতিল। আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া অন্য যা কিছুকেই মর্যাদা দেওয়া হোক না কেন, সে মর্যাদা অসত্য।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

> বলুন, তোমাদের কাছে তোমাদের বাবা, তোমাদের ছেলে, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের বংশ, তোমাদের সেই সম্পদ, যা তোমরা অর্জন করেছ, তোমাদের সেই ব্যবসা, তোমরা যার মন্দা পড়ার আশঙ্কা করো এবং

[২৪] সুতরাং যে আল্লাহর বান্দা হবে, সে আল্লাহর প্রতি সর্বোচ্চ ভালোবাসা লালন করবে।

www.QuranerAlo.net

Contents

বসবাসের সেই ঘর, যা তোমরা ভালোবাসো—যদি আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং তাঁর পথে জিহাদ করা অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয়, তাহলে অপেক্ষা করো যে পর্যন্ত না আল্লাহ নিজ ফায়সালা প্রকাশ করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অবাধ্যদের হিদায়াত দান করেন না।[২৫]

ভালোবাসা ও আনুগত্য আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ উভয়ের জন্যই হয়

এ আয়াতের আলোকে প্রমাণিত হলো, ভালোবাসা ও আনুগত্য[২৬] আল্লাহর জন্যও হতে পারে, রাসূল ﷺ-এর জন্যও হতে পারে। একইভাবে খুশি করাও আল্লাহর জন্যও হয়, রাসূল ﷺ-এর জন্যও হয়। যেমন কুরআনে এসেছে :

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ

তোমাদের খুশি করার জন্য তারা তোমাদের কাছে আল্লাহর নামে শপথ করে, অথচ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সন্তুষ্ট করা তাদের জন্য বেশি জরুরি, যদি তারা সত্যিকারের মুমিন হয়ে থাকে।[২৭]

অনুরূপভাবে (বান্দাকে) দান করার অধিকারও আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর। যেমন, আল্লাহ বলেন :

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ

কত ভালো হতো—আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদের যা-ই দিয়েছেন, তাতে যদি তারা খুশি থাকত এবং বলত, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট। ভবিষ্যতে আল্লাহ আমাদের নিজ অনুগ্রহে দান করবেন এবং তাঁর রাসূলও। আমরা তো আল্লাহরই কাছে আশাবাদী।[২৮]

---

[২৫] সূরা তাওবা, ৯ : ২৪
[২৬] উদাহরণস্বরূপ দ্রষ্টব্য—সূরা নিসা, ৪ : ৫৯; সূরা নূর, ২৪ : ৫৪
[২৭] সূরা তাওবা, ৯ : ৬২
[২৮] সূরা তাওবা, ৯ : ৫৯

www.QuranerAlo.net

Contents

ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্যই হয়

অপরদিকে ইবাদত এবং তার আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো—যেমন : তাওয়াক্কুল, ভীতি ইত্যাদি—একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্যই হতে পারে। যেমন, আল্লাহ বলেন :

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّـهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّـهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

> আপনি বলুন, হে কিতাবিরা, তোমরা এমন কথার দিকে এসো, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই। (আর তা এই যে,) আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করব না। তার সাথে কোনো কিছুকে শরিক করব না এবং আল্লাহকে ছেড়ে আমরা একে অন্যকে 'রব' বানাব না। তবুও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বলে দিন, তোমরা সাক্ষী থেকো, আমরা মুসলিম।[২৯]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّـهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّـهُ سَيُؤْتِينَا اللَّـهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّـهِ رَاغِبُونَ

> কত ভালো হতো—আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদের যা-ই দিয়েছেন, তাতে যদি তারা খুশি থাকত এবং বলত, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট। ভবিষ্যতে আল্লাহ আমাদের নিজ অনুগ্রহে দান করবেন এবং তাঁর রাসূলও। আমরা তো আল্লাহরই কাছে আশাবাদী।[৩০]
>
> সুতরাং 'দেওয়া'র বিষয়টি আল্লাহ ও রাসূল উভয়ের পক্ষ থেকে হতে পারে।

যেমন, আল্লাহ বলেন :

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ

> আর রাসূল তোমাদের যা দেন, তোমরা তা গ্রহণ করো এবং তিনি তোমাদের যা কিছু থেকে নিষেধ করেন, তা থেকে নিবৃত্ত থাকো।[৩১]

---

[২৯] সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৬৪
[৩০] সূরা তাওবা, ৯ : ৫৯
[৩১] সূরা হাশর, ৫৯ : ৭

www.QuranerAlo.net

একমাত্র আল্লাহই বান্দার জন্য যথেষ্ট হতে পারে

একইভাবে একমাত্র আল্লাহই যথেষ্ট। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে :

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّـهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

যাদেরকে মানুষেরা বলেছিল, নিশ্চয় লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য জড়ো হয়েছে। সুতরাং তাদেরকে ভয় করো। কিন্তু তা তাদের ঈমানের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং তারা বলেছিল, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম কর্মবিধায়ক।[৩২]

আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّـهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

হে নবি, আপনার জন্য এবং সে সকল মুমিন যারা আপনার অনুসরণ করছে, তাদের সকলের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।[৩৩]

অর্থাৎ, তোমার এবং তোমার-সাথে-থাকা মুমিন সকলের জন্যই আল্লাহ যথেষ্ট।

যাদের ধারণা এর অনুবাদ হলো :

'তোমার জন্য আল্লাহ ও তাঁর সাথের মুমিনরা যথেষ্ট; তারা সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে লিপ্ত; যেমনটি আমি অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করে দেখিয়েছি।[৩৪]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

أَلَيْسَ اللَّـهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ

আল্লাহ কি তার বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? অথচ তারা তোমাকে আল্লাহ ছাড়া অন্যদের ভয় দেখায়।[৩৫]

---

[৩২] সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৭৩
[৩৩] সূরা আনফাল, ৮ : ৬৪
[৩৪] *মিনহাজুস সুন্নাহ :* ৭/২০১, ২/৩২, ৮/৪৮৭
[৩৫] সূরা জুমার, ৩৯ : ৩৬

www.QuranerAlo.net

দাস এবং দাসত্বের অর্থ

'আব্‌দ' (দাস, বান্দা) শব্দের অর্থ হলো 'অনুগত গোলাম'। অর্থাৎ এমন কেউ, যাকে আল্লাহ অনুগত করেছেন, বাধ্যগত করেছেন, পরিচালিত করেছেন এবং নিয়ন্ত্রিত করেছেন।

এ বিবেচনায় গোটা মানবজাতি—পুণ্যবান এবং পাপিষ্ঠ, মুমিন এবং কাফির, জান্নাতি এবং জাহান্নামি—সকলেই আল্লাহর বান্দা। কারণ, তিনি তাদের সবার পালনকর্তা এবং অধিপতি। তারা তাঁর ইচ্ছা এবং ক্ষমতার বাইরে যেতে পারে না। তারা পারে না তাঁর পরিপূর্ণ কালিমাসমূহ অতিক্রম করতে, যা অতিক্রম করার সক্ষমতা কোনো পুণ্যবান কিংবা গুনাহগার কেউই রাখে না। তিনি যা চান, তা-ই হয়; যদিও তারা না চায়। অপরদিকে তারা যা চায়—তিনি যদি তা না চান—তবে তা কখনো হয় না। আল্লাহ তাআলা বলেন :

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ

> তবে কি তারা আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তে অন্য কোনো দ্বীন কামনা করে? অথচ আসমান ও যমীনে যত মাখলুক আছে, তারা সকলে আল্লাহরই সামনে মাথা নত করে রেখেছে; (কতক তো) স্বেচ্ছায় এবং (কতক) বাধ্য হয়ে। এবং তারই দিকে সকলকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।[৩৬]

সুতরাং আল্লাহ তাআলা হলেন বিশ্বজগতের প্রতিপালক। সকল কিছুর স্রষ্টা এবং জীবিকা প্রদানকারী। জীবন দানকারী এবং মৃত্যু দানকারী। সকলের অন্তর পরিবর্তনকারী। সকল বিষয়-আশয় পরিচালনাকারী। তিনি ছাড়া তাদের কোনো রব নেই, কোনো অধিপতি নেই, কোনো স্রষ্টা নেই। তারা এই বাস্তবতাকে স্বীকার করুক বা না করুক, তারা এর জ্ঞান রাখুক কিংবা অজ্ঞ থাকুক—সবই সমান। মানুষের মধ্যে ঈমানের অধিকারীরা এ সত্য জানে, আর এটা স্বীকারও করে। তবে তাদের কথা ভিন্ন, যারা অজ্ঞ অথবা নিজের রবের প্রতি অহংকারবশত তা অস্বীকার করে, তারা মানতে চায় না, তাঁর সামনে নত হতে চায় না, অথচ তারা ভাল করেই জানে আল্লাহ তাদের রব ও স্রষ্টা।

---

[৩৬] সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৮৩

www.QuranerAlo.net

অস্বীকৃতি ও প্রত্যাখ্যানের মনোভাব নিয়ে যদি সত্যকে জানা হয়, তাহলে তা আযাবের কারণ হয়। যেমন, আল্লাহ বলেন :

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ

তারা সীমালঙ্ঘন ও অহমিকাবশত নিদর্শনগুলো প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর সেগুলো (সত্য বলে) বিশ্বাস করে নিয়েছিল। সুতরাং দেখো, ফ্যাসাদকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল।[৩৭]

তিনি আরও বলেন :

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

যাদের আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে এতটা ভালোভাবে চেনে, যেমন চেনে নিজেদের সন্তানদের। নিশ্চয় তাদের মধ্যে কিছু লোক জেনেশুনে সত্য গোপন করে।[৩৮]

তিনি আরও বলেন :

فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

বস্তুত তারা আপনাকে মিথ্যাবাদী বলছে না; বরং যালিমরা আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করছে।[৩৯]

দাসত্বের প্রথম অর্থ

বান্দা যদি স্বীকার করে—আল্লাহ তার রব ও সৃষ্টিকর্তা, এবং সে তাঁর মুখাপেক্ষী, তাহলে সে আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের[৪০] সাথে সম্পৃক্ত উবুদিয়্যাতকে চিনতে সক্ষম হয়।

আর কিছু বান্দার বৈশিষ্ট্য হলো, তারা একদিকে রবের কাছে চায়, তাঁর সামনে বিনয়ী হয় এবং তাঁর ওপর তাওয়াক্কুল করে তবে মাঝেমধ্যে তাঁর নির্দেশ মানে আবার কখনও লঙ্ঘন করে, কখনও তাঁর দাসত্ব করে আবার কখনও শয়তান ও মূর্তির পূজা করে।

এ ধরনের দাসত্ব জান্নাতি এবং জাহান্নামির মধ্যে পার্থক্য করে না। এ বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে

[৩৭] সূরা নামল, ২৭ : ১৪
[৩৮] সূরা বাকারাহ, ২ : ১৪৬
[৩৯] সূরা আনআম, ৬ : ৩৩
[৪০] প্রতিপালক ও পালনকর্তা হওয়ার বিশেষণ।

www.QuranerAlo.net

Contents

একজন ব্যক্তি মুমিনে পরিণত হয় না। যেমন, আল্লাহ বলেন :

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّـهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ

অনেক মানুষ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, কিন্তু সাথে সাথে শিরকেও লিপ্ত থাকে।[৪১]

মুশরিকরাও স্বীকার করত—আল্লাহ তাদের সৃষ্টিকর্তা এবং জীবিকা প্রদানকারী; এরপরেও তারা অন্যদের ইবাদত করত। আল্লাহ বলেন :

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّـهُ

আপনি যদি তাদের জিজ্ঞেস করেন, আকাশসমূহ ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছে?, তাহলে অবশ্যই তারা বলবে, আল্লাহ।[৪২]

তিনি আরও বলেন :

قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ سَيَقُولُونَ لِلَّـهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۞ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۞ سَيَقُولُونَ لِلَّـهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۞ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ سَيَقُولُونَ لِلَّـهِ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ

আপনি বলুন, যদি জানো তবে বলো—এই পৃথিবী এবং এতে যারা বাস করছে, তারা কার মালিকানায়? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহর। বলুন, তবুও কি তোমরা শিক্ষাগ্রহণ করবে না? বলুন, কে সাত আকাশের অধিপতি এবং মহা আরশের অধিকারী? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ। বলুন, তবুও কি তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে না? বলুন, কে তিনি, যার হাতে সবকিছুর পূর্ণ কর্তৃত্ব এবং যিনি আশ্রয় দান করেন আর তার বিপরীতে কেউ কাউকে আশ্রয় দিতে পারে না? তোমরা বলো, যদি তোমরা জানো। তারা অবশ্যই বলবে, সমস্ত কর্তৃত্ব আল্লাহর। বলুন, তবে কোথা হতে তোমরা জাদুগ্রস্ত হচ্ছ?[৪৩]

যারা বাস্তবতা নিয়ে আলোচনা করেন এবং তা পর্যবেক্ষণ করেন, তাদের অধিকাংশই এ বাস্তবতা স্বীকার করেন। এ হলো এক বিশ্বজনীন বাস্তবতা যার জ্ঞান ও পর্যবেক্ষণ

[৪১] সূরা ইউসুফ, ১২ : ১০৬
[৪২] সূরা জুমার, ৩৯ : ৩৮
[৪৩] সূরা মুমিনুন, ২৩ : ৮৪-৮৯

www.QuranerAlo.net

Contents

মুমিন, কাফির, পুণ্যবান এবং পাপিষ্ঠ—সবারই আছে। এমনকি ইবলীশ ও জাহান্নামবাসীরাও এ বাস্তবতার স্বীকার।

ইবলীস বলেছিল,

رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ

হে আমার প্রতিপালক, আপনি আমাকে অবকাশ দিন সে দিন পর্যন্ত, যে দিন মানুষেরা পুনরুত্থিত হবে।[৪৪]

সে এ-ও বলেছিল,

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ

হে আমার প্রতিপালক, যেহেতু আপনি আমাকে পথভ্রষ্ট করলেন, তাই আমি কসম করছি যে, আমি মানুষের জন্য দুনিয়ার ভেতর আকর্ষণ সৃষ্টি করব এবং তাদের সকলকে বিপথগামী করব।[৪৫]

সে আরও বলতে লাগল,

قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَٰذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا

সে বলল, এটা কেমন কথা! আপনি আমার ওপর তাকে মর্যাদা দিলেন! (ঠিক আছে) আপনি যদি আমাকে কিয়ামাতের দিন পর্যন্ত অবকাশ দেন, তাহলে আমি তার বংশধরদের মধ্যে অল্পসংখ্যক ছাড়া বাকি সবাইকে বিনাশ করে ছাড়ব (পথভ্রষ্ট করব)।[৪৬]

আরও অনেক বক্তব্যে সে (শয়তান) স্বীকার করেছে, আল্লাহ তার রব, তার ও অন্যদের স্রষ্টা।

জাহান্নামবাসীদেরও একই অবস্থা। কুরআনে এসেছে :

قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ۞ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ

[৪৪] সূরা সোয়াদ, ৩৮ : ৭৯
[৪৫] সূরা হিজর, ১৫ : ৩৯
[৪৬] সূরা বনি ইসরাঈল, ১৭ : ৬২

www.QuranerAlo.net

Contents

তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের ওপর আমাদের দুর্ভাগ্য ছেয়ে গিয়েছিল এবং আমরা ছিলাম বিপথগামী। হে আমাদের প্রতিপালক, আপনি আমাদের এখান থেকে উদ্ধার করুন। এরপর পুনরায় যদি আমরা সে কাজই করি তবে অবশ্যই আমরা জালিমদের অন্তর্ভূক্ত হব।[৪৭]

আল্লাহ তাদের ব্যাপারে বলেন :

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ

যেদিন কাফিরদেরকে জাহান্নামের সামনে উপস্থিত করে বলা হবে, এটা কি সত্য নয়? তারা বলবে; হ্যাঁ, আমাদের রবের শপথ এটা সত্য। আল্লাহ বলবেন, তাহলে শাস্তি আস্বাদন করো কারণ তোমরা অবিশ্বাস করতে।[৪৮]

দাসত্বের দ্বিতীয় অর্থ

যার কার্যক্রম এ বাস্তবতা পর্যবেক্ষণের মধ্যেই সীমিত, দ্বীনি বাস্তবতার যেসব বিষয়ে তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার উলুহিয়্যাত, তাঁর ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর আনুগত্যের সাথে সম্পৃক্ত) সেগুলো সে পালন করে না, সে মূলত ইবলীস ও জাহান্নামবাসীদের দলভুক্ত।

এ অবস্থা সত্ত্বেও যদি কেউ নিজের ব্যাপারে এ ধারণা করে যে, সে আল্লাহর বিশেষ ওলি, আরিফ বিল্লাহ এবং পূর্ণতা লাভকারীদের অন্তর্ভুক্ত, যাদের থেকে শরয়ি আদেশ-নিষেধ রহিত হয়ে গেছে, তাহলে সে নিকৃষ্ট কাফির ও নাস্তিকদের অন্তর্ভুক্ত।

আর যে মনে করে খাজির[৪৯] ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের ওপর থেকে শরিয়তের বাধ্যবাধকতা ওঠে গিয়েছে, কারণ তারা আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ও অনুরূপ বিষয়াদি দেখে ফেলেছে, তার এ ধারণা হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর প্রতি কুফরিকারীর নিকৃষ্ট কথাগুলোর অন্তর্ভুক্ত; যতক্ষণ না সে আবদের দ্বিতীয় শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে অর্থাৎ, সে আল্লাহ তাআলার দাসে পরিণত হচ্ছে, তাকে ছাড়া অন্য কারও গোলামি করছে না, তাঁর ও তাঁর রাসূলদের নির্দেশ মেনে চলছে, তাঁর মুমিন-মুত্তাকি বন্ধুদের সঙ্গে সখ্যতা গড়ে তুলেছে এবং তাঁর শত্রুদের সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করছে।

---

[৪৭] সূরা মুমিনুন, ২৩ : ১০৬-১০৭

[৪৮] সূরা আহকাফ, ৪৬ : ৩৪

[৪৯] যিনি লোকসমাজে 'খিজির' নামে প্রসিদ্ধ। বিশুদ্ধ উচ্চারণ অনুযায়ী শব্দটি 'খাজির'; 'খিজির' নয়।

www.QuranerAlo.net

এই দাসত্ব আল্লাহ তাআলার উলুহিয়্যাতের সঙ্গে সম্পর্কিত। এ জন্য তাওহীদের শিরোনাম হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ (উপাস্য) নেই। যারা আল্লাহর রুবুবিয়্যাতকে স্বীকার করে কিন্তু তার ইবাদত করে না, কিংবা যারা তাঁর সঙ্গে অন্য কোনো ইলাহেরও ইবাদত করে, তারা তাওহীদের কালিমার সামনে আত্মসমর্পণ করতে পারেনি।

> কেননা ইলাহ হলেন তিনি, যার দিকে পরিপূর্ণ ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ, মর্যাদা ও সম্মান, প্রত্যাশা ও ভীতি ইত্যাদির কারণে অন্তর আকৃষ্ট হয়।[৫০]

এটা সেই ইবাদত, যা আল্লাহ ভালোবাসেন এবং যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট। নির্বাচিত বান্দাদের গুণ হিসেবে তিনি এ গুণের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর রাসূলগণকেও ইবাদতের বার্তাসহ প্রেরণ করেছেন।

অপরদিকে বান্দা শব্দটিকে যদি বাধ্যগত অর্থে ধরা হয়, তবে মুমিন এবং কাফির সকলেই এর অন্তর্ভুক্ত। তারা স্বীকার করুক বা না করুক।

দাসত্বের উভয় অর্থের মধ্যে পার্থক্য করার প্রয়োজনীয়তা

দাসত্বের এ দুই অর্থের তফাত বোঝার মাধ্যমে শরয়ি বিধান ও প্রাকৃতিক বিধানের পার্থক্য সহজেই অনুধাবন করা যায়। আল্লাহ তাআলার ইবাদত, তাঁর দ্বীন এবং তাঁর নির্দেশ শরয়ি বিধানের অন্তর্ভুক্ত। শরয়ি বিধান হলো আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উপায়। যারা এটাকে মেনে নেয় এবং এর আলোকে জীবন পরিচালনা করে, তিনি তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং জান্নাত প্রদানের মাধ্যমে তাদের মর্যাদাবান করেন।

অপরদিকে প্রাকৃতিক বিধান হলো এক অনস্বীকার্য বাস্তবতা, যে ক্ষেত্রে মুমিন, কাফির, পুণ্যবান এবং পাপিষ্ঠ সকলেই শামিল।

যে ব্যক্তি প্রাকৃতিক বিধান মেনে নেওয়াকেই যথেষ্ট মনে করে এবং শরয়ি বিধানের তোয়াক্কা করে না, সে বিতাড়িত ইবলীসের অনুসারী এবং বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহ তাআলাকে অস্বীকারকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

---

[৫০] ইলাহের সংজ্ঞা :

اَلْإِلٰهُ الَّذِي يَأْلَهُ الْقَلْبُ بِكَمَالِ الْحُبِّ وَالتَّعْظِيمِ وَالْإِجْلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَالْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ وَنَحْوِ ذٰلِكَ.

www.QuranerAlo.net

আর যে ব্যক্তি কিছু বিষয়ে অথবা বিশেষ স্থান-কালে শরিয়তের বিধান পালন করাকে যথেষ্ট মনে করে আর অন্যত্র এর প্রয়োজন বোধ করে না, তবে দ্বীনি বিধান পালন করার ক্ষেত্রে তার যেটুকু অসম্পূর্ণতা থাকে সেই আনুপাতিক হারে তার ঈমান অসম্পূর্ণ, আল্লাহর সঙ্গে তার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কও অসম্পূর্ণ।

এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ জায়গা, যেখানে অনেকেই ভুল করেছে, আল্লাহর পথের পথিকদের অনেকেই ধাঁধার শিকার হয়েছে। হাকিকত, তাওহীদ এবং মারিফাতের রহস্য উদ্‌ঘাটনকারী অনেক বড় বড় শাইখেরও এক্ষেত্রে পদস্খলন ঘটেছে। এদের প্রকৃত সংখ্যা আল্লাহই ভালো জানেন। যিনি প্রকাশ্য ও গোপন সকল বিষয়ে জ্ঞানী।

www.QuranerAlo.net

তাকদির নিয়ে বিভ্রান্তি

শাইখ আবদুল কাদির জিলানি ﵀ তার বক্তব্যে এ দিকেই ইঙ্গিত করেছেন,

أَنَّ كَثِيرًا مِنَ الرِّجَالِ إِذَا وَصَلُوا إِلَى الْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ أَمْسَكُوا إِلَّا أَنَا فَإِنِّي انْفَتَحَتْ لِي فِيهِ رَوْزَنَةٌ فَنَازَعْتُ أَقْدَارَ الْحَقِّ بِالْحَقِّ لِلْحَقِّ؛ وَالرَّجُلُ مَنْ يَكُونُ مُنَازِعًا لِلْقَدَرِ لَا مَنْ يَكُونُ مُوَافِقًا لِلْقَدَرِ

> 'অধিকাংশ মানুষ যখন আল্লাহর ফায়সালা এবং তাকদিরের কাছাকাছি পৌঁছে যায়, তখন তারা থেমে যায়। তবে আমার অবস্থা ছিল ভিন্ন। আমি যখন সেখানে পৌঁছলাম, তখন আমার সামনে ছোট্ট একটি বাতায়ন খুলে গেল। আমি সে সময়টাতে সত্যের জন্য সত্যের তাকদিরের সঙ্গে লড়াই করেছি। পুরুষ তো সে, যে তাকদিরের সঙ্গে লড়াই করে। পুরুষ সে নয়, যে তাকদিরের অনুকূল হয়ে চলে।'

শাইখ যা বলেছেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ মূলত এটিরই নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এ বিষয়ে ভুল করে—তারা মানুষের নানা পাপাচার এমনকি কুফরিকেও পূর্ব নির্ধারিত তাকদির হিসেবে দেখে, তারা দেখে এগুলো আল্লাহর ইচ্ছা, ফায়সালা ও তাকদিরের কারণেই হয়ে থাকে, এগুলো তাঁরই রুবুবিয়্যাতের বিধান ও তাঁরই ইচ্ছার প্রতিফলন; ফলে তারা এগুলো মেনে নেওয়া, এসবের সাথে খাপ খাইয়ে চলা, এগুলোর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা ও অনুরূপ কাজকে দ্বীন, তরিকত ও ইবাদত মনে করে। ফলে তাদের চিন্তাধারা হয়ে যাচ্ছে সেসব মুশরিকের অনুরূপ, যারা বলেছিল,

www.QuranerAlo.net

لَوْ شَاءَ اللَّـهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ

আল্লাহ চাইলে আমরা ও আমাদের বাপ-দাদারা শিরক করতাম না, আর কোনো বস্তুকে হারাম সাব্যস্ত করতাম না।[৫১]

তারা আরও বলত,

أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّـهُ أَطْعَمَهُ

আল্লাহ ইচ্ছা করলেই যাদের খাওয়াতে পারতেন, আমরা কেন তাদের খাবার খাওয়াব?[৫২]

তারা আরও বলত,

لَوْ شَاءَ الرَّحْمَٰنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ

দয়াময় আল্লাহ চাইলে আমরা তাদের (ফেরেশতাদের) ইবাদত করতাম না।[৫৩]

তারা হেদায়াতপ্রাপ্ত হলে জানতে পারত, আমরা যেমন দারিদ্র্য, অসুস্থতা এবং ভীতির ওপর সন্তুষ্ট থাকি, তেমনিভাবে তাকদিরের ওপরও সন্তুষ্ট থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّـهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّـهِ يَهْدِ قَلْبَهُ

কোনো মুসিবতই আল্লাহর হুকুম ছাড়া আসে না। যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে আল্লাহ তার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন।[৫৪]

জনৈক সালাফ (আলকামা ﵀) বলেন,

هُوَ الرَّجُلُ تُصِيبُهُ الْمُصِيبَةُ فَيَعْلَمُ أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللَّـهِ فَيَرْضَى وَيُسَلِّمُ.

'এখানে এমন ব্যক্তির কথা উল্লেখিত হয়েছে, যে বিশ্বাস করে, বিপদ আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। ফলে সে সন্তুষ্ট হয়ে যায় এবং আত্মসমর্পণ করে।'

আল্লাহ তাআলা বলেন :

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ

[৫১] সূরা আনআম, ৬ : ১৪৮
[৫২] সূরা ইয়াসিন, ৩৬ : ৪৭
[৫৩] সূরা জুখরুফ, ৪৩ : ২০
[৫৪] সূরা তাগাবুন, ৬৪ : ১১

www.QuranerAlo.net

ذَٰلِكَ عَلَى اللَّـهِ يَسِيرٌ ۞ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّـهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

পৃথিবীতে অথবা তোমাদের নিজেদের এমন কোনো মুসিবত আসে না, যা আমি সঙ্ঘটিত করার পূর্বে কিতাবে লিপিবদ্ধ রাখি না। নিশ্চয়ই আল্লাহর পক্ষে এটা অতি সহজ। তা এ জন্য যে, হারানো জিনিসের জন্য যাতে দুঃখিত না হও এবং যা আল্লাহ তোমাদের দান করেছেন, তার জন্য উল্লসিত না হও। আল্লাহ দাম্ভিক ও অহংকারীদের পছন্দ করেন না।[৫৫]

আদম ﷺ এবং মূসা ﷺ-এর বিতর্ক

সহীহ বুখারি এবং *সহীহ মুসলিম* গ্রন্থদ্বয়ে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

احْتَجَّ آدَمَ وَمُوسَى فَقَالَ مُوسَى أَنْتَ آدَمَ الَّذِي خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ فَلِمَاذَا أَخْرَجْتَنَا وَنَفْسَكَ مِنَ الْجَنَّةِ ؟ فَقَالَ آدَمَ : أَنْتَ مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاكَ اللهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ فَهَلْ وَجَدْتَ ذَلِكَ مَكْتُوبًا عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ فَحَجَّ آدَمَ مُوسَى.

আদম ﷺ এবং মূসা ﷺ বিতর্ক করছিলেন। তখন মূসা ﷺ তাকে বললেন, আপনি আদম, যাকে আল্লাহ নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং যার ভেতর তিনি তাঁর রুহ ফুঁকে দিয়েছেন। ফেরেশতাদের দিয়ে আপনাকে সিজদা করিয়েছেন এবং সকল কিছুর নাম শিখিয়েছেন। তাহলে আপনি কেন আমাদেরকে এবং আপনাকে জান্নাত থেকে বের করলেন? তখন আদম ﷺ বললেন, আপনি মূসা, যাকে আল্লাহ তাঁর রিসালাত এবং কালামের মাধ্যমে বিশিষ্ট করেছেন। আপনি কি এটি পাননি যে, আমার সৃষ্টির পূর্বেই এসব আমার বিপক্ষে লিখিত রয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন আদম ﷺ মূসা ﷺ-এর ওপর বিতর্কে জয়ী হলেন।[৫৬]

আদম ﷺ মূসা ﷺ-এর সামনে প্রমাণস্বরূপ তাকদিরের প্রসঙ্গ এ জন্য টানেননি যে, পাপী ব্যক্তি তাকদির দিয়ে যুক্তি দেখাতে পারে। কারণ, কোনো মুসলিম এবং

[৫৫] সূরা হাদিদ, ৫৭ : ২২-২৩
[৫৬] *সহীহ বুখারি* : ৩৪০৯; *সহীহ মুসলিম* : ২৬৫২

www.QuranerAlo.net

Contents

বিবেকবান কেউই এ কথা বলবে না। আদতে এটা যদি অজুহাতই হতো, তাহলে তা তো ইবলীসের জন্য, একইভাবে নূহ ﷺ-এর সম্প্রদায়, হূদ ﷺ-এর সম্প্রদায় এবং প্রত্যেক কাফিরের জন্যও অজুহাত হতো।

মূসা ﷺ আদম ﷺ-কে পাপের কারণে ভর্ৎসনা করেননি। কেননা, আদম ﷺ নিজ প্রতিপালকের কাছে তাওবা করেছিলেন। ফলে আল্লাহ তাকে মনোনীত করেছেন এবং তাকে পথ দেখিয়েছেন।[৫৭] আদম ﷺ-এর ভুলের কারণে যে মুসিবত আপতিত হয়েছিল, তিনি সে কারণে তাঁকে ভর্ৎসনা করেছিলেন। এ জন্য তিনি বলেছেন, 'তাহলে কেন আপনি আমাদের এবং আপনার নিজেকে জান্নাত থেকে বের করলেন?' তখন আদম ﷺ তাকে উত্তর দিয়েছেন, 'এ সবকিছু আমার সৃষ্টির পূর্বেই আমার ব্যাপারে লিখিত ছিল।'

বান্দার করণীয়

সুতরাং কোনো কাজের কারণে যে মুসিবত আসে, তা সুনির্ধারিত। যে সকল মুসিবত নির্ধারিত, সেগুলোর সামনে আত্মসমর্পণ করা অপরিহার্য। কারণ, এটা পরিপূর্ণভাবে আল্লাহকে রব হিসেবে মেনে নেওয়ারই অংশ।

পাপ—বান্দার অধিকার নেই পাপ করার। পাপ করার পর অপরিহার্য হলো তাওবা করা এবং ক্ষমাপ্রার্থনা করা। বান্দা সব ধরনের পাপ থেকে তাওবা করবে এবং বিপদের ওপর ধৈর্যধারণ করবে। আল্লাহ বলেন :

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ

আপনি ধৈর্যধারণ করুন। নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য। এবং আপনি আপনার ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করুন।[৫৮]

তিনি আরও বলেন :

وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا

যদি তোমরা ধৈর্যধারণ করো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো, তাহলে তাদের চক্রান্ত তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।[৫৯]

[৫৭] সূরা তোয়াহা, ২০ : ১২২
[৫৮] সূরা গাফির, ৪০ : ৫৫
[৫৯] সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১২০

www.QuranerAlo.net

তিনি আরও বলেন :

وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

যদি তোমরা ধৈর্যধারণ করো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো, নিশ্চয়ই এটা দৃঢ় সংকল্পের বিষয়।[৬০]

কুরআনের ভাষায় ইউসুফ ﷺ বলেছিলেন,

إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন ও ধৈর্যধারণ করে, এমন সৎকর্মশীলদের প্রতিদান আল্লাহ নষ্ট করেন না।[৬১]

[৬০] সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৮৬
[৬১] সূরা ইউসুফ, ১২ : ৯০

www.QuranerAlo.net

সৎ কাজের আদেশের বাধ্যবাধকতা

পাপের ক্ষেত্রে তাওবা এবং ক্ষমাপ্রার্থনার পাশাপাশি বান্দাদের ওপর অপরিহার্য দায়িত্ব হলো, নিজেদের সাধ্যানুসারে সৎ কাজের আদেশ দেওয়া, অসৎ কাজের নিষেধ করা, আল্লাহর পথে কাফির এবং মুনাফিকদের বিপক্ষে জিহাদ করা, আল্লাহর বন্ধুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করা, তাঁর দুশমনদের সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করা, আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এবং তাঁর জন্যই বিদ্বেষ রাখা। যেমন, আল্লাহ বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۞ إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ ۞ لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

www.QuranerAlo.net

হে মুমিনগণ, তোমরা যদি আমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমার পথে জিহাদের জন্য বের হয়ে থাকো, তাহলে আমার শত্রু ও তোমাদের নিজেদের শত্রুকে এমন বন্ধু বানিয়ো না যে, তাদের কাছে ভালোবাসার বার্তা পৌঁছাতে শুরু করবে। অথচ তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে তারা তা এমনই প্রত্যাখ্যান করেছে রাসূলকে এবং তোমাদেরও কেবল এই কারণে (মক্কা থেকে) বের করে দেয় যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছ। তোমরা গোপনে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করো, অথচ তোমরা যা কিছু গোপনে করো এবং যা কিছু প্রকাশ্যে করো, আমি তা ভালোভাবে জানি। তোমাদের মধ্যে কেউ এমন করলে সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হলো। তোমাদের বাগে পেলে তারা তোমাদের শত্রু হয়ে যাবে এবং নিজেদের হাত ও মুখ বিস্তার করে তোমাদের কষ্ট দেবে। তাদের কামনা এটাই তোমরা কাফির হয়ে যাও। কিয়ামতের দিন তোমাদের আত্মীয়-স্বজন ও সন্তান-সন্ততি কোনো কাজে আসবে না। আল্লাহই তোমাদের মধ্যে ফায়সালা করবেন। তোমরা যা কিছু করছ, আল্লাহ তা ভালোভাবেই দেখছেন। তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তার সঙ্গীদের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে, যখন সে নিজ সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের উপাসনা করছ তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের (আকিদা-বিশ্বাস) অস্বীকার করি। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে চিরকালের জন্য শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়ে গেছে, যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।[৬২]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ

আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী এমন কাউকেই পাবে না, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখে; হোক না তারা তাদের বাবা, ছেলে কিংবা তাদের ভাই বা স্বগোত্রীয়। তারা এমন, আল্লাহ যাদের অন্তরে ঈমান খোদাই করে দিয়েছেন এবং নিজ রুহ দ্বারা তাদের সাহায্য করেছেন।[৬৩]

[৬২] সূরা মুমতাহিনা, ৬০ : ১-৪
[৬৩] সূরা মুজাদালা, ৫৮ : ২২

www.QuranerAlo.net

Contents

তাকওয়াবান এবং পাপিষ্ঠরা কখনো সমান নয়

তিনি আরও বলেন :

أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ

আমি কি মুসলিমদেরকে অপরাধীদের সমান গণ্য করব?[৬৪]

তিনি আরও বলেন :

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ

যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, আমি কি তাদের পৃথিবীতে অশান্তি বিস্তারকারীদের সমান হিসেবে গণ্য করব?[৬৫]

তিনি আরও বলেন :

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

যারা অপকর্ম করে তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে আর ঈমান আনয়নকারী ও সৎকর্মশীলকে সমান বলে গন্য করব, যাতে তাদের জীবন ও মৃত্যু একই রকম হয়ে যায়? তাদের সিদ্ধান্ত কতই-না মন্দ![৬৬]

তিনি আরও বলেন :

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ ۞ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ۞ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ ۞ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ

অন্ধ ও চক্ষুষ্মান সমান নয়; এবং অন্ধকার ও আলোও না। আর না ছায়া ও রোদ। এবং সমান নয় জীবিত ও মৃত।[৬৭]

---

[৬৪] সূরা কালাম, ৬৮ : ৩৫
[৬৫] সূরা সোয়াদ, ৩৮ : ২৮
[৬৬] সূরা জাসিয়া, ৪৫ : ২১
[৬৭] সূরা ফাতির, ৩৫ : ১৯-২২

www.QuranerAlo.net

তিনি আরও বলেন :

ضَرَبَ اللَّـهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّـهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন, এক ব্যক্তির মালিক অনেক, যারা পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন। আর অপর ব্যক্তি (অন্য গোলাম) এমন, যে সম্পূর্ণরূপে এক ব্যক্তির মালিকানায়। এ দুজনের অবস্থা কি সমান?[৬৮]

তিনি আরও বলেন :

ضَرَبَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّـهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَضَرَبَ اللَّـهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُّ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন—একজন অধিনস্ত দাসের, যে কোনো কিছুর ওপর ক্ষমতা রাখে না। কোনো বস্তুর মধ্যে তার কিছুমাত্র ক্ষমতা নেই। আর অন্যদিকে এমন এক ব্যক্তি, যাকে আমি আমার পক্ষ হতে উত্তম জীবিকা দিয়েছি এবং সে তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে। এই দুজন কি সমান? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না। আল্লাহ আরেকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন দুজন লোকের। তাদের একজন বোবা, সে কোনো কাজ করতে পারে না; বরং সে তার মনিবের জন্য বোঝা। মনিব তাকে যেখানেই পাঠায়, সে ভালো কিছু করে আনতে পারে না। সে কি ওই ব্যক্তির সমান, যে অন্যদের ন্যায়ের আদেশ দেয় এবং নিজেও সরল পথে প্রতিষ্ঠিত থাকে?[৬৯]

তিনি আরও বলেন :

لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ

জাহান্নামের অধিবাসীরা এবং জান্নাতের অধিবাসীরা সমান নয়। জান্নাতবাসীরাই সফল।[৭০]

---

[৬৮] সূরা জুমার, ৩৯ : ২৯
[৬৯] সূরা নাহল, ১৬ : ৭৫-৭৬
[৭০] সূরা হাশর, ৫৯ : ২০

www.QuranerAlo.net

Contents

হকপন্থী এবং বাতিলপন্থীদের মধ্যে পার্থক্য করার গুরুত্ব

এ ধরনের অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেগুলোতে আল্লাহ তাআলা হকপন্থী এবং বাতিলপন্থীদের মধ্যে, আনুগত্যপরায়ণ এবং অবাধ্যদের মধ্যে, পুণ্যবান এবং পাপিষ্ঠদের মধ্যে, হিদায়াতপ্রাপ্ত এবং পথভ্রষ্টদের মধ্যে, ভ্রান্ত এবং সুপথপ্রাপ্তদের মধ্যে, সত্যের ধারক এবং মিথ্যার ধারকদের মধ্যে পার্থক্য করে দিয়েছেন।

যে ব্যক্তি শরয়ি বিধানকে বাদ দিয়ে কেবল জাগতিক বাস্তবতাকেই দেখে থাকে, সে বিভিন্নপ্রকার বিধানকে একাকার করে ফেলে, যেগুলোর মধ্যে আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে পার্থক্য করে দিয়েছেন। এর ফলে, সে আল্লাহকে এবং মূর্তিকে একই কাতারে নিয়ে আসে। যেমন, কুরআনে এসেছে তারা নিজেদের ব্যাপারে (কিয়ামাতের দিন) বলবে :

تَاللَّـهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۞ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ

> আল্লাহর কসম, আমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে ছিলাম, যখন আমরা তোমাদের বিশ্বজগতের প্রভুর সমকক্ষ মনে করতাম।[৭১]

[৭১] সূরা শুআরা, ২৬ : ৯৭-৯৮

www.QuranerAlo.net

ওয়াহদাতুল উজুদের ভ্রান্ত আকিদা

বরং বিষয়টি এতদূর গড়িয়েছে যে, তারা আল্লাহকে প্রত্যেক বস্তুর সাথে একাকার করে ফেলেছে। দাসত্ব ও আনুগত্য যা কিছু আল্লাহর অধিকার ছিল তারা সেগুলোকে প্রত্যেক বস্তুর অধিকারে পরিণত করেছে। কারণ, তাদের মতে সকল সৃষ্টিই আল্লাহ![৭২]

এটা মানবজাতির প্রতিপালককে অবিশ্বাস ও অস্বীকার করার গুরুতর প্রকারগুলোর মধ্যে অন্যতম।

তাদের কুফর তাদের এ পর্যায়ে নিয়ে গেছে যে, বাধ্যগত ও ইবাদতকারী কোনো অর্থেই তারা নিজেকে আল্লাহর বান্দা মনে করে না। কারণ নিজেদেরই 'হক' মনে করে থাকে।[৭৩] যেমনটা তাদের তাগুত নেতারা—উদাহরণস্বরূপ : *আল-ফুসুস* গ্রন্থ রচয়িতা ইবনু আরাবি, ইবনু সাবয়িন এবং তাদের অনুরূপ অন্যান্য জিন্দিক এবং মিথ্যা রটনাকারীরা—স্পষ্টভাবেই বলেছে। তারা বিশ্বাস করে, তারাই উপাসনাকারী, আবার তারাই উপাস্য।

এটা প্রাকৃতিক বিধান কিংবা শরয়ি বিধান কোনোটাই প্রত্যক্ষ করার নাম নয়। বরং তা অন্ধত্ব এবং নিরেট গোমরাহি। তারা স্রষ্টার অস্তিত্বকে সৃষ্টির অস্তিত্ব বানিয়ে ফেলেছে আর নন্দিত ও নিন্দিত গুণকে স্রষ্টা এবং সৃষ্টি উভয়ের জন্য নির্ধারণ করেছে। তাদের মতে একজনের অস্তিত্ব অন্যজনের অস্তিত্বের নামান্তর।

---

[৭২] পরিভাষায় এ ধরনের বিশ্বাস লালনকারীদেরই 'ওয়াহদাতুল উজুদ'-এ বিশ্বাসী সম্প্রদায় বলা হয়।

[৭৩] হুসাইন ইবনু মানসুর হাল্লাজ যেমন নিজের ব্যাপারে বলত, 'আনাল হক'। অর্থাৎ আমিই হক। তার এ ভ্রান্ত আকিদার কারণে তৎকালীন আলিমগণের সিদ্ধান্ত অনুসারে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

www.QuranerAlo.net

Contents

পক্ষান্তরে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি যারা ঈমান রাখে, তাদের মধ্যে সাধারণ এবং বিশেষ দু-শ্রেণিই রয়েছে। বিশেষ শ্রেণি হলো কুরআনের ধারকরা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إِنَّ لِلَّـهِ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ قِيلَ : مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ أَهْلُ الْقُرْآنِ هُمْ أَهْلُ اللهِ وَخَاصَّتُهُ

> 'মানুষের মধ্যে আল্লাহর কিছু পরিজন রয়েছে।' জিজ্ঞাসা করা হলো, 'হে আল্লাহর রাসূল, তারা কারা?' তিনি বললেন, 'কুরআনের ধারকরা আল্লাহর পরিজন এবং তার বিশেষ লোক।'

তারা এই জ্ঞান রাখে, আল্লাহ তাআলা সবকিছুর পালনকর্তা, অধিপতি এবং সৃষ্টিকর্তা। পবিত্র স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি সৃষ্টির মধ্যে অবতরণ করেন না, একীভূত হয়ে যান না, আর তাঁর অস্তিত্ব সৃষ্টির অস্তিত্বের নামান্তর নয়।

খ্রিষ্টান সম্প্রদায়কে আল্লাহ কাফির হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, কারণ তারা ঈসা মাসিহ ﷺ-এর মধ্যে আল্লাহ তাআলার অবতরণ এবং একীভূত হওয়ার কথা বলেছিল। তাহলে যারা এ বিষয়টিকে সৃষ্টির জন্য ব্যাপক করে ফেলে, তাদের ব্যাপারে কী বিধান হবে?

এ সত্ত্বেও তারা জানে, আল্লাহ তাআলা তাঁর এবং তাঁর রাসূল ﷺ-এর আনুগত্যের আদেশ দিয়েছেন। তাঁর এবং রাসূল ﷺ-এর অবাধ্যতা থেকে নিষেধ করেছেন। তিনি বিশৃঙ্খলা ভালোবাসেন না, বান্দাদের জন্য কুফর পছন্দ করেন না। সৃষ্টিজীবের জন্য অপরিহার্য হলো, তাঁর ইবাদত করা, নির্দেশ মান্য করা এবং তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা। যেমন, আল্লাহর কিতাবের প্রথম সূরায় বলা হয়েছে :

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

আমরা আপনারই ইবাদত করি এবং আপনার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।[৭৪]

উপকরণ গ্রহণ করাও ইবাদত

আল্লাহর ইবাদত এবং আনুগত্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—সাধ্যমতো সৎ কাজের আদেশ দেওয়া, অসৎ কাজের নিষেধ করা, আল্লাহর পথে

[৭৪] সূরা ফাতিহা, ১ : ৫

www.QuranerAlo.net

কাফির ও মুনাফিকদের বিপক্ষে জিহাদ করা। সুতরাং বান্দারা দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করার পাশাপাশি নিজেদের শক্তি ও প্রচেষ্টা ব্যয় করবে। এর মাধ্যমে পূর্ব নির্ধারিত অনিষ্টকে দূর এবং প্রতিহত করবে। আশঙ্কাজনক পরিস্থিতিকে প্রতিরোধ করবে, যেমনিভাবে মানুষ ক্ষুধাকে খাবার গ্রহণের মাধ্যমে নিবারণ করে। শীতকালে পোশাকের মাধ্যমে মানুষ শীতের প্রকোপ থেকে নিজেকে রক্ষা করে। এভাবেই আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর মাধ্যমে অনাকাঙ্ক্ষিত বস্তুকে প্রতিরোধ করা হয়। সাহাবিরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জিজ্ঞেস করেছিলেন,

يَا رَسُولَ اللَّـهِ أَرَأَيْتَ أَدْوِيَةً نَتَدَاوَى بِهَا وَرُقًى نسترقي بِهَا وَتُقَاةً نَتَّقِي بِهَا هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللهِ شَيْئًا ؟

হে আল্লাহর রাসূল, আমরা যে ওষুধ ব্যবহারের মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণ করি, ঝাড়ফুঁক করাই বা অন্য কোনো উপায়ে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিই—এগুলো কি আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত ভাগ্যকে পরিবর্তন করতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

তিনি বললেন,

هِيَ مِنْ قَدَرِ اللهِ

তোমাদের এসব চেষ্টা-তদবিরও আল্লাহ তাআলা নির্ধারিত ভাগ্যের অন্তর্গত।[৭৫]

এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إِنَّ الدُّعَاءَ وَالْبَلَاءَ لَيَلْتَقِيَانِ فَيَعْتَلِجَانِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

নিশ্চয় দুআ এবং আপদ পরস্পর মিলিত হয়। এরপর আকাশ এবং পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানে সংঘাতে লিপ্ত হয়।[৭৬]

এই হলো আল্লাহ এবং রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়নকারী, আল্লাহর ইবাদতকারীদের অবস্থা। এ সবকিছুই ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত।

---

[৭৫] *সুনানুত তিরমিযি* : ২১৪৮; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৩৪৩৭; *আল-মুসতাদরাক*, ইমাম হাকিম : ৪/১৯৯

[৭৬] *আল-মুসতাদরাক*, ইমাম হাকিম : ১/৪৯২; *মুসনাদু বাজজার* : ২১৬৫

www.QuranerAlo.net

জাবেরিয়া গোষ্ঠীর বিভ্রান্তি

আল্লাহ তাআলা সকল কিছুর পালনকর্তা যারা এ প্রাকৃতিক বিধান প্রত্যক্ষ করে এবং এটাকে তাঁর দ্বীনি ও শরয়ি নির্দেশ পালন করার অন্তরায় বানিয়ে ফেলে (অর্থাৎ জাবরিয়া গোষ্ঠী), তাদের কয়েকটি স্তর রয়েছে।

১. তাদের মধ্যে যারা চরমপন্থী, তারা এটাকে ব্যাপক ও সাধারণ নীতি মনে করে। তারা শরিয়তের বিধান লঙ্ঘন করার ক্ষেত্রে তাকদিরকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করে।

এদের এই নীতি ইহুদি-খ্রিষ্টানের চাইতেও নিকৃষ্ট। এটা মুশরিকদের কথার মতো যারা বলে,

لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ

যদি আল্লাহ চাইতেন, তাহলে আমরা কিংবা আমাদের বাপ-দাদারা শিরক করতাম না, আর কোনো বস্তুকে হারাম করতাম না।[৭৭]

তারা আরও বলে,

لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ

দয়াময় যদি চাইতেন, তাহলে আমরা তাদের (ফেরেশতাদের) ইবাদত করতাম না।[৭৮]

---

[৭৭] সূরা আনআম, ৬ : ১৪৮
[৭৮] সূরা জুখরুফ, ৪৩ : ২০

www.QuranerAlo.net

Contents

পৃথিবীর মধ্যে বিপরীতমুখী আচরণকারীদের মধ্যে অন্যতম গোষ্ঠী হলো এরা, যারা তাকদিরকে প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করে থাকে। এরা সকলেই দ্বিমুখী। কারণ, প্রত্যেক মানুষকে তার কৃতকর্মের ওপর স্থির থাকার জন্য মুক্তভাবে ছেড়ে দেওয়া কখনোই সম্ভব নয়। সুতরাং কোনো অত্যাচারী যখন নিজের ওপর অত্যাচার করবে, কিংবা অন্য মানুষের ওপর জুলুম করবে, পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য চেষ্টা-সাধনা করবে, মানুষের রক্তপাত করবে, নারীদের সম্ভ্রমহানিকে বৈধ মনে করবে, খেতখামার এবং গবাদিপশু ধ্বংস করবে, কিংবা এমন কিছুকে বিনষ্ট করবে, যা ছাড়া পৃথিবীতে মানুষের টিকে থাকা অসম্ভব। তো এসব ক্ষেত্রে তাকে অবশ্যই ফেরাতে হবে। অবশ্যই এসব ক্ষতি প্রতিহত করতে হবে এবং অত্যাচারীর ওপর এমন শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে, যা অত্যাচার রোধ করবে এবং অন্য কেউ সীমালঙ্ঘন থেকে দূর করবে।

জাবরিয়া গোষ্ঠীর সদস্যদের বলা উচিত, তাকদির যদি অজুহাত হয়ে থাকে, তাহলে প্রত্যেককে তা-ই করতে দিন, যা সে করতে চায়—আপনার ব্যাপারে কিংবা অন্যদের ব্যাপারে। আর যদি তাকদিরকে প্রমাণ মানতে সম্মত না হন, তাহলে তো তাকদিরকেন্দ্রিক মূলনীতিই বাতিল হয়ে যায়।

যারা তাকদিরকে অজুহাত হিসেবে পেশ করে থাকে, তারা নিজেরাও সব ক্ষেত্রে এ নীতি মানতে পারে না, সর্বদা এটাকে অবলম্বন করতে পারে না। বস্তুত তারা নিজেদের খেয়ালখুশি এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। তাদের ব্যাপারে জনৈক আলিম (ইবনুল জাওযি ﵀) বলেছেন,

أَنْتَ عِنْدَ الطَّاعَةِ قَدَرِيٌّ وَعِنْدَ الْمَعْصِيَةِ جَبْرِيٌّ ؛ أَيُّ مَذْهَبٍ وَافَقَ هَوَاكَ تَمَذْهَبْتَ بِهِ.

> 'আনুগত্যের সময় তুমি কাদরিয়া, অবাধ্যতার সময় তুমি জাবরিয়া। যে মতবাদ তোমার প্রবৃত্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তুমি সে-ই মতবাদই গ্রহণ করো।'

২. তাদের মধ্যে আরেক শ্রেণি হাকিকত এবং মারিফতের দাবি করে থাকে। মানুষের মধ্যে যারা নিজেদের কাজকর্মের স্রষ্টা ভাবে এবং নিজেদের জন্যই বিভিন্ন গুণ সাব্যস্ত করে[৭৯], তাদের জন্য আদেশ-নিষেধ মান্য করা অপরিহার্য মনে করে। অপরদিকে যারা মনে করে—কাজকর্ম আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্ট এবং তারা সে ক্ষেত্রে বাধ্য, আল্লাহ তাআলা সত্তার মধ্যে সেভাবেই কর্তৃত্ব করেন, যেভাবে তিনি গতিশীল বস্তুকে গতি দান করেন—তাদের জন্য আদেশ-নিষেধ মান্য

[৭৯] অর্থাৎ যারা কাদরিয়া।

www.QuranerAlo.net

করা অপরিহার্য নয়। কারণ, অন্য কারও মাধ্যমে পরিচালিত সত্তা তো আদেশ-নিষেধ, প্রতিশ্রুতি এবং হুঁশিয়ারির বন্ধন থেকে মুক্ত থাকে।

কখনো তারা বলে, আল্লাহর ইচ্ছা সম্পর্কে অবগতি লাভ করা ব্যক্তিদের জন্য শরিয়ত পালনের বাধ্যবাধকতা রহিত হয়ে যায়। তারা মনে করে, খাজিরের থেকে শরিয়ত পালনের বাধ্যবাধকতা রহিত হয়ে গিয়েছিল। কারণ, তিনি আল্লাহর ইচ্ছা সম্পর্কে অবগতি লাভ করেছিলেন।

মোটকথা, তারা মানুষকে দুভাগে ভাগ করে। এরপর সাধারণ এবং বিশেষ মানুষের মধ্যে পার্থক্য করে। বিশেষ মানুষ তারা, যারা প্রাকৃতিক বিধান উপলব্ধি করে। আর এ দর্শন পোষণ করে যে, আল্লাহ সকল কাজকর্মের সৃষ্টিকর্তা, তিনিই বিশ্বচরাচর পরিচালনা করেন।

যারা সত্যকে শুধু জ্ঞানগতভাবে জানে এবং যারা জানার পাশাপাশি প্রত্যক্ষও করে, কখনো তারা এ দুই শ্রেণির মধ্যে পার্থক্য করে। ফলে যারা প্রত্যক্ষ করা ছাড়া শুধু জ্ঞানগতভাবে ঈমান আনয়ন করে, তাদের থেকে শরিয়া পালনের বাধ্যবাধকতা রহিত হয় বলে মনে করে না। পক্ষান্তরে যারা সত্যকে প্রত্যক্ষ করে, আর নিজেদের কোনো কাজের সৃষ্টিকর্তা মনে না করে, তাদের থেকে শরিয়া পালনের বাধ্যবাধকতা রহিত হয় বলে মনে করে।

এসব লোক আল্লাহর ইচ্ছার বাধ্যবাধকতা এবং তাকদিরকে শরিয়তের বিধান মেনে চলার ব্যাপারে প্রতিবন্ধক বানিয়ে ফেলে।

জ্ঞান-গবেষণা এবং মারিফাতের দিকপাল এবং তাওহীদের রহস্য উদ্‌ঘাটনকারী অনেক মানুষই এই ভ্রান্ত ধারণায় ফেঁসে গেছে। এর কারণ হলো, তারা এ বিষয়টি অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছে যে, বান্দাকে এমন কাজের নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে, যার বিপরীত জিনিসটি তার ভাগ্যে লিখে রাখা হয়েছে। মুতাজিলাসহ অন্যান্য কাদরিয়াদের ভ্রান্তিও এখানে।

জাবরিয়াদের নীতি মুতাজিলাদের চাইতেও নিকৃষ্ট

মুতাজিলারা শরিয়তের আদেশ-নিষেধের অপরিহার্যতাকে সাব্যস্ত করে; কিন্তু আল্লাহর ফায়সালা এবং ইচ্ছাকে অস্বীকার করে। তাদের ধারণা হলো, আল্লাহর ইচ্ছা সকল

www.QuranerAlo.net

জিনিসকে বেষ্টন করে আছে এবং তিনি বান্দার কাজকর্মের সৃষ্টিকর্তা।

পক্ষান্তরে এ সকল লোক আল্লাহর ফায়সালা এবং তাকদিরকে স্বীকার করে; কিন্তু যে ব্যক্তি তাকদিরকে প্রত্যক্ষ করে নিয়েছে তার জন্য শরিয়তের আদেশ-নিষেধকে নাকচ করে দেয়। তবে ঢালাওভাবে এটাকে নাকচ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

এদের নীতি মুতাজিলাদের নীতির চাইতেও নিকৃষ্ট। সালাফের কেউই এদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। এরা শরিয়তের আদেশ-নিষেধকে কেবল তাদের ওপরই অপরিহার্য মনে করে, যারা প্রাকৃতিক বিধান বুঝে উঠতে ব্যর্থ হয়েছে। তাদের মতে, যারা প্রাকৃতিক বিধান প্রত্যক্ষ করার স্তরে পৌঁছে গেছে, তাদের জন্যে শরিয়তের আদেশ-নিষেধ রহিত হয়ে গেছে। তারা হলো আল্লাহ তাআলার বিশেষ লোক। তারা কখনো আল্লাহ তাআলার এই বাণীকে প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করে :

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

> আপনি আপনার প্রতিপালকের ইবাদত করতে থাকুন, যতক্ষণ আপনার 'ইয়াকিন' না আসে।[৮০]

তাদের মতে 'ইয়াকিন' হলো প্রাকৃতিক বিধানকে উপলব্ধি করা।

এদের এই নীতি সুস্পষ্ট কুফর। যদিও এতে এমন কিছু মানুষ না জেনেই এতে লিপ্ত রয়েছে। জ্ঞান থাকা পর্যন্ত শরিয়তের আদেশ-নিষেধ মান্য করা প্রত্যেক বান্দার জন্য অপরিহার্য। এটাই ইসলামের প্রমাণিত বিধান। আর আমৃত্যু এই বিধান কার্যকর থাকবে। কোনোভাবেই তার থেকে এটা রহিত হবে না—তাকদির প্রত্যক্ষ করার মাধ্যমেও নয়, অন্য কোনোভাবেও নয়।

যে এটা জানে না, তাকে জানাতে হবে এবং তার সামনে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করতে হবে। এরপরও যদি সে শরিয়তের বিধান রহিত হয়ে যাওয়ার আকিদা আকড়ে ধরে থাকে, তাহলে তাকে হত্যা করে ফেলা হবে।

---

[৮০] সূরা হিজর, ১৫ : ৯৯

www.QuranerAlo.net

ইবাদত রহিত হয়ে যাওয়ার নীতি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের শামিল

এ ধরনের কথাবার্তা পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে এসে অধিক প্রচলন লাভ করেছে। উম্মাহর পূর্ববর্তীদের মধ্যে এ ধরনের কথা প্রচলিত ছিল না। এসব কথা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা, শত্রুতা পোষণ করা, তাঁর পথ থেকে লোকদের ফিরিয়ে রাখা এবং তাঁর বিরোধিতা করার নামান্তর। একইভাবে তা আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা এবং বিধানের ক্ষেত্রে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করারও নামান্তর। যদিও এমন মতবাদ লালনকারীরা এ ব্যাপারে অজ্ঞ থাকে এবং এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, তার পথ হলো রাসূল ﷺ-এর পথ এবং হাকিকত লাভকারী ওলিদের মানহাজ। তবুও সে ওই ব্যক্তির হুকুমের আওতাভুক্ত, যে বিশ্বাস করে তার উপর সালাত ওয়াজিব নয় কারণ সে সালাতের প্রতি অমুখাপেক্ষী, কেননা তার আত্মার সুউচ্চ স্তর অর্জিত হয়ে গেছে।

অথবা সে এই বিশ্বাস লালনকারীর মতোই, যে মাদকদ্রব্য তার জন্য হালাল মনে করে। কেননা সে আল্লাহর বিশেষ বা নৈকট্যপ্রাপ্তদের একজন। মদপান যার কোনো ক্ষতি করতে পারে না। অথবা সেই ব্যক্তির মতো, যে ধারণা পোষণ করে ব্যভিচার তার জন্য বৈধ। কেননা সে এমন এক মহাসমুদ্র, কয়েক ফোটা গুনাহ যাকে নোংরা করতে পারে না।

মুশরিকদের সঙ্গে বিদআতিদের সাদৃশ্য

এতে কোনো সন্দেহ নেই, যে সকল মুশরিক রাসূলকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করে তারা দুটো ভ্রান্তির মধ্যে ঘুরপাক খায় :

১) শরিয়তবিরোধী নবোদ্ভাবিত পথ-মতের অনুসরণ

২) আল্লাহর নির্দেশের অন্যথা করার ব্যাপারে তাকদিরের মাধ্যমে যুক্তিপ্রদান।

এই শ্রেণির মানুষদের সাথে মুশরিকদের সাদৃশ্য রয়েছে। হয়তো তারা বিদআতে লিপ্ত

www.QuranerAlo.net

হয়, কিংবা তাকদিরের মাধ্যমে যুক্তি দেয়। অথবা দুটোর মধ্যে সমন্বয় করে। যেমন, আল্লাহ তাআলা মুশরিকদের ব্যাপারে বলেন :

وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

তারা যখন কোনো অশ্লীল কাজ করে তখন বলে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের এরূপই করতে দেখেছি এবং আল্লাহ আমাদের এরই আদেশ করেছেন। তুমি তাদের বলো, আল্লাহ অশ্লীলতার আদেশ দেন না। তোমরা কি আল্লাহর নামে এমন কথা বলছো, যে সম্পর্কে তোমাদের বিন্দুমাত্র জ্ঞান নেই?[৮১]

তাদের ব্যাপারে আল্লাহ আরও বলেন :

لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ

যারা শিরক অবলম্বন করেছে তারা বলবে, আল্লাহ চাইলে আমরা শিরক করতাম না এবং আমাদের বাপ-দাদারাও না, আর না আমরা কোনো বস্তুকে হারাম সাব্যস্ত করতাম।[৮২]

মুশরিকদের সম্পর্কে কুরআনে এ-ও উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা দ্বীনের মধ্যে অনেক বিদআত উদ্ভাবন করেছিল, যার মধ্যে রয়েছে হারামকে হালাল ঘোষণা করা এবং এমন সব ইবাদত করা, যা আল্লাহ শরিয়তে বিধিবদ্ধ করেননি। যেমন, আল্লাহ বলেন :

وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ

তারা তাদের ধারণা অনুসারে বলে, এই সব গবাদি পশু ও শস্য নিষিদ্ধ। আমরা যাদেরকে চাইব তারা ছাড়া অন্য কেউ এসব খেতে পারবে না এবং কিছু গবাদি পশু যাদের পিঠে চড়া হারাম করা হয়েছে। আবার আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করার উদ্দেশ্যে তারা কোনো পশু জবাইকালে আল্লাহর নাম নেয় না। এসব মিথ্যা রচনার প্রতিফল তিনি শিগ্‌গিরই তাদের প্রদান করবেন।[৮৩]

এ আয়াত থেকে শুরু করে সূরার শেষ পর্যন্ত এ আলোচনা রয়েছে।

---

[৮১] সূরা আরাফ, ৭ : ২৮
[৮২] সূরা আনআম, ৬ : ১৪৮
[৮৩] সূরা আনআম, ৬ : ১৩৮

www.QuranerAlo.net

একইভাবে সূরা আরাফে আল্লাহ বলেন :

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّـهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ۞ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّـهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّـهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّـهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ۞ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّـهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ ۞ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۞ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّـهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۞ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّـهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّـهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

হে আদমের সন্তানেরা, শয়তানকে কিছুতেই এমন সুযোগ দিয়ো না, যাতে সে তোমাদের বাবা-মাকে যেভাবে জান্নাত থেকে বের করেছিল, তেমনিভাবে তোমাদেরও ফিতনায় ফেলতে সক্ষম হয়। সে তাদের পরস্পরের লজ্জাস্থান দেখানোর উদ্দেশ্যে তাদের দেহ থেকে পোশাক অপসারণ করিয়েছিল। সে ও তার দল এমন স্থান থেকে তোমাদের দেখে, যেখান থেকে তোমরা তাদের দেখতে পাও না। যারা ঈমান আনে না, আমি শয়তানকে তাদের বন্ধু বানিয়ে দিয়েছি। তারা যখন কোনো অশ্লীল কাজ করে তখন বলে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের এরূপই করতে দেখেছি এবং আল্লাহ আমাদের এরই আদেশ করেছেন। তুমি তাদের বলো, আল্লাহ অশ্লীলতার আদেশ করেন না। তোমরা কি আল্লাহর নামে এমন কথা বলছো, যে সম্পর্কে তোমাদের কিছুমাত্র জ্ঞান নেই। বলো, আমার প্রতিপালক তো ইনসাফ করার হুকুম দিয়েছেন এবং (আরও আদেশ দিয়েছেন যে,) যখন কোথাও সিজদা করবে তখন নিজ রোখ ঠিক রাখবে এবং এই বিশ্বাসের সাথে তাকে ডাকবে যে, আনুগত্য কেবল তারই প্রাপ্য। তিনি

www.QuranerAlo.net

Contents

যেভাবে প্রথমে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, পুনরায় তোমাদের সেভাবেই সৃষ্টি করা হবে। (তোমাদের মধ্যে) একটি দলকে আল্লাহ হিদায়াত দান করেছেন এবং একটি দল এমন, যাদের প্রতি পথভ্রষ্টতা অবধারিত হয়ে গেছে। তারা আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে। আর তারা মনে করছে যে, তারা সরল পথেই আছে। হে আদমের সন্তানেরা, যখন তোমরা মসজিদে আসবে তখন নিজেদের শোভার বস্তু (অর্থাৎ শরীরের পোশাক) নিয়ে আসবে এবং আহার করবে ও পান করবে, তবে অপব্যয় করবে না। আল্লাহ অপব্যয়কারীদের পছন্দ করেন না। বলো, আল্লাহ নিজ বান্দাদের জন্য যে শোভার উপকরণ সৃষ্টি করেছেন, কে তা হারাম করেছে? এবং (এমনিভাবে) উৎকৃষ্ট জীবিকার বস্তুসমূহ? বলো, যারা ঈমান রাখে তারা পার্থিব জীবনে যে নিয়ামতসমূহ লাভ করেছে, কিয়ামতের দিন তা বিশেষভাবে তাদেরই জন্য থাকবে। যারা জ্ঞানকে কাজে লাগায়, তাদের জন্য আমি আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করি। বলে দাও, আমার প্রতিপালক অশ্লীল কাজসমূহ হারাম করেছেন, হোক তা প্রকাশ্য বা গোপন। তা ছাড়া সর্বপ্রকার গুনাহ, অন্যায়ভাবে কারও প্রতি সীমালঙ্ঘন এবং আল্লাহ যে সম্পর্কে কোনো প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি এমন জিনিসকে আল্লাহর শরিক স্থির করাকেও। তা ছাড়া এ বিষয়কে (হারাম করেছেন), তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কথা বলবে, যা তোমরা জানো না।[৮৪]

কুরআন-সুন্নাহবিরোধী মতাদর্শই হলো ভ্রষ্টতা

তারা যে বিদআত উদ্ভাবন করেছে, তার নাম দিয়েছে হাকিকত। একইভাবে তারা তাকদিরের যা কিছুকে প্রত্যক্ষ করেছে, তার নামও দিয়েছে হাকিকত। তাদের চোখে হাকিকত হলো এমন পথ ও পদ্ধতি, যার অনুসারী শরিয়তপ্রণেতার আদেশ-নিষেধের গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকবে না। বরং তারা শুধু তা-ই অনুসরণ করবে, যা তারা ভালো মনে করবে, যে জিনিসের প্রতি চাহিদা হবে এবং অন্তরে যার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবে। যদিও তাতে মহান আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিলতির উপাদান বিদ্যমান থাকে।

এরা আবার ঢালাওভাবে তাকদির দিয়ে যুক্তি পেশ করে না; বরং প্রবৃত্তি ও খেয়ালখুশির অনুসরণ করাকে মূল ভিত্তি বানিয়ে নেয়। নিজেরা যা ভালো মনে করে আর অন্তরে যেসব জিনিসের চাহিদা জাগে, সেগুলোকে হাকিকত বানিয়ে নেয়। আর আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ-এর নির্দেশের অনুসরণ বাদ দিয়ে এসব অনুসরণের নির্দেশ দেয়। এ

[৮৪] সূরা আরাফ, ৭ : ২৭-৩৩

www.QuranerAlo.net

Contents

ব্যাপারে তাদের দৃষ্টান্ত জাহমিয়া এবং অন্যান্য কালামিদের মতোই, যারা কুরআন-সুন্নাহবিরোধী নবোদ্ভাবিত নীতিসমূহকে বিবেকের হাকিকত মনে করে। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে এসব কিছুর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য, কুরআন-সুন্নাহ নির্দেশিত নীতির ওপর নয়।

এরপর তারা কুরআন-সুন্নাহর বক্তব্যকে যথাস্থান থেকে সরিয়ে দেয় কিংবা পুরোপুরি তা থেকে বিমুখ হয়ে যায়। ফলে তারা সে ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করে না। তা অনুধাবন করতে নিজেদের আকলও খাটায় না। বরং তারা বলে, আমরা এর মর্মকে আল্লাহর ওপর ন্যস্ত করি। অথচ তারা কুরআন-সুন্নাহবিরোধী এসব আকিদা-বিশ্বাসের ওপর দ্বিধাহীনভাবে বিশ্বাস স্থাপন করে।

এদের লালিত এ সকল কুরআন-সুন্নাহবিরোধী আকিদা-বিশ্বাসকে যখন তাহকিকের নিক্তিতে ওঠানো হয়, তখন দেখা যায় এসব নিরেট অজ্ঞতা এবং ভ্রান্ত বিশ্বাস মাত্র।

যেসব বিষয়কে তারা আল্লাহর ওলিদের হাকিকত মনে করে সেগুলোকেও যখন তাহকিকের নিক্তিতে ওঠানো হয়, তখন দেখা যায় যে তা কুরআন-সুন্নাহবিরোধী। আসলে তা এমন সব খেয়ালখুশি—যার অনুসরণ করে আল্লাহর দুশমনরা; তাঁর ওলিরা নয়।

গোমরাহির মূল উৎস

এ সকল পথভ্রষ্টের গোমরাহির মূল উৎস হলো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত বিধানের[৮৫] ওপর যুক্তির দাবিকে প্রাধান্য দেওয়া এবং প্রবৃত্তির অনুসরণকে আল্লাহর নির্দেশ অনুসরণের ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া।

রুচি ও চাহিদা ব্যক্তির আগ্রহ-পছন্দ অনুসারে হয়ে থাকে। প্রত্যেক প্রেমিকের রুচি ও চাহিদা তার ভালোবাসা অনুসারে হয়ে থাকে। সুতরাং ঈমানদারদের রুচি ও চাহিদা তেমন হবে, যার বিবরণ তুলে ধরেছেন নবি ﷺ তাঁর সহীহ হাদীসে :

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ : مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَنْ كَانَ يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَمَنْ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ

[৮৫] কুরআন-হাদীসের টেক্সট।

www.QuranerAlo.net

إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّـهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ

তিনটি গুণ যার মধ্যে থাকে, সে ঈমানের স্বাদ পায়—(১) যার কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অন্য সব কিছু থেকে প্রিয়; (২) যে একমাত্র আল্লাহরই জন্য কোনো বান্দাকে ভালোবাসে এবং (৩) আল্লাহ তাআলা কুফর থেকে মুক্তি দেওয়ার পর যে কুফর-এ ফিরে যাওয়াকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতোই অপছন্দ করে।[৮৬]

অন্য এক সহীহ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّـهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا

ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করেছে—যে সন্তুষ্টচিত্তে আল্লাহকে রব হিসেবে, মুহাম্মাদ ﷺ-কে নবি হিসেবে এবং ইসলামকে দ্বীন হিসেবে মেনে নিয়েছে।[৮৭]

একইভাবে কুফরপন্থী, বিদআতি এবং প্রবৃত্তিপূজারিদের অবস্থাও তাদের মতবাদ অনুসারে হয়ে থাকে।

সুফয়ান ইবনু উয়ায়না ﷺ-কে কেউ একজন জিজ্ঞেস করল,

مَا بَالُ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ لَهُمْ مَحَبَّةٌ شَدِيدَةٌ لِأَهْوَائِهِمْ؟

'প্রবৃত্তিপূজারিদের কী অবস্থা, তাদের কেন নিজেদের প্রবৃত্তির প্রতি এত ভালোবাসা?'

তখন তিনি বললেন,

أنسيت قَوْله تَعَالَى: {وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ}

তুমি কি আল্লাহ তাআলার বাণী ভুলে গেছো—'তাদের কুফরির কারণে তাদের অন্তরে গো-বাছুর প্রীতি গেঁথে দেওয়া হয়েছিল'।[৮৮]

সুতরাং মূর্তিপূজারিরা তাদের উপাস্যদের ভালোবাসে। যেমন, আল্লাহ বলেন :

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّـهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّـهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّـهِ

---

[৮৬] *সহীহ বুখারি* : ১৬, ২১, ৬০৪১, ৬৯৪১; *সহীহ মুসলিম* : ৪৩
[৮৭] *সহীহ মুসলিম* : ৩৪; *সুনানুত তিরমিযি* : ২৬২৩; *মুসনাদু আহমাদ* : ১/২০৮
[৮৮] সূরা বাকারাহ, ২ : ৯৩

www.QuranerAlo.net

Contents

মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা আল্লাহকে ছাড়া অন্যদেরকে তাঁর সমকক্ষ মনে করে। তাদেরকে ভালোবাসে আল্লাহকে ভালোবাসার মতোই। আর যারা ঈমান এনেছে, তারা আল্লাহকেই সর্বাপেক্ষা বেশি ভালোবাসে।[৮৯]

তিনি আরও বলেন :

فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ

যদি তারা আপনার আহ্বানে সাড়া না দেয়, তাহলে আপনি জেনে রাখুন, তারা নিজেদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করে। আর যে আল্লাহর পথনির্দেশ ছাড়া নিজের খেয়ালখুশির অনুসরণ করে, তার থেকে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে![৯০]

তিনি আরও বলেন :

إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى

প্রকৃতপক্ষে তারা কেবল ধারণা এবং খেয়ালখুশির অনুসরণ করে। অথচ তাদের কাছে তাদের রবের পথনির্দেশ এসেছে।[৯১]

এ জন্য এরা এমন সব কবিতা এবং সংগীতের দিকে অনুরাগী হয়ে থাকে, যা বাঁধভাঙা ভালোবাসাকে উত্তেজিত করে তোলে, যে ভালোবাসা ঈমানদারদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য নয়; বরং যে ভালোবাসায় অংশীদার রয়েছে—রহমানপ্রেমী, শয়তানপ্রেমী, মূর্তিপ্রেমী, ক্রুশপ্রেমী, দেশপ্রেমী, বন্ধুপ্রেমী, শ্মশ্রুবিহীন বালকপ্রেমী এবং নারীপ্রেমী সকলেই।

বিদআতিরা মুহাম্মাদ ﷺ-এর আনীত দ্বীনের অনুসারী নয়

এরা সেই সব লোক, যারা কুরআন-সুন্নাহ এবং সালাফের আদর্শ নয়,বরং নিজেদের অভিপ্রায় ও অভিরুচির অনুসরণ করে।

আল্লাহ তাঁর রাসূল ﷺ-কে পাঠিয়েছেন তাঁর দাসত্ব ও আনুগত্য এবং তাঁর রাসূল ﷺ -এর আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়ে। সুতরাং যে ব্যক্তি এসবের বিরোধিতা করে, সে

[৮৯] সূরা বাকারাহ, ২ : ১৬৫
[৯০] সূরা কাসাস, ২৮ : ৫০
[৯১] সূরা নাজম, ৫৩ : ২৩

www.QuranerAlo.net

কিছুতেই ওই দ্বীনের অনুসারী হতে পারে না, যা নির্ধারণ করেছেন আল্লাহ। যেমন, আল্লাহ বলেন:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ

> এরপর আমি আপনাকে দ্বীনের এক বিশেষ বিধানের ওপর প্রতিষ্ঠিত রেখেছি। সুতরাং আপনি তারই অনুসরণ করুন এবং যারা প্রকৃত জ্ঞান রাখে না, তাদের অনুসরণ করবেন না। আল্লাহর বিপরীতে তারা আপনার কোনো কাজেই আসবে না। বস্তুত জালিমরা একে অন্যের বন্ধু আর আল্লাহ মুত্তাকীদের বন্ধু।[৯২]

বরং সে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো পথনির্দেশ ছাড়া নিজের খেয়ালখুশির অনুসরণকারী। আল্লাহ বলেন :

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ

> তাদের কি এমন শরিক আছে, যারা তাদের জন্য এমন দ্বীন স্থির করে দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি?[৯৩]

এ ক্ষেত্রে তারা কখনো বিদআতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, যার নাম দিয়েছে হাকিকত। তারা এটাকে আল্লাহর কিতাবের ওপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে। আর কখনো প্রাকৃতিক বিধানের মাধ্যমে শরিয়তের বিরুদ্ধে দলিল পেশ করে। যেমনটা আল্লাহ মুশরিকদের স্বভাব বলে উল্লেখ করেছেন, যার আলোচনা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

কার্যকারণ পরিহার করাও বিদআত

৩. আরেক শ্রেণি হলো, যারা তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মর্যাদায় সমুন্নত। তারা প্রসিদ্ধ ফরজ বিধান পালন এবং পরিচিত হারাম পরিহারের ক্ষেত্রে নিজেদের খেয়ালখুশি মতো নির্বাচিত দ্বীনকে অবলম্বন করে থাকে। যা ইবাদতস্বরূপ ও যেগুলো গ্রহণ করার জন্য তাদের আদেশ দেওয়া হয়েছে সেগুলো বর্জন করার মাধ্যমে তারা সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। তারা মূলত এ ধারণা থেকে তা পরিহার করে যে, আল্লাহর পথের পথিক যখন তাকদির প্রত্যক্ষ করে ফেলে

[৯২] সূরা জাসিয়া, ৪৫ : ১৮-১৯
[৯৩] সূরা শুরা, ৪২ : ২১

www.QuranerAlo.net

Contents

তখন সে এগুলো থেকে বিমুখ থাকতে পারে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তাদের কেউ কেউ ভরসা, দুআ ইত্যাদি ইবাদতকে সাধারণ লোকদের কাজ মনে করে থাকে; বিশেষ লোকদের নয়। তাদের এ দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে যুক্তি হলো—তাকদির প্রত্যক্ষকারী তো জেনেই গিয়েছে, যা ভাগ্যলিপিতে লিপিবদ্ধ রয়েছে তা অবশ্যই হবে। সুতরাং এসবের আর কোনো প্রয়োজন নেই।

এটা হলো সুস্পষ্ট বিভ্রান্তি এবং গুরুতর বিচ্যুতি।

কারণ, আল্লাহ তাআলা বস্তুকে তার কার্যকারণের সঙ্গে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যেমনিভাবে সৌভাগ্য এবং দুর্ভাগ্যকেও তার কার্যকারণের সঙ্গে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। নবি ﷺ বলেন,

إن الله خلق للجنة أَهلا خلقهَا لَهُم وهم فِي أصلاب آبَائِهِم وبعمل أهل الْجنَّة يعْمَلُونَ وَخلق للنار أَهلا خلقهَا لَهُم وهم فِي أصلاب آبَائِهِم وبعمل أهل النَّار يعْمَلُونَ

নিশ্চয় আল্লাহ জান্নাতের জন্য কিছু মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এমন সময়, যখন তারা নিজেদের বাবাদের মেরুদণ্ডে ছিল। তারা জান্নাতিদের আমল করতে থাকবে। আবার তিনি জাহান্নামের জন্য একদল ভুক্তভোগী সৃষ্টি করেছেন এমন সময়, যখন তারা নিজেদের বাবাদের মেরুদণ্ডে ছিল। তারা জাহান্নামিদের আমল করতে থাকবে।[৯৪]

নবিজি ﷺ যখন সাহাবিদের সংবাদ দিয়েছিলেন যে, আল্লাহ তাকদির লিপিবদ্ধ করেছেন তখন তারা বলেছিল,

يَا رَسُولَ اللَّـهِ أَفَلَا نَدَعُ الْعَمَلَ وَنَتَّكِلُ عَلَى الْكِتَابِ ؟

'হে আল্লাহর রাসূল, তবে কি আমরা আমল করা ছেড়ে দেবো না এবং তাকদিরের ওপর নির্ভর করে বসে থাকব না?'

সে সময় তিনি বলেছিলেন,

لَا . اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ . أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ

'না, তোমরা আমল করতে থাকো। প্রত্যেকের জন্য সেই আমলকে সহজ করে

[৯৪] *সহীহ মুসলিম*: ২৬৬২; *সুনানে আবু দাউদ*: ৪৮১৩

www.QuranerAlo.net

Contents

দেওয়া হবে, যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। যে সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হবে, তার জন্য সৌভাগ্যবানদের আমল সহজ করে দেওয়া হবে। আর যে দুর্ভাগাদের অন্তর্ভুক্ত হবে, তার জন্য দুর্ভাগাদের পথ সুগম করে দেওয়া হবে।'[৯৫]

সুতরাং আল্লাহ তাঁর বান্দাদের যে উপায় ও কার্যকারণ অবলম্বনের আদেশ দিয়েছেন, তা হলো ইবাদত। আর ভরসা তো ইবাদতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। যেমন, আল্লাহ বলেন :

فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ

সুতরাং আপনি তাঁর ইবাদত করুন এবং তাঁর ওপর ভরসা করুন।[৯৬]

তিনি আরও বলেন :

قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ

আপনি বলে দিন, তিনি আমার রব। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তাঁরই ওপর আমি ভরসা করি এবং আমার প্রত্যাবর্তন তাঁরই দিকে।[৯৭]

শুয়াইব ﷺ বলেছিলেন,

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

তারই ওপর আমি ভরসা করলাম এবং আমি তারই অভিমুখী।[৯৮]

৪. তাদের মধ্যে আরেক শ্রেণি হলো এমন, যারা ফরজ-ওয়াজিব আমল না ছাড়লেও নফল-মুস্তাহাব আমলসমূহ ছেড়ে দেয়। ফলে এ অনুপাতে তাদের মর্যাদা হ্রাস পায়।

৫. আরেক দল হলো তারা, যারা কিছু অলৌকিক শক্তি অর্জনের মাধ্যমে আত্মপ্রবঞ্চিত হয়ে পড়ে। যেমন : কাশফ প্রকাশ পাওয়া কিংবা স্বাভাবিক ধারার পরিপন্থী দুআ কবুল হতে থাকা ইত্যাদি। অনন্তর এসব বিষয়ের মাধ্যমে তারা আত্মপ্রবঞ্চিত হয়ে ইবাদত, কৃতজ্ঞতা আদায় এবং অন্যান্য উত্তম বৈশিষ্ট্য থেকে বিমুখ হয়ে পড়ে।

---

[৯৫] *সহীহ বুখারি* : ১৩৬২, ৪৯৪৫, ৪৯৪৬; *সহীহ মুসলিম* : ২৬৪৭
[৯৬] সূরা হূদ, ১১ : ১২৩
[৯৭] সূরা রাদ, ১৩ : ৩০
[৯৮] সূরা হূদ, ১১ : ৮৮

www.QuranerAlo.net

সুন্নাহ হলো নূহ ﷺ-এর কিশতি

আল্লাহর পথের পথিকরা প্রায়ই এ ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতির মুখোমুখি হয়। বান্দা এ থেকে মুক্তি পায় কেবল আল্লাহর নির্দেশ আঁকড়ে ধরার মাধ্যমে, যে নির্দেশসহ আল্লাহ তাঁর রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন।

জুহরি ﷺ বলেন,

كَانَ مَنْ مَضَى مِنْ سَلَفِنَا يَقُولُونَ : الِاعْتِصَامُ بِالسُّنَّةِ نَجَاةٌ.

'আমাদের পূর্বে অতিবাহিত মহান সালাফগণ বলতেন, সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরাই মুক্তি।'

এর কারণ উঠে এসেছে ইমাম মালিক ﷺ-এর বাণীতে। তিনি বলেন,

السنة مِثْل سَفِينَةِ نُوحٍ مَنْ رَكِبَهَا نَجَا وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ.

'সুন্নাহ হলো নূহ ﷺ-এর কিশতি। যে তাতে আরোহণ করে, সে মুক্তি পায়। আর যে তা থেকে পিছিয়ে থাকে, সে ডুবে যায়।'[৯৯]

[৯৯] *মিফতাহুল জান্নাহ ফিল-ইহতিজাজ বিস-সুন্নাহ* : ১২৯

www.QuranerAlo.net

ইবাদতের মূলনীতি

ইবাদত, আনুগত্য, ইসতিকামাত (অবিচলতা) এবং সিরাতে মুসতাকিম আঁকড়ে থাকা ইত্যাদি শিরোনামগুলোর উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। এর রয়েছে দুটো মূলনীতি :

- আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত না করা।
- সেই পন্থায় তাঁর ইবাদত করা, যেভাবে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন এবং যা শরিয়তে বিধিবদ্ধ করেছেন। এ ছাড়া মনগড়া, ধারণাপ্রসূত কিংবা নবোদ্ভাবিত পন্থায় ইবাদত বর্জন করা।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাতের প্রত্যাশা রাখে, সে যেন নেক আমল করে এবং নিজ প্রতিপালকের সঙ্গে অন্য কাউকে শরিক না করে।[১০০]

তিনি আরও বলেন :

بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

অবশ্যই, যে ব্যক্তি নিজ চেহারা আল্লাহর সামনে নত করবে এবং সৎকর্মশীলও হবে, সে নিজ প্রতিপালকের কাছে তার প্রতিদান পাবে। আর এদের কোনো ভয়

[১০০] সূরা কাহফ, ১৮ : ১১০

www.QuranerAlo.net

Contents

থাকবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না।[১০১]

তিনি আরও বলেন :

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا

> তার চেয়ে উত্তম দ্বীন আর কার হতে পারে, যে (তার গোটা অস্তিত্বসহ) নিজ চেহারাকে আল্লাহর সম্মুখে অবনত করেছে, সেই সঙ্গে সে সৎকর্মে অভ্যস্ত এবং একনিষ্ঠ ইবরাহীমের মিল্লাত অনুসরণ করেছে। আর আল্লাহ ইবরাহীমকে পরম বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।[১০২]

সুতরাং 'আমালে সালিহ' (নেক আমল) মানেই 'ইহসান' (সৎকর্ম)। আর তা-ই 'হাসানাত' পালন করা। 'হাসানাত' বলা হয় সেই জিনিসকে, যা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ ভালোবাসেন, যার ব্যাপারে তিনি অবশ্যপালনীয় বা উত্তম ও পছন্দনীয় হওয়ার আদেশ জারি করেছেন।

সুতরাং দ্বীনের ব্যাপারে যা নবোদ্ভাবিত, আল্লাহর কিতাব এবং নবিজি ﷺ-এর বিশুদ্ধ হাদীসে যার অস্তিত্ব নেই, এমন সব কাজের কথা যে-ই বলুক না কেন এবং তা যে-ই করুক না কেন, তা শরিয়তসিদ্ধ নয়। কারণ, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ সেগুলোকে পছন্দ করেন না। তাই সেটা 'হাসানাত' কিংবা 'আমালে সালিহ'র অন্তর্ভুক্ত হবে না।

যেমনিভাবে কোনো ব্যক্তির অবৈধ কাজ—যেমন : অশ্লীলতা এবং জুলম—'হাসানাত' কিংবা 'আমালে সালিহ'র অন্তর্ভুক্ত নয়।

> আর আল্লাহ তাআলার বাণী—সে যেন নিজ প্রতিপালকের সঙ্গে অন্য কাউকে শরিক না করে।[১০৩] এবং তাঁর বাণী—যে (তার গোটা অস্তিত্বসহ) নিজ চেহারাকে আল্লাহর সম্মুখে অবনত করেছে[১০৪]—এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দ্বীনকে একমাত্র আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ করা।

উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ বলতেন,

اللَّهُمَّ اجْعَلْ عَمَلِي كُلَّهُ صَالِحًا وَاجْعَلْهُ لِوَجْهِكَ خَالِصًا وَلَا تَجْعَلْ لِأَحَدٍ فِيهِ شَيْئًا.

---

[১০১] সূরা বাকারাহ, ২ : ১১২
[১০২] সূরা নিসা, ৪ : ১২৫
[১০৩] সূরা কাহফ, ১৮ : ১১০
[১০৪] সূরা নিসা, ৪ : ১২৫

www.QuranerAlo.net

'হে আল্লাহ, আপনি আমার সকল আমলকে নেক বানিয়ে দিন। এগুলোকে আপনার জন্য একনিষ্ঠ করে দিন। আর অন্য কারও জন্য তাতে সামান্য অংশও রাখবেন না।'

ফুজাইল ইবনু ইয়াজ ﵀ আল্লাহ তাআলার এই আয়াত—لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا 'তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য, কে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম আমলকারী'[১০৫]—এর তাফসীরে বলেন,

أَخْلَصُهُ وَأَصْوَبُهُ

'সবচেয়ে বেশি একনিষ্ঠ এবং সবচেয়ে বেশি শুদ্ধ।'

লোকেরা জিজ্ঞেস করল,

يَا أَبَا عَلِيٍّ مَا أَخْلَصُهُ وَأَصْوَبُهُ؟

'হে আবূ আলি, "সবচেয়ে বেশি একনিষ্ঠ এবং সবচেয়ে বেশি শুদ্ধ" কী জিনিস?'

তিনি বললেন,

إِنَّ الْعَمَلَ إِذَا كَانَ خَالِصًا وَلَمْ يَكُنْ صَوَابًا لَمْ يُقْبَلْ وَإِذَا كَانَ صَوَابًا وَلَمْ يَكُنْ خَالِصًا لَمْ يُقْبَلْ حَتَّى يَكُونَ خَالِصًا صَوَابًا وَالْخَالِصُ أَنْ يَكُونَ لِلَّهِ وَالصَّوَابُ أَنْ يَكُونَ عَلَى السُّنَّةِ.

'আমল যখন একনিষ্ঠ কিন্তু শুদ্ধ নয়, তখন তা কবুল হয় না। আর যখন শুদ্ধ, কিন্তু একনিষ্ঠ নয়, তখনো তা কবুল হয় না। যতক্ষণ না তা একনিষ্ঠ এবং শুদ্ধ হয়। একনিষ্ঠ হওয়ার অর্থ হলো, আল্লাহর জন্য হওয়া। আর শুদ্ধ হওয়ার অর্থ হলো সুন্নাহ অনুসারে হওয়া।'

একটি জিজ্ঞাসা ও তার জবাব

যদি জিজ্ঞেস করা হয়, আল্লাহ যা ভালোবাসেন তা সবই যদি ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে কিছু জায়গায় অন্যান্য বিষয়কে কেন আতফের[১০৬] মাধ্যমে এর সঙ্গে

[১০৫] সূরা মুলক : ২

[১০৬] 'ও', 'এবং', 'আর' ইত্যাদি অব্যয়যোগে দুটো শব্দ বা বাক্যকে সম্পর্কযুক্ত করাকে আরবি ব্যাকরণের পরিভাষায় 'আতফ' বলা হয়।

www.QuranerAlo.net

সম্পর্কযুক্ত করা হলো? অথচ আতফের মাধ্যমে যে দুটো বিষয় সম্পর্কযুক্ত করা হয়, তার মধ্যে বৈপরীত্য থাকে। যেমন, কুরআনুল কারীমের প্রথম সূরায় এসেছে :

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

আমরা আপনারই ইবাদত করি এবং আপনার কাছেই সাহায্য কামনা করি।[১০৭]

একইভাবে আল্লাহ তার নবিকে বলছেন :

فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ

সুতরাং আপনি তাঁর ইবাদত করুন এবং তাঁর ওপর ভরসা করুন।[১০৮]

নূহ ﷺ বলেন,

أَنِ اعْبُدُوا اللَّـهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ

তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তাকে ভয় করো এবং আমার কথা আনুগত্য করো।[১০৯]

একইভাবে অন্যান্য রাসূলগণও অবিকল কথাই বলেছিলেন!

জিজ্ঞাসাকারীর জিজ্ঞাসার জবাবে বলা হবে, এই ব্যবহারের তো অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন, আল্লাহ বলেন :

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

নিশ্চয় নামাজ অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে।[১১০]

এখানে অশ্লীল ও অন্যায় দুটো বিষয়কে আতফের মাধ্যমে সংযুক্ত করা হয়েছে। অথচ অশ্লীল কাজ অন্যায় কাজেরই অন্তর্ভুক্ত; আলাদা কিছু নয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّ اللَّـهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

[১০৭] সূরা ফাতিহা, ১ : ৪
[১০৮] সূরা হূদ, ১১ : ১২৩
[১০৯] সূরা নূহ, ৭১ : ৩
[১১০] সূরা আনকাবুত, ২৯ : ৪৫

www.QuranerAlo.net

নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফ, দয়া এবং আত্মীয়-স্বজনকে (তাদের হক) প্রদানের হুকুম দেন আর অশ্লীলতা, মন্দ কাজ ও জুলুম করতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।[১১১]

আত্মীয়-স্বজনকে তাদের হক প্রদান করা ইনসাফ এবং দয়ার অন্তর্ভুক্ত। আবার অশ্লীলতা ও জুলুম মন্দ কাজেরই অন্তর্ভুক্ত, এরপরেও আল্লাহ এগুলোর জন্য আলাদা আলাদা শব্দ ব্যবহার করেছেন এরপর আতফের মাধ্যমে সম্পর্কযুক্ত করে দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলার বাণী :

وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ

যারা কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখে এবং নামাজ কায়েম করে।[১১২]

এখানেও কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখা এবং নামাজ কায়েম করা—এ দুটো বিষয়কে আতফের মাধ্যমে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে। অথচ নামাজ কায়েম করা কিতাবকে ধরে রাখার প্রধানতম শাখাগুলোরই একটি।

নবিগণের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার বাণী :

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ

নিশ্চয়ই তারা সৎ কাজে গতিশীলতা প্রদর্শন করত এবং আশা ও ভীতির সাথে আমাকে ডাকত। আর তারা ছিল আমার সামনে বিনীত।[১১৩]

এখানেও একই কাজ করা হয়েছে। অথচ আশা ও ভীতি তো সৎ কাজেরই অন্তর্ভুক্ত।

কুরআনে এর অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে।

দ্বিতীয় বিষয়টি প্রথম বিষয়ের অংশবিশেষ হওয়া সত্ত্বেও কখনো এমনটা করা হয়। এ ক্ষেত্রে আতফের দ্বারা উদ্দেশ্য হয় স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করার মাধ্যমে তার প্রতি সবিশেষ আলোকপাত করা। কারণ, এ ক্ষেত্রে বিষয়টা আকাঙ্ক্ষিত থাকে উভয় অর্থে—সাধারণ অর্থে এবং বিশেষ অর্থে।

এ ছাড়া কখনো যুক্ত এবং বিযুক্ত অবস্থায় শব্দের অর্থে পরিবর্তন আসে। বিযুক্ত হলে

[১১১] সূরা নাহল, ১৬ : ৯০
[১১২] সূরা আরাফ, ৭ : ১৭০
[১১৩] সূরা আম্বিয়া, ২১ : ৯০

www.QuranerAlo.net

অর্থে ব্যাপকতা আসে এবং অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হলে তার অর্থ সীমিত হয়ে যায়। যেমন : 'ফকির' ও 'মিসকিন' শব্দ দুটো। যখন এর কোনোটিকে বিযুক্তরূপে ব্যবহার করা হয়, যেমন এই আয়াতে :

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّـهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ

(আর্থিক সহযোগিতার জন্য বিশেষভাবে) উপযুক্ত সেই সকল গরিব, যারা নিজেদের আল্লাহর পথে এভাবে আবদ্ধ করে রেখেছে যে, (অর্থের সন্ধানে) ভূমিতে চলাফেরা করতে পারে না। তারা যেহেতু অতি সংযমী হওয়ার কারণে কারও কাছে সাহায্য চায় না, তাই অনবগত লোকেরা তাদের বিত্তবান মনে করে।[১১৪]

এবং নিচের আয়াতে :

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ

সুতরাং কসমের কাফফারা হলো দশজন মিসকিনকে মধ্যম ধরনের খাবার দেবে, যা তোমরা তোমাদের পরিবারবর্গকে খাইয়ে থাকো।[১১৫]

তখন এগুলোর দ্বারা ব্যাপক অর্থ উদ্দেশ্য হয় এবং একটির মধ্যে অন্যটির অর্থ পুরোপুরি চলে আসে।

কিন্তু যখন এ দুটোকে একত্রে ব্যবহার করা হয়, যেমন এই আয়াতে :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ

নিশ্চয় সাদাকা ফকির এবং মিসকিনদের জন্য।[১১৬]

তখন দুটো স্বতন্ত্র প্রকারের রূপ পরিগ্রহ করে।

কোনো কোনো ভাষাবিদ বলেছেন, আতফের মাধ্যমে সীমিত শব্দকে ব্যাপক শব্দের সঙ্গে যুক্ত করলে যুক্ত অবস্থায় সীমিত শব্দ কখনো ব্যাপক শব্দের অন্তর্ভুক্ত হয় না; বরং দুটো শব্দই স্বতন্ত্র অর্থ প্রদান করে।

---

[১১৪] সূরা বাকারাহ, ২ : ২৭৩
[১১৫] সূরা মায়িদা, ৫ : ৮৯
[১১৬] সূরা তাওবা, ৯ : ৬০

www.QuranerAlo.net

কিন্তু আমরা বলব, এমনটা যে হয় না, তা নয়। তবে এটা কোনো অপরিহার্য নীতি নয়। বরং এর অন্যথাও হতে পারে।

যেমন, আল্লাহ বলেন :

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّـهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ

যে ব্যক্তি দুশমন হবে আল্লাহর, তাঁর ফেরেশতাদের, তাঁর রাসূলগণের এবং জিব্‌রীল ও মিকাইলের।[১১৭]

জিব্‌রীল এবং মিকাইল ﷺ ফেরেশতাদেরই অন্তর্ভুক্ত। তবুও প্রথমে ব্যাপক শব্দ উল্লেখ করার পরই বিশেষভাবে তাঁদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ

আর আপনি স্মরণ করুন ওই সময়ের কথা, যখন আমি নবিগণের থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম এবং নিয়েছিলাম আপনার থেকে, নূহ, ইবরাহীম, মূসা এবং মারইয়াম তনয় ঈসা থেকে।[১১৮]

এখানেও যে কয়জন নবির নাম স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হলো, তারা সবাই পূর্ববর্তী ব্যাপক শব্দের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

ব্যাপক শব্দের পরে সীমিত শব্দকে ব্যবহার করার পেছনে বিভিন্ন কারণ থাকে। যেমন :

- কখনো তার এমন কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকে, যা ব্যাপক শব্দের অন্যান্য অংশের ভেতর সাধারণভাবে থাকে না। যেমন উপরিউক্ত আয়াতে নূহ, ইবরাহীম, মূসা এবং মারইয়াম পুত্র ঈসা ﷺ-এর রয়েছে সবিশেষ বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা।
- কখনো এমন হয় যে, ব্যাপক শব্দের মধ্যে নিঃশর্ততা থাকে। ফলে সাধারণভাবে তার ব্যাপকতা বুঝে ওঠা যায় না। যেমন, আল্লাহ বলেন :

هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ۞ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۞ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ

[১১৭] সূরা বাকারাহ, ২ : ৯৮
[১১৮] সূরা আহজাব, ৩৩ : ৭

www.QuranerAlo.net

তা মুত্তাকীদের জন্য পথপ্রদর্শক, যারা অদৃশ্যের প্রতি ঈমান রাখে, নামাজ কায়েম করে এবং আমি তাদের যে রিযিক দান করেছি, তা থেকে খরচ করে। এবং যারা ঈমান রাখে ওই কিতাবের প্রতি, যা আপনার ওপর নাযিল করা হয়েছে এবং ওই সকল কিতাবের প্রতি, যা আপনার পূর্বে নাযিল করা হয়েছে।[১১৯]

'তারা অদৃশ্যের প্রতি ঈমান রাখে'—এ কথাটিই সকল অদৃশ্যকে অন্তর্ভুক্ত করে, যার ওপর ঈমান আনা অপরিহার্য। কিন্তু এতে অস্পষ্টতা রয়েছে। কারণ, এ থেকে বুঝে ওঠা যায় না যে, নবি ﷺ-এর ওপর যে কিতাব নাযিল করা হয়েছে এবং তার পূর্বে যে সকল কিতাব নাযিল করা হয়েছে, সেগুলোও অদৃশ্যের অন্তর্ভুক্ত।

কখনো এভাবেও বলা হয়, এখানে ঈমানের দুটো বিষয়ের কথা আলোচনা করা আয়াতের উদ্দেশ্য। মুত্তাকিরা নবিগণের প্রদত্ত সংবাদের প্রতি ঈমান রাখবে। আর তা-ই হলো গাইব তথা অদৃশ্য। আর এ ছাড়াও সংবাদ প্রদানের ব্যাপারে ঈমান রাখবে। আর তা হলো ওই জিনিস, যা নাযিল করা হয়েছে নবি ﷺ-এর ওপর এবং যা নাযিল করা হয়েছে তার পূর্বে।

এর আরও কিছু দৃষ্টান্ত বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হচ্ছে :

আল্লাহ বলেন :

اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ

আপনার ওপর যে কিতাব ওহিস্বরূপ অবতীর্ণ করা হয়েছে, আপনি তা তেলাওয়াত করুন এবং নামাজ কায়েম করুন।[১২০]

তিনি আরও বলেন :

وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ

আর যারা কিতাবকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকে এবং নামাজ কায়েম করে।[১২১]

কিতাব তেলাওয়াত করার অর্থই হলো, তার অনুসরণ করা এবং তদনুযায়ী আমল করা। যেমন : নিচের আয়াতের তাফসীরে সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﷺ বলেন,

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ

[১১৯] সূরা বাকারাহ, ২ : ২-৪
[১২০] সূরা আনকাবুত, ২৯ : ৪৫
[১২১] সূরা আরাফ, ৭ : ১৭০

www.QuranerAlo.net

আমি যাদের কিতাব দান করেছি, তারা তা যথাযথভাবে তিলাওয়াত করে।[১২২]

'তারা কিতাবের হালালকে হালাল মনে করে, হারামকে হারাম মনে করে। তার অস্পষ্ট দ্ব্যর্থবোধক আয়াতসমূহের ওপর ঈমান রাখে, আর স্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন আয়াতসমূহের আলোকে আমল করে।'

সুতরাং কিতাবুল্লাহর অনুসরণ কথাটা নামাজ এবং অন্যান্য আমলকে ধারণ করে। কিন্তু এরপরও বিশেষভাবে নামাজ কায়েমের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেহেতু তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা মূসা ﷺ-কে বলেন :

إِنَّنِي أَنَا اللَّـهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

নিশ্চয় আমিই আল্লাহ। আমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। সুতরাং তুমি আমার ইবাদত করো এবং আমার স্মরণে নামাজ কায়েম করো।[১২৩]

আল্লাহর স্মরণে নামাজ আদায় করা তাঁর ইবাদতেরই গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অথচ এটাকে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

নিচের আয়াতগুলোর ক্ষেত্রেও একই কথা :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

হে মুমিনরা, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো।[১২৪]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ

তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং তার কাছে ওসীলা কামনা করো।[১২৫]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকো।[১২৬]

এখানে তাকওয়ার পর স্বতন্ত্রভাবে যে তিনটি আমলের কথা বলা হলো, সেগুলো তাকওয়ার পূর্ণতারই অংশবিশেষ।

---

[১২২] সূরা বাকারাহ, ২ : ১২১
[১২৩] সূরা তহা, ২০ : ১৪
[১২৪] সূরা আহযাব, ৩৩ : ৭০
[১২৫] সূরা মায়িদা, ৫ : ৩৫
[১২৬] সূরা তাওবা, ৯ : ১১৯

www.QuranerAlo.net

একইভাবে আল্লাহ তাআলার বাণী :

فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ

সুতরাং আপনি তার ইবাদত করুন এবং তার ওপর ভরসা করুন।[১২৭]

আল্লাহর ওপর ভরসা করা, তার কাছে সাহায্য কামনা করা ইত্যাদি বিষয়গুলো আল্লাহ তাআলার ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এরপরও এগুলো আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যেন আল্লাহর বান্দারা বিশেষভাবে এগুলোর প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে এবং যত্ন নেয়। এগুলো অন্য সকল ইবাদতের জন্য সহায়ক। কারণ, মহান আল্লাহ তাআলার সাহায্য ছাড়া কোনোভাবেই তার ইবাদত করা সম্ভব নয়।

[১২৭] সূরা হূদ, ১১ : ১২৩

www.QuranerAlo.net

সৃষ্টিজীবের পূর্ণতা এবং উন্নতির সোপান

এ পুরো আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, সৃষ্টিজীব আল্লাহর বন্দেগি যথাযথভাবে সম্পন্ন করার মাধ্যমেই পূর্ণতা লাভ করে। বন্দেগি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে যে বান্দা যত বেশি উন্নত হবে, তার পূর্ণতা তত বেশি বৃদ্ধি পাবে এবং তার মর্যাদা সে হারে সমুন্নত হবে।

পক্ষান্তরে যে এই ভ্রান্ত ধারণা লালন করে যে, বান্দা কোনো না কোনো উপায়ে বন্দেগির এই বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়াটাই কিংবা এই বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারাই সর্বোচ্চ পূর্ণতা, সে সৃষ্টিজীবের মধ্যে সবচেয়ে মূর্খ; বরং সে হলো সবচেয়ে বিভ্রান্ত।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ۞ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ۞ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ

> তারা বলে, রহমান সন্তান গ্রহণ করেছেন (আর তার সন্তান হলো ফেরেশতারা)। তিনি পবিত্র। তারা তো তাঁর সম্মানিত বান্দা। তারা তাঁকে ডিঙিয়ে কোনো কথা বলে না এবং তারা তাঁর আদেশমতোই কাজ করে। তিনি তাদের সম্মুখ ও পেছনের সবকিছু জানেন। তারা শুধু তার জন্যই সুপারিশ করতে পারে, যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট। তারা তাঁর ভয়ে সর্বদা ভীত।[১২৮]

[১২৮] সূরা আম্বিয়া, ২১ : ২৬-২৮

www.QuranerAlo.net

তিনি আরও বলেন :

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا ۞ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ۞ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ۞ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا ۞ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَٰنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۞ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَٰنِ عَبْدًا ۞ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۞ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا

তারা বলে, দয়াময়ের পুত্র আছে। তোমরা তো এক ভয়ঙ্কর কথার অবতারণা করেছ। অসম্ভব নয়, এর কারণে আকাশ ফেটে যাবে, ভূমি বিদীর্ণ হবে এবং পাহাড় ভেঙে-চুরে পড়বে। যেহেতু তারা দয়াময়ের সন্তান আছে বলে দাবি করে। অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য শোভনীয় নয়। আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যে দয়াময়ের নিকট বান্দা হিসেবে উপস্থিত হবে না। নিশ্চয় তিনি সকলকে বেষ্টন করে রেখেছেন এবং তাদের ভালোভাবে গুনে রেখেছেন। কিয়ামতের দিন তাদের প্রত্যেকে তার কাছে উপস্থিত হবে একাকী।[১২৯]

ঈসা ﷺ-এর ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ

সে তো এক বান্দামাত্র, যার প্রতি আমি অনুগ্রহ করেছি এবং বনি ইসরাঈলের জন্য তাকে বানিয়েছি এক দৃষ্টান্ত।[১৩০]

তিনি আরও বলেন :

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ۞ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ

আকাশসমূহ এবং পৃথিবীতে যা আছে, সকলই আল্লাহর। আর যারা (অর্থাৎ যে সকল ফেরেশতা) তাঁর কাছে আছে, তারা অহংকারবশত তাঁর ইবাদত থেকে বিমুখ হয় না এবং তারা ক্লান্তিও বোধ করে না। তারা রাত-দিন তাসবিহ পাঠ করে। কখনো আগ্রহ হারায় না।[১৩১]

---

[১২৯] সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৮৮-৯৫
[১৩০] সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৫৯
[১৩১] সূরা আম্বিয়া, ২১ : ১৯-২০

www.QuranerAlo.net

তিনি আরও বলেন :

لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ۞ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

মাসিহ (ঈসা ﷺ) কখনো আল্লাহর বান্দা হওয়াকে লজ্জার বিষয় মনে করে না এবং নিকটতম ফেরেশতারাও না। যে কেউ আল্লাহর ইবাদতে লজ্জাবোধ করবে ও অহমিকা প্রদর্শন করবে (সে ভালোভাবে জেনে রাখুক,) আল্লাহ তাদেরকে তাঁর নিকট একত্র করবেন। তারপর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদেরকে পরিপূর্ণ প্রতিদান দেবেন এবং নিজ অনুগ্রহে তার থেকেও বেশি দেবেন। আর যারা (ইবাদতে) লজ্জাবোধ করেছে ও অহমিকা প্রদর্শন করেছে, তাদের যন্ত্রণাময় শাস্তি দেবেন। আর তারা নিজেদের জন্য আল্লাহ ছাড়া কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না।[১৩২]

তিনি আরও বলেন :

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন, তোমরা আমাকে ডাকো। আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো। নিশ্চয় যারা অহংকারবশত আমার ইবাদত থেকে বিমুখ হয়, তারা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।[১৩৩]

তিনি আরও বলেন :

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۞ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ

তার নিদর্শনসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলো রাত এবং দিন, সূর্য এবং চাঁদ। তোমরা সূর্য এবং চাঁদকে সিজদা কোরো না; বরং তোমরা তাকে সিজদা করো, যিনি

[১৩২] সূরা নিসা, ৪ : ১৭২-১৭৩
[১৩৩] সূরা গাফির, ৪০ : ৬০

www.QuranerAlo.net

Contents

এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত করে থাকো। এরপর যদি তারা অহংকার প্রদর্শন করে এ থেকে বিমুখ হয় (তাহলে তারা জেনে রাখুক,) যারা আপনার প্রতিপালকের কাছে রয়েছে, তারা রাতদিন তার তাসবিহ পাঠ করে এবং কখনো ক্লান্ত হয় না।[১৩৪]

তিনি আরও বলেন :

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ۞ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ

এবং সকালে ও সন্ধ্যায় নিজ প্রতিপালককে স্মরণ করুন বিনয় ও ভীতি সহকারে মনে মনে এবং অনুচ্চস্বরে। যারা গাফিলতিতে নিমজ্জিত রয়েছে, আপনি তাদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। স্মরণ রাখুন, যারা আপনার রবের সান্নিধ্যে আছে, তারা তাঁর ইবাদত থেকে অহংকারে মুখ ফেরায় না, তারা তাঁর তাসবিহ পাঠ করে এবং তাঁরই সম্মুখে সিজদাবনত হয়।[১৩৫]

ওপরের আয়াতগুলোতে এবং এ ধরনের আরও অসংখ্য আয়াতে ইবাদতের কথা উল্লেখ করে সৃষ্টিজীবের মহান সদস্যদের গুণ বর্ণনা করা হয়েছে, আর যারা ইবাদতের বন্ধন থেকে নিজেদের মুক্ত করে নেয় তাদের নিন্দা করা হয়েছে। তিনি এ-ও অবহিত করেছেন যে, তিনি তাঁর সকল রাসূলকে ইবাদতের নির্দেশই প্রেরণ করেছেন। তিনি বলেন :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

আমি আপনার পূর্বে যত রাসূলকে প্রেরণ করেছি, তাদের সকলের কাছে এ মর্মে ওহি অবতীর্ণ করেছি যে, আমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। সুতরাং তোমরা আমার ইবাদত করো।[১৩৬]

তিনি আরও বলেন :

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

এবং আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে এ বিধানসহ রাসূল প্রেরণ করেছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুতকে বর্জন করো।[১৩৭]

---

[১৩৪] সূরা ফুসসিলাত, ৪১ : ৩৭-৩৮
[১৩৫] সূরা আরাফ, ৭ : ২০৫-২০৬ (সিজদার আয়াত)
[১৩৬] সূরা আম্বিয়া, ২১ : ২৫
[১৩৭] সূরা নাহল, ১৬ : ৩৬

www.QuranerAlo.net

আল্লাহ তাআলা বনি ইসরাঈল সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন :

يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ

হে আমার মুমিন বান্দারা, নিশ্চয় আমার যমিন প্রশস্ত। সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত করো।[১৩৮]

وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ

এবং তোমরা আমাকেই ভয় করো।[১৩৯]

তিনি আরও বলেন :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

আমি জিন এবং এবং মানুষকে সৃষ্টি করেছি শুধু এ জন্য যে, তারা আমার ইবাদত করবে।[১৪০]

তিনি আরও বলেন :

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۞ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ۞ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۞ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ۞ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ

বলে দিন, আমাকে তো আদেশ করা হয়েছে, যেন আমি আল্লাহর ইবাদত করি দ্বীনকে তাঁরই জন্য একনিষ্ঠ করে। এবং আমাকে আদেশ করা হয়েছে, যেন আমি সর্বপ্রথম আত্মসমর্পণকারী হই। বলো, আমি যদি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করি তবে আমার ভয় রয়েছে এক মহাদিনের শাস্তির। বলো, আমি আল্লাহর ইবাদত করি এভাবে যে, আমি নিজ আনুগত্যকে তাঁরই জন্য একনিষ্ঠ করে নিয়েছি। অতএব তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইচ্ছা ইবাদত করো। বলো, ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত তো তারাই, যারা কিয়ামাতের দিন নিজেদের প্রাণ ও নিজেদের পরিবারবর্গের সবই হারাবে। মনে রেখো, সেটাই সুস্পষ্ট ক্ষতি।[১৪১]

আল্লাহ তাআলার রাসূলগণের প্রত্যেকেই দাওয়াতের সূচনা করতেন—আল্লাহর

[১৩৮] সূরা আনকাবুত, ২৯ : ৫৬
[১৩৯] সূরা বাকারাহ, ২ : ৪১
[১৪০] সূরা যারিয়াত, ৫১ : ৫৬
[১৪১] সূরা জুমার, ৩৯ : ১১-১৫

www.QuranerAlo.net

ইবাদতের দিকে লোকদের আহ্বান করার মাধ্যমে। যেমন নূহ ﷺ-সহ তাঁর পরবর্তী নবিগণের আহ্বান :

اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ

তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ নেই।[১৪২]

মুসনাদু আহমাদ গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইবনু উমার ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ حَتَّى يُعْبَدَ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي

'কিয়ামতের আগ দিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি তরবারিসহ, যতক্ষণ না ইবাদত হবে আল্লাহর, যিনি এক, যার কোনো শরিক নেই। আমার রিযিক রাখা হয়েছে আমার বর্শার ছায়াতলে। আর যারা আমার দ্বীনের বিরুদ্ধাচরণ করবে তাদের ওপর অপদস্থতা এবং লাঞ্ছনা স্থির করা হয়েছে।'[১৪৩]

কুরআন এ-ও জানিয়ে দিয়েছে, আল্লাহর বান্দা তারা, যারা গুনাহ মুক্ত থাকে। শয়তান বলেছিল,

رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ

হে আমার প্রতিপালক, যেহেতু আপনি আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তাই আমি কসম করছি যে, আমি মানুষের সামনে পৃথিবীকে সুশোভিত করে উপস্থাপন করব এবং তাদের সকলকে বিপথগামী করব; তবে আপনার একনিষ্ঠ বান্দাদের নয়।[১৪৪]

আল্লাহ বলেছিলেন :

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ

নিশ্চয়ই আমার বান্দাদের ওপর তোর কোনো কর্তৃত্ব নেই। তবে যে সকল পথভ্রষ্টরা তোর অনুসরণ করে, তাদের কথা ভিন্ন।[১৪৫]

---

[১৪২] সূরা মুমিনুন, ২৩ : ২৩
[১৪৩] *মুসনাদু আহমাদ* : ২/৫০, ৯২
[১৪৪] সূরা হিজর, ১৫ : ৩৯-৪০
[১৪৫] সূরা হিজর, ১৫ : ৪২

www.QuranerAlo.net

শয়তান বলেছিল,

فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ

আপনার মর্যাদার কসম, আমি তাদের সকলকে বিপথগামী করব; তবে আপনার একনিষ্ঠ বান্দাদের নয়।[১৪৬]

ইউসুফ ﷺ-এর ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন :

كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ

আমি তাকে মন্দ ও অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখার জন্যই এভাবেই নিদর্শন দেখিয়েছিলাম। নিশ্চয়ই সে ছিলো আমার মনোনীত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।[১৪৭]

আল্লাহ বলেন :

سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ۞ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ۞ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ ۞ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ

তারা যা কিছু বলে, আল্লাহ তা থেকে পবিত্র। তবে আল্লাহর মনোনীত বান্দারা (নিরাপদ থাকবে)। কারণ, তোমরা এবং তোমরা যাদের ইবাদত করো, তারা আল্লাহ সম্পর্কে কাউকে বিভ্রান্ত করতে পারে না, তবে সেই ব্যক্তিকে ছাড়া, যে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।[১৪৮]

তিনি আরও বলেন :

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ

যারা ঈমান এনেছে এবং নিজ প্রতিপালকের ভরসা রাখে তাদের ওপর শয়তানের কোনো আধিপত্য চলে না। তার আধিপত্য চলে কেবল এমন সব লোকের ওপর, যারা তাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে এবং যারা আল্লাহর সঙ্গে শিরকে লিপ্ত।[১৪৯]

আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির মধ্য থেকে যাদের মনোনীত করেছেন, তাদের ব্যাপারে তিনি ইবাদতের গুণই বর্ণনা করেছেন। যেমন নিচের আয়াতগুলোতে দ্রষ্টব্য :

---

[১৪৬] সূরা সোয়াদ, ৩৮ : ৮২-৮৩
[১৪৭] সূরা ইউসুফ, ১২ : ২৪
[১৪৮] সূরা সাফফাত, ৩৭ : ১৫৯-১৬৩
[১৪৯] সূরা নাহল, ১৬ : ৯৯-১০০

www.QuranerAlo.net

Contents

وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ۞ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ۞ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ

আর আপনি আমার বান্দা ইবরাহীম, ইসহাক এবং ইয়াকুবের কথা স্মরণ করুন, যারা (সৎকর্মশীল) হাত ও (দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন) চোখের অধিকারী ছিল। আমি একটি বিশেষ গুণের জন্য তাদের বেছে নিয়েছিলাম। তা ছিল (আখিরাতের) প্রকৃত নিবাসের স্মরণ। প্রকৃতপক্ষে তারা ছিল আমার কাছে মনোনীত, উত্তম লোকদের অন্তর্ভুক্ত।[১৫০]

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ

এবং আপনি স্মরণ করুন আমার বান্দা দাউদের কথা, যিনি ছিলেন (সৎকর্মশীল) হাতের অধিকারী।[১৫১]

نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ

সুলায়মান ছিল কত উত্তম বান্দা! নিশ্চয়ই সে ছিল অতিশয় আল্লাহ অভিমুখী।[১৫২]

نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ

সে ছিল অতি উত্তম বান্দা। প্রকৃতপক্ষে সে ছিল অত্যন্ত আল্লাহমুখী।[১৫৩]

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ

আমার বান্দা আইয়ূবের কথা স্মরণ করুন, যখন সে নিজ প্রতিপালককে ডেকেছিল।[১৫৪]

নূহ ﷺ সম্পর্কে তিনি বলেন :

ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا

হে ওই সকল লোকের বংশধর, যাদের আমি নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম। সে ছিল অত্যন্ত কৃতজ্ঞ বান্দা।[১৫৫]

তার সর্বশেষ রাসূল ﷺ সম্পর্কে তিনি বলেন :

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى

[১৫০] সূরা সোয়াদ, ৩৮ : ৪৫-৪৭
[১৫১] সূরা সোয়াদ, ৩৮ : ১৭
[১৫২] সূরা সোয়াদ, ৩৮ : ৩০
[১৫৩] সূরা সোয়াদ, ৩৮ : ৪৪
[১৫৪] সূরা সোয়াদ, ৩৮ : ৪১
[১৫৫] সূরা ইসরা, ১৭ : ৩

www.QuranerAlo.net

Contents

পবিত্র সেই সত্তা, যিনি নিজ বান্দাকে রাতারাতি মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আকসায় নিয়ে যান।[১৫৬]

উল্লেখ্য, মাসজিদুল আকসা হলো মুসলমানদের প্রথম কিবলা। আল্লাহ তাকে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করেছেন, ফলে সেখানে আদায়কৃত ইবাদতের মর্যাদা পাঁচ শ গুণ বৃদ্ধি করেছেন। মাসজিদুল আকসায় ইবাদতের সওয়াব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়—এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সেই মাসজিদ, ইহুদিরা যেটাকে পুড়িয়ে ফেলেছে। আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক এই নিকৃষ্ট জাতির ওপর।

কারও কারও ধারণা, মাসজিদে আকসা হলো সেই জায়গাকে ঘিরে রাখা প্রস্তরখণ্ড এবং গম্বুজের সমন্বিত রূপ। অথচ বাস্তবতা তা নয়।

এ ছাড়াও তিনি বলেন :

وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ

যখন আল্লাহর বান্দা তাঁকে ডাকার উদ্দেশ্যে দাঁড়াল।[১৫৭]

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا

আমি আমার বান্দার ওপর যা নাযিল করেছি, যদি তোমরা সে ব্যাপারে সন্দেহে থাকো।[১৫৮]

فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى

তিনি তাঁর বান্দার প্রতি ওহি নাযিল করলেন, যে ওহি নাযিল করার ছিল।[১৫৯]

عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ

এমন ঝর্ণা, যা আল্লাহর বান্দাদের পান করার জন্য সুনির্ধারিত।[১৬০]

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا

রহমানের বান্দা তারা, যারা যমিনে নম্রভাবে চলাফেরা করে।[১৬১]

এ কয়েকটি আয়াত ছাড়াও কুরআনে এর দৃষ্টান্ত রয়েছে অসংখ্য, অগণিত।

---

[১৫৬] সূরা ইসরা, ১৭ : ১
[১৫৭] সূরা জিন, ৭২ : ১৯
[১৫৮] সূরা বাকারাহ, ২ : ২৩
[১৫৯] সূরা নাজম, ৫৩, ৫৩ : ১০
[১৬০] সূরা দাহর, ৭৬ : ৬
[১৬১] সূরা ফুরকান, ২৫ : ৬৩

www.QuranerAlo.net

ইবাদতের মাধ্যমে মানুষের মর্যাদার তারতম্য

একটি বিদিত বিষয় হলো, ইবাদতের ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে বিরাট পার্থক্য সূচিত হয়। আর এ পার্থক্য মূলত ঈমানের হাকিকতের ক্ষেত্রেই পরস্পরের পার্থক্য।[১৬২]

ইবাদত সম্পাদনের ক্ষেত্রে মানুষ দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়—সাধারণ শ্রেণি এবং বিশেষ শ্রেণি। এ জন্য রবের রুবুবিয়্যাতেও তাদের ক্ষেত্রে সাধারণ অবস্থা এবং বিশেষ অবস্থা পরিলক্ষিত হয়।

তাই এই উম্মাহর মধ্যে শিরক হলো পিঁপড়ার মন্থর গতির চাইতেও সূক্ষ্ম। সহীহ হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ، وَعَبْدُ الْقَطِيفَةِ، وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ، تَعِسَ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شِيكَ فَلاَ انْتَقَشَ، طُوبَى لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَشْعَثَ

---

[১৬২] কারণ, ঈমান হলো তিনটি বিষয়ের সমষ্টির নাম—অন্তরের সত্যায়ন, মুখের স্বীকারোক্তি এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমল। আমলের ভিত্তিতে ঈমানের মর্যাদায় তারতম্য হয়। আমলের ভিত্তিতে ঈমানের গুণাগুণের মধ্যে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে; কখনো তা মজবুত হয়, আবার কখনো তা দুর্বল হয়ে পড়ে। তবে যে সকল বিষয়ের প্রতি ঈমান আনতে হয়, সেগুলোর মধ্যে কখনো হ্রাসবৃদ্ধি ঘটানো যায় না। সুতরাং কেউ যদি ঈমানের মধ্যে বৃদ্ধি ঘটায়, যেমন : স্রষ্টার দ্বীনের পাশাপাশি কুফরি তন্ত্রমন্ত্র বা মানবরচিত আইনকানুনের প্রতি ঈমান আনে, তাহলে সে মুশরিক হয়ে যায়। আর কেউ যদি ঈমানের মধ্যে হ্রাস করে, যেমন : দ্বীনের স্বীকৃত কোনো বিষয়কে অস্বীকার করে বা তার অপব্যাখ্যা করে, তাহলে সে কাফির হয়ে যায়। সুতরাং ঈমানের পরিমাণের মধ্যে বৃদ্ধি করা হলে তা হয় শিরক। আর ঈমানের পরিমাণের মধ্যে হ্রাস ঘটালে তা হয় কুফর। তবে ঈমানের গুণাগুণ বাড়তেও পারে, কমতেও পারে। আমলের ভিত্তিতে তা বাড়ে এবং কমে।

www.QuranerAlo.net

رَأْسُهُ، مُغْبَرَّةٍ قَدَمَاهُ، إِنْ كَانَ فِي الحِرَاسَةِ، كَانَ فِي الحِرَاسَةِ، وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ، إِنِ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ»

> আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন, 'লাঞ্ছিত হোক দিনারের গোলাম, দিরহামের গোলাম, মখমলের গোলাম ও উত্তম পোশাকের গোলাম! যদি তাকে দেওয়া হয়, তাহলে সে সন্তুষ্ট হয়। আর না দেওয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়। সে লাঞ্ছিত হোক, অপমানিত হোক! (তার পায়ে) কাঁটা বিঁধলে সে তা তুলে আনতে না পারুক! ওই বান্দার জন্য সুসংবাদ, যে ঘোড়ার লাগাম ধরে জিহাদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে, যার চুল উষ্কখুষ্ক এবং পা ধুলোমলিন। তাকে পাহারার কাজে নিযুক্ত করলে পাহারায় থাকে আর (দলের) পেছনে (দেখাশোনার কাজে) নিয়োজিত করলে পেছনেই থাকে। যদি সে কারও সাক্ষাতের অনুমতি চায়, তাহলে তাকে অনুমতি দেওয়া হয় না এবং কোনো বিষয়ে সুপারিশ করলে তার সুপারিশ গ্রহণ করা হয় না।'[১৬৩]

রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু মানুষকে দিনারের গোলাম, দিরহামের গোলাম, মখমলের গোলাম ও উত্তম পোশাকের গোলাম বলে উল্লেখ করলেন। এরপর তাদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করলেন। সাথে তাদের ধ্বংসের ব্যাপারে সংবাদ দিলেন বা তাদের বিরুদ্ধে বদদুআ করলেন। যেহেতু এটাকে বদদুআও ধরা যায়, আবার সংবাদ প্রদানও ধরা যায়, তাই হাদীসের অনুবাদ দুভাবে হতে পারে। এক অনুবাদ হলো—'সে লাঞ্ছিত হোক, অপমানিত হোক! (তার পায়ে) কাঁটা বিঁধলে সে তা তুলে আনতে না পারুক!' আরেক অনুবাদ হলো—'সে লাঞ্ছিত হয়েছে এবং অপমানিত হয়েছে। (তার পায়ে) কাঁটা বিঁধলে সে তা তুলে আনতে পারেনি।'

উল্লেখ্য, আরবিতে نَقْشٌ শব্দের অর্থ হলো পা থেকে কাঁটা বের করা। আর বের করা কাঁটাকে مِنْقَاشٌ বলা হয়।

'(তার পায়ে) কাঁটা বিঁধলে সে তা তুলে আনতে পারেনি'—এটা হলো ওই ব্যক্তির অবস্থা, যাকে কোনো অনিষ্ট স্পর্শ করেছে আর সে তা থেকে বেরিয়ে আসেনি।

সে সফল হতে পারেনি, যেহেতু সে লাঞ্ছিত হয়েছে এবং অপমানিত হয়েছে। তাই সে লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনি। অপছন্দনীয় পরিস্থিতি থেকেও বেরিয়ে আসতে পারেনি। এটা হলো ওই ব্যক্তির অবস্থা, যে সম্পদের পূজায় লিপ্ত হয়েছে।

---

[১৬৩] *সহীহ বুখারি* : ৬৪৩৫

www.QuranerAlo.net

Contents

এ ক্ষেত্রে তাদের একটা গুণ উল্লেখ করা হয়েছে—'যদি তাকে দেওয়া হয়, তাহলে সে সন্তুষ্ট হয়। আর না দেওয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়।' যেমন, কুরআনে আল্লাহ বলেছেন :

وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ

> তাদের (মুনাফিকদের) মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা সাদাকা (বণ্টন) সম্পর্কে আপনাকে দোষারোপ করে। সাদাকা থেকে তাদেরকে তাদের (মনমতো) দেওয়া হলে তারা খুশি হয়ে যায় আর তাদের যদি তা থেকে না দেওয়া হয়, অমনি তারা ক্ষুব্ধ হয়।[১৬৪]

তাদের সন্তুষ্টিও গাইরুল্লাহর জন্য। তাদের অসন্তুষ্টিও গাইরুল্লাহর জন্য।

এটাই হলো ওই সকল লোকের অবস্থা, যারা নেতৃত্ব, রূপ কিংবা এ-জাতীয় অন্য কোনো প্রবৃত্তির অনুকূল বিষয়ের প্রতি বিমোহিত ও প্রলোভিত থাকে। এরা সকলেই পূজারি। একেকজন একেক জিনিসের পূজারি। যদি কাঙ্ক্ষিত জিনিস অর্জিত হয়ে যায়, তাহলে তারা খুশিতে ফেটে পড়ে। অন্যদিকে যদি মনস্কামনা পূর্ণ না হয়, তাহলে অসন্তুষ্ট এবং শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ে। তো এই ব্যক্তি তার কাঙ্ক্ষিত বিষয়ের দাস। সে তার গোলাম। কারণ, অন্তরের দাসত্ব এবং গোলামিই প্রকৃত দাসত্ব এবং গোলামি। সুতরাং যে জিনিসই অন্তরকে দাস বানিয়ে ফেলে এবং গোলামে পরিণত করে, মানুষ তারই বান্দা হয়ে থাকে।

এ জন্যই বলা হয়,

الْعَبْدُ حُرٌّ مَا قَنِعَ ... وَالْحُرُّ عَبْدٌ مَا طَمِعَ

> গোলাম স্বাধীনই থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে অল্পে তুষ্ট থাকে। আর স্বাধীন ব্যক্তি গোলাম থাকে, যতদিন সে লোভে ডুবে থাকে।

আরেক কবি বলেন,

أَطَعْتُ مَطَامِعِي فَاسْتَعْبَدَتْنِي ... وَلَوْ أَنِّي قَنَعْتُ لَكُنْتُ حُرًّا

> আমি আনুগত্য করেছি আমার কামনার, তাই সে মোরে গোলাম বানিয়েছে তার। যদি আমি অল্পেতুষ্ট হতে পারতাম, তাহলে আমি স্বাধীন থাকতাম।

---

[১৬৪] সূরা তাওবা, ৯ : ৫৮

www.QuranerAlo.net

বিজ্ঞজনেরা বলে থাকেন,

الطَّمَعُ غُلٌّ فِي الْعُنُقِ قَيْدٌ فِي الرِّجْلِ فَإِذَا زَالَ الْغُلُّ مِنَ الْعُنُقِ زَالَ الْقَيْدُ مِنَ الرِّجْلِ.

'লোভ-লালসা গলার শৃঙ্খল এবং পায়ের বেড়ি। গলা থেকে যখন শৃঙ্খল দূর হয় পা থেকেও তখন বেড়ি খুলে যায়।'

উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ বলেন,

الطَّمَعُ فَقْرٌ وَالْيَأْسُ غِنًى وَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا يَئِسَ مِنْ شَيْءٍ اسْتَغْنَى عَنْهُ.

'লোভলালসা হলো দারিদ্র্য। হতাশা হলো সচ্ছলতা। তোমাদের কেউ যখন কোনো কিছুর ব্যাপারে হতাশ হয়, তখন সে তা থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে যায়।'

এটা এক বাস্তবতা বটে। মানুষ অন্তরে এমনটাই অনুভব করে। যখন সে কোনো ব্যাপারে হতাশ হয়ে যায় তখন সে আর তা সন্ধান করে না, তার ব্যাপারে প্রলুব্ধ হয় না, তার অন্তর সেই জিনিসের দিকে কিংবা তা অর্জনের মাধ্যম ব্যক্তিদের দিকে মুখাপেক্ষী থাকে না। পক্ষান্তরে যখন সে কোনো জিনিসের প্রতি প্রলুব্ধ হয় এবং তার প্রত্যাশায় থাকে, তখন তার অন্তর সেই জিনিসের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যায়, ফলে সে তা অর্জন করার দিকে মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। একইভাবে সে এমন সব মানুষেরও মুখাপেক্ষি হয়, যাদের সে আকাঙ্ক্ষিত বস্তু অর্জনের মাধ্যম মনে করে। এটা সম্পদ, পদ, রূপ এবং অন্যান্য ব্যাপারে হয়ে থাকে। পবিত্র কুরআনে ইবরাহীম খলিল ﷺ-এর কথা বিবৃত হয়েছে এভাবে :

إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

তোমরা আল্লাহর কাছে জীবিকা অন্বেষণ করো, তাঁর ইবাদত করো এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করো। তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে।[১৬৫]

জীবিকা ছাড়া কোনো বান্দা বাঁচতে পারে না। যখন সে আল্লাহর কাছে জীবিকা অন্বেষণ করে তখন সে আল্লাহর একজন বান্দা থাকে, থাকে তার দিকে মুখাপেক্ষী। পক্ষান্তরে সে যখন সৃষ্টিজীবের কাছে তা অন্বেষণ করে তখন সে সৃষ্টির বান্দা হয়ে যায়, তার দিকে অভাবী ও মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে।

---

[১৬৫] সূরা আনকাবুত, ২৯ : ১৭

www.QuranerAlo.net

সৃষ্টির কাছে চাওয়ার ব্যাপারে শরিয়তের দৃষ্টিভঙ্গি

এ জন্য মূলনীতি অনুসারে কোনো মাখলুকের কাছে কোনো কিছু চাওয়া মৌলিকভাবে হারাম ছিল। বিশেষ জরুরতের কারণে এটাকে বৈধতা দেওয়া হয়েছে।

সহীহ, সুনান এবং মুসনাদের গ্রন্থগুলোতে এ বিষয়ক নিষেধাজ্ঞা-সংক্রান্ত অসংখ্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেমন :

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ

যে ব্যক্তি সব সময় মানুষের কাছে চেয়ে থাকে, সে কিয়ামাতের দিন এমনভাবে উপস্থিত হবে যে, তার চেহারায় সামান্য পরিমাণ গোশতও থাকবে না।[১৬৬]

তিনি এ-ও বলেন,

مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُمُوشٌ أَوْ خُدُوشٌ أَوْ كُدُوحٌ فِي وَجْهِهِ

যে ব্যক্তি মানুষের কাছে চায়, অথচ তার কাছে এই পরিমাণ সম্পদ রয়েছে, যা তাকে অমুখাপেক্ষী রাখতে পারে, সে কিয়ামাতের দিন তার মুখমণ্ডলে অসংখ্য জখম, নখের আঁচড় ও ক্ষতবিক্ষত থাকা অবস্থায় উপস্থিত হবে।[১৬৭]

---

[১৬৬] *সহীহ বুখারি* : ১৪৭৪; *সহীহ মুসলিম* : ১০৪০

[১৬৭] *সুনানে আবু দাউদ* : ১৬২৬; *সুনানুত তিরমিযি* : ৬৫০; *সুনানুন নাসায়ি* : ৫/৯৭

www.QuranerAlo.net

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেন,

إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَصْلُحُ إِلاَّ لِثَلاَثَةٍ لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ

ভিক্ষা করা তিন ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারও জন্য বৈধ নয়—(১) ধুলোমলিন নিঃস্ব দরিদ্রের জন্য, (২) ঋণে জর্জরিত ব্যক্তির জন্য, (৩) এবং রক্তপণ পরিশোধ করতে অক্ষম এমন ব্যক্তির জন্য।[১৬৮]

সহীহ গ্রন্থগুলোতেও এ মর্মের হাদীস বর্ণিত রয়েছে।[১৬৯]

আরও বর্ণিত হয়েছে,

لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ

তোমাদের মধ্যে কেউ রশি নিয়ে তার পিঠে কাঠের বোঝা বয়ে আনা এবং তা বিক্রি করা—যার ফলে আল্লাহ তার চেহারাকে (ভিক্ষা করার লাঞ্ছনা হতে) রক্ষা করেন—মানুষের কাছে চাওয়ার চাইতে উত্তম; চাই তারা দিক বা না দিক।[১৭০]

---

[১৬৮] *সুনানে আবু দাউদ*: ১৬৪১; *সুনানুত তিরমিযি*: ৬৫৩

[১৬৯] লেখক সম্ভবত এ কথার দ্বারা সহীহ মুসলিমের এ হাদীসের দিকে ইঙ্গিত করেছেন :

عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلاَلِيِّ، قَالَ تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ « أَقِمْ يَا قَبِيصَةُ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا ». ثُمَّ قَالَ « يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لأَحَدِ ثَلاَثَةٍ رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ ». أَوْ قَالَ « سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ». وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلاَثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ قَدْ أَصَابَتْ فُلاَنًا الْفَاقَةُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - ثُمَّ يُمْسِكُ وَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتٌ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا ».

কাবিসাহ ইবনু মুখারিক আল-হিলালি ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমি অন্যের ঋণের জামিনদার হলাম। পরে আমি নবি ﷺ-এর নিকট গেলে তিনি বললেন, হে কাবিসাহ, আমাদের কাছে জাকাতের সম্পদ আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো। আমরা তা থেকে তোমাকে কিছু দেওয়ার নির্দেশ দেবো। পরে তিনি বললেন, হে কাবিসাহ, তিন ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারও জন্য চাওয়া বৈধ নয়—(১) যে ব্যক্তি কোনো ঋণের জামিনদার হয়েছে, ঋণ পরিশোধ করা পর্যন্ত তার জন্য চাওয়া হালাল। পরিশোধ হয়ে গেলে সে বিরত থাকবে। (২) যে ব্যক্তির সমস্ত সম্পদ আকস্মিক দুর্ঘটনায় ধ্বংস হয়ে গেছে, তার জীবনধারণ হতে পারে—এ পরিমাণ সম্পদ পাওয়া পর্যন্ত তার জন্য চাওয়া হালাল। (৩) যে ব্যক্তি দুর্ভিক্ষকবলিত, এমনকি তার গোত্র-সমাজের তিনজন বিবেচক ও সুধী ব্যক্তি বলে যে, অমুক ব্যক্তি দুর্ভিক্ষপীড়িত। তখন জীবনধারণ হতে পারে—এ পরিমাণ সম্পদ পাওয়া পর্যন্ত তার জন্য চাওয়া বৈধ। এরপর তা থেকে বিরত থাকবে। এরপর তিনি বলেন, হে কাবিসাহ, এ তিন প্রকারের লোক ছাড়া অন্যরা যা কিছু চায়, তা হারাম এবং যে তা থেকে ভক্ষণ করে, সে হারাম ভক্ষণ করে। (*সহীহ মুসলিম*: ১০৪৪; *সুনানু আবি দাউদ*: ১৬৪০; *সুনানুন নাসায়ি*: ৮৯, ৯৬-৯৭)

[১৭০] *সহীহ বুখারি*: ১৪৭১, ২৩৭৩; *মুসনাদু আহমাদ*: ১/১৬৪, ১৬৭

www.QuranerAlo.net

مَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَالاَ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ

এই মাল-সম্পদের যা কিছু তোমার নিকট এভাবে আসে, তুমি যার প্রত্যাশী কিংবা প্রার্থী নও, তা গ্রহণ করো। আর যা এরূপ নয়, তার পেছনে নিজেকে নিরত করো না।[১৭১]

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুখের প্রার্থনা কিংবা অন্তরের প্রত্যাশার সাথে সম্পদ গ্রহণ করার ব্যাপারে অপছন্দনীয়তা প্রকাশ করলেন। হাদীসে আরও এসেছে,

مَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّـهُ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّـهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّـهُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ

যে পরমুখাপেক্ষী হয় না, আল্লাহ তাকে অভাবমুক্ত রাখেন। যে চাওয়া হতে বিরত থাকে, আল্লাহ তাকে বাঁচিয়ে রাখেন। যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করে, আল্লাহ তাকে সবর দান করেন। সবরের চেয়ে উত্তম ও ব্যাপক কোনো নিয়ামত কাউকে দেওয়া হয়নি।[১৭২]

রাসূলুল্লাহ ﷺ তার নিকটতম বিশেষ সাহাবিদের ওসিয়ত করেছিলেন, তারা যেন মানুষের কাছে কোনো কিছু না চায়।

মুসনাদু আহমাদ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে,

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَسْقُطُ السَّوْطُ مِنْ يَدِهِ فَلَا يَقُولُ لِأَحَدٍ نَاوِلْنِي إِيَّاهُ ؛ وَيَقُولُ : إِنَّ خَلِيلِي أَمَرَنِي أَنْ لَا أَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا

আবূ বাকর ﷺ-এর হাত থেকে চাবুক পড়ে গেলে তিনি কাউকে বলতেন না যে, এটা আমার হাতে দাও। তিনি বলতেন, আমার প্রিয়বন্ধু ﷺ আমাকে আদেশ দিয়েছেন, আমি যেন মানুষের কাছে কিছু না চাই।[১৭৩]

সহীহ মুসলিম-সহ অন্যান্য হাদীসের গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَايَعَهُ فِي طَائِفَةٍ وَأَسَرَّ إِلَيْهِمْ كَلِمَةً خَفِيَّةً : أَنْ لَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا فَكَانَ بَعْضُ أُولَئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ السَّوْطُ مِنْ يَدِ أَحَدِهِمْ

---

[১৭১] *সহীহ বুখারি* : ৭১৬৪; *সহীহ মুসলিম* : ১০৪৫

[১৭২] *সহীহ বুখারি* : ১৪৬৯; *সহীহ মুসলিম* : ১০৫৩; *আল-মুয়াত্তা*, ইমাম মালিক : ২/৯৯৭

[১৭৩] *মুসনাদু আহমাদ* : ৬৫

www.QuranerAlo.net

؛ وَلَا يَقُولُ لِأَحَدٍ نَاوِلْنِي إِيَّاهُ.

আউফ ইবনু মালিক ﷺ একদল মানুষের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে বাইয়াত দিয়েছিলেন। তখন তিনি অনুচ্চস্বরে তাদের একটি গোপন কথা বলেছিলেন, তারা যেন মানুষের কাছে কোনো কিছু না চায়। সেই দলের সাহাবিদের কারও হাত থেকে চাবুক পড়ে গেলে তারা কাউকে বলতেন না যে, এটা আমার হাতে দাও।[১৭৪]

কুরআন-সুন্নাহর অনেক জায়গায় সৃষ্টিকর্তার কাছে চাওয়ার নির্দেশ এবং মাখলুকের কাছে চাওয়ার নিষেধের কথা এসেছে। যেমন, আল্লাহ বলেন :

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۞ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ

অতএব যখনই তুমি অবসর পাবে, তখনই কঠোর ইবাদতে রত হবে। আর তোমার রবের প্রতি মনোযোগী হবে।।[১৭৫]

নবিজি ﷺ আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﷺ-কে বললেন,

إِذَا سَأَلْتَ، فَاسْأَلِ اللَّـهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، فَاسْتَعِنْ بِاللَّـهِ

যখন তুমি চাইবে, আল্লাহর কাছে চাইবে। যখন তুমি সাহায্য কামনা করবে তখন আল্লাহর কাছেই সাহায্য কামনা করবে।[১৭৬]

ইবরাহীম খলিল ﷺ-এর এ কথাটিও এ নির্দেশকেই ধারণ করে :

فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّـهِ الرِّزْقَ

তোমরা আল্লাহর কাছেই জীবিকা অন্বেষণ করো।[১৭৭]

তিনি এভাবে বলেননি, 'তোমরা জীবিকা আল্লাহর কাছে অন্বেষণ করো।'

বরং তিনি 'আল্লাহর কাছে' কথাটিকে অগ্রে এনেছেন। আর আরবি ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী ক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার পাত্রকে অগ্রে আনা হলে তা বিশিষ্ট এবং সীমাবদ্ধ হওয়ার অর্থে দেয়। তাহলে বাক্যটির অর্থ এমন হচ্ছে—'তুমি একমাত্র আল্লাহর কাছে জীবিকা অন্বেষণ করো।' আল্লাহ তাআলা বলেন :

---

[১৭৪] *সহীহ মুসলিম* : ১০৪৩
[১৭৫] সূরা ইনশিরাহ, ৯৪ : ৭-৮
[১৭৬] *সুনানুত তিরমিযি* : ২৫১৬; *মুসনাদু আহমাদ* : ২৭৬৩
[১৭৭] সূরা আনকাবুত, ২৯ : ১৭

www.QuranerAlo.net

وَاسْأَلُوا اللَّـهَ مِن فَضْلِهِ

তোমরা আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ চাও।[১৭৮]

মানুষের জন্য অনিবার্য বাস্তবতা হলো, তাকে প্রয়োজন পরিমাণ জীবিকা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু অর্জন করতে হয়, আর ক্ষতিকারক জিনিসকে প্রতিহত করতে হয়।

এ দুটো ব্যাপারেই শরিয়ত-স্বীকৃত পন্থা হলো, প্রার্থনা করা হবে আল্লাহর কাছে। তাই বান্দা তার রিযিক আল্লাহর কাছেই চাইবে। অভিযোগও একমাত্র তাঁরই কাছে জানাবে। কুরআনের ভাষায় ইয়াকুব ﷺ বলেছিলেন :

إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّـهِ

আমি আমার দুঃখ ও বেদনার অভিযোগ কেবল আল্লাহরই কাছে করছি।[১৭৯]

আল্লাহ তাআলা কুরআনে তিনটি শব্দ প্রয়োগ করেছেন :

১. الهجر الجميل (আল-হাজরুল জামিল)। যেমন, তিনি বলেন :

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا

আর তারা যা বলে, সে ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করো এবং তাদেরকে পরিহার করে চলো।[১৮০]

২. الصفح الجميل (আস-সাফহুল জামিল)। যেমন, তিনি বলেন :

فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ

আপনি তাদের সুন্দরভাবে এড়িয়ে চলুন।[১৮১]

৩. الصَّبْر الجميل (আস-সাবরুল জামিল)। যেমন, তিনি বলেন :

وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ

আর তারা তার (ইউসুফের) জামায় মিথ্যা রক্তও মাখিয়ে এনেছিল। তাদের পিতা

[১৭৮] সূরা নিসা, ৪ : ৩২

[১৭৯] সূরা ইউসুফ, ১২ : ৮৬

[১৮০] সূরা মুজ্জাম্মিল, ৭৩ : ১০। মক্কার জীবনে সর্বদা এ নির্দেশই দেওয়া হয়েছে যে, কাফিরদের সকল অত্যাচার-উৎপীড়নের সামনে ধৈর্যধারণ করতে হবে এবং তাদের সাথে কোনোরকমের যুদ্ধ-বিগ্রহ করা যাবে না। বরং উত্তমরূপে তাদের এড়িয়ে চলতে হবে ও সুকৌশলে তাদের অগ্রাহ্য করতে হবে।

[১৮১] সূরা হিজর, ১৫ : ৮৫

www.QuranerAlo.net

Contents

বলল, (এটা সত্য নয়;) বরং তোমাদের মন তোমাদের একটা কাহিনি বানাতে উদ্বুদ্ধ করেছে। সুতরাং (আমার করণীয় হচ্ছে) সুন্দর ধৈর্যধারণ করা।[১৮২]

এই শব্দ তিনটির ব্যাখ্যায় এ-ও বলা হয়েছে,

الهجر الجميل (আল-হাজরুল জামিল) হচ্ছে, কাউকে কোনোপ্রকার কষ্ট না দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়া।

الصفح الجميل (আস-সাফহুল জামিল) হচ্ছে, কোনোপ্রকার তিরস্কার না করে উপেক্ষা করে যাওয়া।

الصَّبْرُ الجميل (আস-সাবরুল জামিল) হচ্ছে, সৃষ্টির কাছে কোনো অভিযোগ না জানিয়ে ধৈর্যধারণ করা।

এ জন্য আমরা দেখতে পাই, ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল ﷬-এর মুমূর্ষু অবস্থায় যখন তাউস ﷬-এর এই বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হলো—তাউস ﷬ অসুস্থ ব্যক্তির রোদনকে অপছন্দ করতেন এবং তিনি বলতেন, এটা তো (সৃষ্টির কাছে) অভিযোগ জ্ঞাপন—তখন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ইমাম আহমাদ ﷬ কখনো (অসুস্থ হলেও) কান্না করেননি।[১৮৩]

উল্লেখ্য, সৃষ্টিকর্তার কাছে অভিযোগ জানানো সুন্দর ধৈর্যধারণের সঙ্গে বিরোধপূর্ণ নয়। কারণ, সম্মানিত নবি ইয়াকুব ﷺ বলেছেন, 'সুতরাং (আমার করণীয় হচ্ছে) সুন্দর ধৈর্য', আবার তিনিই বলছেন, 'আমি আমার দুঃখ ও বেদনার অভিযোগ কেবল আল্লাহরই কাছে করছি'।

উমার ইবনুল খাত্তাব ﷛ ফজরের নামাজে সূরা ইউনুস, ইউসুফ এবং নাহল পাঠ করতেন। একবার তিনি এই আয়াত পাঠ করতে গিয়ে এতটা কেঁদে ফেললেন যে, শেষ কাতার থেকে তার ফোঁপানি শোনা গেল।

মূসা ﷺ আল্লাহর কাছে এভাবে দুআ করতেন :

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَإِلَيْكَ الْمُشْتَكَى وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَبِكَ الْمُسْتَغَاثُ وَعَلَيْكَ التكلان وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ

'হে আল্লাহ, আপনারই জন্য প্রশংসা। আপনারই কাছে অভিযোগ। আপনিই

[১৮২] সূরা ইউসুফ, ১২ : ১৮
[১৮৩] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১১/২১৫

www.QuranerAlo.net

Contents

সাহায্য প্রার্থনার স্থল। আপনারই কাছে ফরিয়াদ করা হয়। আপনারই ওপর ভরসা। আপনি ছাড়া আমাদের কোনো শক্তি-সামর্থ্য নেই।'

তায়েফবাসী যখন নবিজি ﷺ-এর সঙ্গে ইতিহাসের জঘন্যতম দুর্ব্যবহার করেছিল, তখন তিনি যে দুআ করেছিলেন, তাতে এই কথাগুলো রয়েছে :

اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِي ؛ وَقِلَّةَ حِيلَتِي ؛ وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ ؛ أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِينَ وَأَنْتَ رَبِّي . اللَّهُمَّ إِلَى مَنْ تَكِلُنِي ؟ إِلَى بَعِيدٍ يَتَجَهَّمُنِي أَمْ إِلَى عَدُوٍّ مَلَّكْتَهُ أَمْرِي ؛ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ غَضَبٌ عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي ؛ غَيْرَ أَنَّ عَافِيَتَكَ أَوْسَعُ لِي ؛ أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ بِهِ الظُّلُمَاتُ ؛ وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَنْ يَنْزِلَ بِي سَخَطُكَ ؛ أَوْ يَحِلَّ عَلَيَّ غَضَبُكَ ؛ لَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى ؛ فَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ - وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ - وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ

'হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে অভিযোগ করছি—আমার শক্তির দুর্বলতা, আমার কৌশলের স্বল্পতা এবং লোকদের কাছে আমার তুচ্ছতার। হে দয়ালুদের মধ্যে সর্বোচ্চ দয়ালু, আপনি দুর্বলদের রব এবং আপনি আমার রব। হে আল্লাহ, আপনি আমাকে কার হাতে সোপর্দ করবেন? দূরবর্তী কারও হাতে, যে আমার ওপর অত্যাচার করবে? নাকি কোনো শত্রুর হাতে, যাকে আপনি আমার বিষয়-আশয়ের দখলদার বানিয়ে রেখেছেন? যদি আমার ওপর আপনার কোনো ক্রোধ না থাকে, তাহলে (কোনো কিছুতেই) আমার কোনো পরোয়া নেই। তবে আপনার নিরাপত্তা-সুখই আমার জন্য প্রশস্তকর। আমি আপনার সত্তার নুরের ওসিলায় আশ্রয় কামনা করছি—যার আলোকে আলোকিত হয়েছে সকল আঁধার, যার ওপর ভিত্তি করে শুধরে গেছে দুনিয়া-আখিরাতের সকল বিষয়-আশয়—আমার ওপর আপনার অসন্তুষ্টি নাযিল হওয়া থেকে, আমার অস্তিত্বে আপনার ক্রোধ অবতরণ করা থেকে। আপনার জন্যই সন্তুষ্টি, যতক্ষণ না আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যান। আল্লাহ ছাড়া (অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'আপনি ছাড়া') কোনো শক্তি ও সামর্থ্য নেই।'

মানুষ যার প্রতি প্রত্যাশা রাখে, ক্রমশ তার দাসে পরিণত হয়

আল্লাহর অনুগ্রহ এবং রহমতের ব্যাপারে বান্দার আগ্রহ যত দৃঢ় হবে, একমাত্র আল্লাহই বান্দার প্রয়োজন পূরণ করতে পারেন এবং তিনিই তার সমস্যা লাঘব করতে

www.QuranerAlo.net

পারেন—এ ব্যাপারে বান্দার প্রত্যাশা যত বৃদ্ধি পাবে, আল্লাহর জন্য তার দাসত্বের মাত্রা তত বৃদ্ধি পাবে এবং তিনি ছাড়া অন্য সবার থেকে তার অমুখাপেক্ষিতা তত সুদৃঢ় হবে। যেমনিভাবে সৃষ্টির ব্যাপারে বান্দার লোভ-লালসা তাকে সৃষ্টির গোলাম বানিয়ে ফেলে, একইভাবে সৃষ্টির ব্যাপারে তার অনাগ্রহ আল্লাহ ছাড়া সবকিছুর প্রতি তার অন্তরকে অমুখাপেক্ষী করে তোলে। যেমন বলা হয়ে থাকে,

اسْتَغْنِ عَمَّنْ شِئْتَ تَكُنْ نَظِيرَهُ وَأَفْضِلْ عَلَى مَنْ شِئْتَ تَكُنْ أَمِيرَهُ ؛ وَاحْتَجْ إِلَى مَنْ شِئْتَ تَكُنْ أَسِيرَهُ.

> 'তুমি যদি কারও থেকে অমুখাপেক্ষী হও, তবে তার সমমানের হয়ে যাবে। কারও ওপর অনুগ্রহ করো, তবে তার শাসক হয়ে যাবে। আর যদি মুখাপেক্ষী হও, তাহলে বন্দী হয়ে যাবে।'

এমনিভাবে নিজ প্রতিপালকের ব্যাপারে আগ্রহ এবং প্রত্যাশা বান্দার জন্য মহান আল্লাহর দাসত্বকে অপরিহার্য করে।

ান্দা যদি আল্লাহর কাছে চাওয়া এবং প্রত্যাশা করা থেকে বিমুখ হয়ে যায়, তাহলে ার অনিবার্য পরিণতি হিসেবে তার অন্তর আল্লাহর দাসত্ব ছেড়ে অন্য দিকে ঝুঁকে যায়। যারা স্রষ্টার কাছে প্রত্যাশা না করে সৃষ্টির কাছে প্রত্যাশা করে, তাদের ক্ষেত্রে এটা তো বিশেষভাবেই ঘটে থাকে। উদাহরণস্বরূপ : তখন তার অন্তর নির্ভর করে রাজনৈতিক প্রতাপের ওপর, সৈন্যবাহিনী, অনুসারী কিংবা গোলামদের ওপর; কিংবা তার পরিবার ও বন্ধুদের ওপর; কিংবা তার মাল ও গচ্ছিত সম্পদের ওপর; কিংবা তার নেতা ও বড়দের ওপর। তার নেতাও হতে পারে বিভিন্ন। নেতা হতে পারে তার মালিক, হতে পারে তার বাদশাহ, হতে পারে তার পীর অথবা এমন কেউ, যার সেবায় সে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে। এককথায় তার অন্তরের নির্ভরতা থাকে এমন সব মানুষের ওপর, যারা হয়তো মারা গেছে কিংবা শিগ্‌গির মারা যাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا

> তুমি ভরসা করো সেই চিরঞ্জীব সত্তার ওপর, যিনি কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না। এবং তুমি তার প্রশংসাসহ তাসবিহ পাঠ করো। বান্দার গুনাহের খবর রাখার ব্যাপারে তিনিই যথেষ্ট।[১৮৪]

যে তার অন্তরকে সৃষ্টির সঙ্গে জুড়ে দেয় এবং অন্তরে এই বাসনা লালন করে যে, এ

[১৮৪] সূরা ফুরকান, ২৫ : ৫৮

www.QuranerAlo.net

সকল সৃষ্টিজীবই বুঝি তাকে সাহায্য করবে, তাকে জীবিকা দেবে কিংবা তাকে সঠিক পথ দেখাবে, এমন প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তর সৃষ্টির জন্য অনুগত হয়ে যায়। সে তার কামনা-বাসনা অনুপাতে সৃষ্টির সেবাদাসে পরিণত হয়। বাহ্যদৃষ্টিতে সে যদি তাদের আমির, পরিচালক ও নিয়ন্ত্রকও হয়ে থাকে, তদুপরি সে হয় তাদের গোলাম ও দাস। যেকোনো বিবেকবান ব্যক্তি বাস্তবতার দিকে নজর দেয়; বাহ্যিকতার দিকে নয়।

প্রেমের দাসত্ব

যখন কারও অন্তর কোনো নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়—যদিও সেই নারী তার জন্য বৈধ হয়ে থাকে—তার অন্তর সেই নারীর খাঁচায় বন্দী হয়ে যায়। সেই নারী তার মধ্যে শাসনকার্য পরিচালনা করতে শুরু করে। ইচ্ছেমতো তার ব্যক্তিগত বিষয়াদিতে হস্তক্ষেপ করতে থাকে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এই ব্যক্তি সে নারীর নেতা, কারণ সে তার স্বামী কিংবা মনিব; কিন্তু আদতে সে তার খাঁচায় বন্দী এবং তারই নগণ্য এক গোলাম।

এর পাশাপাশি সে যদি কোনোভাবে এটা টের পেয়ে যায় যে, এই পুরুষ তার প্রতি কতটা প্রেমাসক্ত ও মুখাপেক্ষী, তার জন্য বিকল্প কোনো নারীর সঙ্গ গ্রহণ করা কেমন দুঃসাধ্য; তো এ পরিস্থিতিতে সে নারী তার ওপর এমনভাবে শাসন চালাতে থাকে, যেমনিভাবে অত্যাচারী বাদশাহ তার অধীনস্থ প্রজাদের ওপর শাসন চালায়; প্রজারা চাইলেও যা থেকে কোনোভাবে মুক্ত হতে পারে না।

বরং বাস্তবতা তো হলো, নারীর শাসন রাজার শাসনের চেয়েও গুরুতর। কারণ, অন্তরের বন্দীদশা দেহের বন্দীদশার থেকে গুরুতর। অন্তরের গোলামি দেহের গোলামি থেকে বড়। এর কারণ হলো, কোনো ব্যক্তির দেহকে যদি দাস, গোলাম ও বন্দী বানিয়ে ফেলা হয়, সে এতে কোনো পরোয়াই করে না; যদি তার অন্তর থাকে সে ব্যাপারে নিশ্চিন্ত এবং প্রশান্ত। স্বাভাবিক বন্দীজীবনে তো মানুষের পক্ষে মুক্তি পাওয়ার পথও খোলা থাকে। পক্ষান্তরে মানুষের অন্তর—যা হলো দেহের রাজা—যদি গোলাম ও দাসে পরিণত হয়, গাইরুল্লাহর বান্দায় রূপান্তরিত হয়, তবে এটাই হলো নিখাদ লাঞ্ছনা ও বন্দীদশা। আর এই জিনিস তার অন্তরকে দাসত্বের শৃঙ্খল পরিয়েছে।

আমলের প্রতিদান এবং শাস্তি অন্তরের দাসত্ব ও বন্দিত্বকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। কোনো কাফির যদি কোনো মুসলিমকে বন্দী করে কিংবা কোনো পাপিষ্ঠ যদি

www.QuranerAlo.net

অন্যায়ভাবে তাকে দাস বানিয়ে ফেলে, এটা তার কোনো ক্ষতি করে না, যখন সে তার ওপর অপরিহার্য শরিয়তের বিধানগুলো পালন করতে সক্ষম থাকে।

তদুপরি যাকে ন্যায়সংগতভাবে দাস বানিয়ে ফেলা হয়, যখন সে আল্লাহর হক এবং তার মনিবের হক—উভয়টি আদায় করে তখন তার জন্য থাকে দুটো প্রতিদান।[১৮৫] যদি তাকে কুফরি কথা উচ্চারণ করতে বাধ্য করা হয়, এমনকি সে তা মুখে বলেও ফেলে, আর তার অন্তর ঈমানের ব্যাপারে প্রশান্ত থাকে, এটাও তার কোনো ক্ষতি করে না।

অপরদিকে যার অন্তরকে গোলাম বানিয়ে ফেলা হয়, সে গাইরুল্লাহর বান্দা হয়ে যায়। এটা তার জন্য ক্ষতিকর; যদিও বাহ্যদৃষ্টিতে সে জনমানুষের বাদশাহ হয়ে থাকে।

স্বাধীনতা ও পরাধীনতার সংজ্ঞা

স্বাধীনতা হলো অন্তরের স্বাধীনতা। দাসত্ব হলো অন্তরের দাসত্ব। একইভাবে সচ্ছলতা হলো অন্তরের সচ্ছলতা। নবিজি ﷺ বলেছেন,

لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ

ধনের আধিক্য থেকে সচ্ছলতা হয় না। সচ্ছলতা হলো অন্তরের সচ্ছলতা।[১৮৬]

ওপরে আমরা অন্তরের গোলামির যেসব কথা বললাম, আল্লাহর কসম, এ কথাগুলো তো সে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যে ক্ষেত্রে ব্যক্তি তার অন্তরকে কোনো বৈধ রূপের গোলাম বানিয়ে ফেলে। অর্থাৎ তার প্রেমের কেন্দ্রবিন্দু হয় নিজ স্ত্রী অথবা মালিকানাভুক্ত দাসী। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার অন্তরকে কোনো হারাম রূপের—হোক তা নারী কিংবা

---

[১৮৫] হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « ثَلاَثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ، وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ (يَطَؤُهَا) فَأَدَّبَهَا، فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ ».

তিন ধরনের মানুষের জন্য দুটো পুণ্য রয়েছে :

(১) আহলে কিতাব, যে ব্যক্তি তার নবির ওপর ঈমান এনেছে এবং মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপরও ঈমান এনেছে।

(২) যে ক্রীতদাস আল্লাহর হক আদায় করে এবং তার মালিকের হকও (আদায় করে)।

(৩) যার দাসী ছিল, যার সাথে সে মিলিত হতো। তারপর তাকে সে সুন্দরভাবে আদব-কায়দা শিক্ষা দিয়েছে এবং ভালোভাবে (দ্বীনি) ইলম শিখিয়েছে, তারপর তাকে মুক্ত করে বিয়ে করে নিয়েছে—তার জন্য দুটো পুণ্য রয়েছে।

[১৮৬] *সহীহ বুখারি* : ৬৪৪৬; *সহীহ মুসলিম* : ১০৫১

www.QuranerAlo.net

শ্মশ্রুবিহীন ছোট বালক—গোলাম বানিয়ে ফেলে, তো এটা এমন জলজ্যান্ত আজাব, যার ধারেকাছে কোনো আজাব হতে পারে না।

এরা হলো সে সকল মানুষ, পরকালে যাদের শাস্তি হবে গুরুতর, আর সওয়াব হবে সবচেয়ে স্বল্প। কারণ, যে ব্যক্তি কোনো অবৈধ রূপের প্রেমে পড়ে, তার অশান্ত আত্মা যখন তার সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জুড়ে থাকে, স্বাধীন মানুষ হয়েও সে তখন রূপ-লাবণ্যের প্রেমে নিত্য পরাধীন থাকে, সে সময় তার গোটা অস্তিত্বজুড়ে এত অধিকসংখ্যক অনিষ্ট এবং ফ্যাসাদ একত্র হয়, যার সঠিক পরিসংখ্যান একমাত্র মহান প্রতিপালকই করতে পারবেন।

যদি সে বড় অশ্লীলতা থেকে বেঁচেও থাকে, তবুও এর ক্ষতি লঘু হয়ে যায় না। কারণ, যে ব্যক্তি কোনো অপকর্মে লিপ্ত হয়, এরপর তা থেকে তাওবা করে, তার অন্তর থেকে গুনাহের প্রভাব দূর হয়ে যায়। অপরদিকে যে ব্যক্তি বড় অশ্লীলতায় লিপ্ত হয় না ঠিক; কিন্তু সর্বদা তার হৃদয়ে বিরাজ করে কোনো নারী কিংবা শ্মশ্রুবিহীন বালকের কামনা, এটা তার জন্য এতটাই ক্ষতিকারক যে, তা প্রথমোক্ত ব্যক্তির ক্ষতিকেও হার মানায়। এই প্রেমাসক্তদের মাতাল এবং উন্মাদদের সঙ্গে তুলনা করলেই তা আক্ষরিক অর্থে যথার্থ হয়। যেমন কবি বলেছেন,

سكران : سُكْرُ هَوًى وَسُكْرُ مُدَامَةٍ ..... وَمَتَى إِفَاقَةُ مَنْ بِهِ سكران؟

'নেশাগ্রস্ততা তো হলো প্রবৃত্তির নেশা ও মদের নেশা। যে নেশাগ্রস্ততায় আক্রান্ত, তার চেতনা কখন ফিরবে?'

আরেক কবি বলেন,

قَالُوا : جُنِنْتَ بِمَنْ تَهْوَى فَقُلْتُ لَهُمْ ... الْعِشْقُ أَعْظَمُ مِمَّا بِالْمَجَانِينِ

الْعِشْقُ لَا يَسْتَفِيقُ الدَّهْرَ صَاحِبُهُ ... وَإِنَّمَا يُصْرَعُ الْمَجْنُونُ فِي الْحِينِ

'মানুষ বলে, তুমি যাকে ভালোবাসো, তার প্রেমে দেখি পাগল হয়ে গেছ! আমি তাদের বলি, প্রেমই তো পাগলদের সবচেয়ে বড় পাগলামি। প্রেম যুগ-যুগান্তে তার আসক্তকে সুস্থ হতে দেয় না। আর পাগল তো একসময় ভূপাতিত হয়ই।'

www.QuranerAlo.net

আল্লাহ থেকে বিমুখতাই বান্দার পতনের কারণ

এই যে বিপদ বান্দার ওপর আপতিত হয়, এর অন্যতম মৌলিক কারণ হলো, অন্তর আল্লাহ থেকে বিমুখ হয়ে যাওয়া। কারণ, অন্তর যখন আল্লাহর ইবাদত এবং তার জন্য একনিষ্ঠতার স্বাদ আস্বাদন করে তখন তার কাছে এ থেকে অধিক সুস্বাদু, সুমিষ্ট এবং উত্তম কিছু আর থাকে না।

মানুষ কোনো প্রেমাস্পদকে তখনই ত্যাগ করে, যখন সে তার থেকে অধিক কামনাময়ী কোনো প্রেমিকার খোঁজ পায় কিংবা কারও থেকে কোনো অনিষ্টের আশঙ্কা করে।

সুতরাং নষ্ট ভালোবাসা থেকে অন্তর তখনই মুক্ত হবে, যখন বিশুদ্ধ ভালোবাসা তাতে স্থান করে নেবে কিংবা সে কোনো ক্ষতির আশঙ্কা করবে।

আল্লাহ তাআলা ইউসুফ ﷺ-এর ব্যাপারে বলেন :

كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ

> আমি তার থেকে অসৎকর্ম ও অশ্লীলতার অভিমুখ ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্যই এরূপ করেছিলাম। নিশ্চয়ই সে আমার মনোনীত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[১৮৭]

আল্লাহ তখনই তাঁর বান্দার থেকে রূপের প্রতি আগ্রহ এবং আসক্তি দূর করেন, অশ্লীলতা থেকে দূরে রাখেন, যখন সে আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ হয়।

এ জন্য কোনো বান্দার ওপর প্রবৃত্তির অনুসরণের ব্যাপারে নফস তখনই প্রবল হতে পারে, যখন সে আল্লাহর দাসত্ব এবং তার জন্য একনিষ্ঠতার স্বাদ আস্বাদন না করে। যখন সে একনিষ্ঠতার স্বাদ আস্বাদন করে নেয় এবং তা তার অন্তরে শেকড় গেঁড়ে নেয় তখন তার প্রবৃত্তি কোনো চিকিৎসা ছাড়াই পরাজয় বরণ করে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ

> নিশ্চয়ই নামাজ অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে। আর আল্লাহর যিকিরই তো সর্বাপেক্ষা বড় জিনিস।[১৮৮]

---

[১৮৭] সূরা ইউসুফ, ১২ : ২৪
[১৮৮] সূরা আনকাবুত, ২৯ : ৪৫

www.QuranerAlo.net

Contents

নামাজের মধ্যে রয়েছে অশ্লীল ও অন্যায় কাজ নামক অপছন্দনীয় জিনিসের প্রতিরোধ। আর তার মধ্যে রয়েছে আল্লাহর স্মরণ নামক আকাঙ্ক্ষিত জিনিসের অর্জন।

এই আকাঙ্ক্ষিত জিনিসের অর্জন ওই অপছন্দনীয় জিনিসের প্রতিরোধের চেয়ে বড় প্রাপ্তি। কারণ, আল্লাহর স্মরণ হলো এক ধরনের ইবাদত। আল্লাহর জন্য অন্তরের ইবাদত মৌলিকভাবে উদ্দেশ্য। আর অন্তর থেকে অনিষ্ট প্রতিরোধ হলো মূল উদ্দেশ্যের পাশাপাশি ভিন্ন কারণে অনুগামীরূপে উদ্দেশ্য।

মানুষের অন্তরকে সৃষ্টি করা হয়েছে এমনভাবে যে, তা সত্যকে ভালোবাসবে, সত্যকে চাবে এবং তা কামনা করবে। যখন তার অনিষ্টের ইচ্ছা দেখা দেয়, তখন স্বভাবগতভাবেই অন্তর সেটাকে প্রতিরোধ কামনা করে। কারণ, তা অন্তরকে নষ্ট করে ফেলে, যেভাবে উৎপন্ন আগাছা ফসল নষ্ট করে দেয়।

এ জন্য আল্লাহ তাআলা বলেন :

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۞ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

সফল সেই ব্যক্তি, যে অন্তরকে পরিশুদ্ধ করেছে। ব্যর্থ সেই ব্যক্তি, যে তাকে কলুষিত করেছে।[১৮৯]

তিনি আরও বলেন :

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۞ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى

সফল সেই ব্যক্তি, যে পরিশুদ্ধ হয়েছে, নিজ প্রতিপালকের নাম স্মরণ করেছে এবং নামাজ পড়েছে।[১৯০]

তিনি আরও বলেন :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ

আপনি মুমিন পুরুষদের বলেন, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি নত রাখে এবং লজ্জাস্থান হিফাযত করে। এটা তাদের জন্য উৎকৃষ্ট পন্থা।[১৯১]

তিনি আরও বলেন :

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا

[১৮৯] সূরা শামস, ৯১ : ১০-১১
[১৯০] সূরা আলা, ৮৭ : ১৪-১৫
[১৯১] সূরা নূর, ২৪ : ৩০

www.QuranerAlo.net

Contents

> তোমাদের ওপর যদি আল্লাহর অনুগ্রহ এবং দয়া না থাকত, তাহলে তিনি তোমাদের মধ্য থেকে কাউকে পরিশুদ্ধ করতেন না।[১৯২]

মহাপবিত্র স্রষ্টা আল্লাহ দৃষ্টি অবনত রাখা ও লজ্জাস্থান হেফাজত করাকে নফসের জন্য উৎকৃষ্ট পন্থা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, অশ্লীলতা বর্জন করা অন্তরের পবিত্রতার অংশ। অন্তরের পবিত্রতা শব্দটি সর্বপ্রকার অনিষ্ট বিলুপ্তির অর্থ ধারণ করে। যেমন : অশ্লীলতা, জুলুম, শিরক ও মিথ্যা প্রভৃতি।

নেতৃত্ব ও সম্পদের দাসত্ব

যারা পৃথিবীতে ক্ষমতা, নেতৃত্ব ও প্রাধান্য লাভের ইচ্ছা লালন করে, স্বাভাবিকভাবেই তাদের অন্তর ওই সব মানুষের প্রতি নম্র থাকে, যারা তাদের সহযোগিতা করে। বাহ্যদৃষ্টিতে যদিও তারা অসংখ্য মানুষের নেতা ও অনেকেই তাদের আনুগত; কিন্তু বাস্তবতার দিকে নজর দিলে দেখা যাবে, তারা তাদের সহযোগীদের প্রতি ঢের প্রত্যাশা লালন করে এবং তাদের নিয়ে ভয়ে থাকে। ফলে তারা তাদের জন্য সম্পদ ব্যয় করে, তাদের বিভিন্ন ক্ষমতা দিয়ে রাখে। তারা এই সমর্থক গোষ্ঠীর কৃত অপরাধ ক্ষমা করে দেয়, যাতে তারা তাদের আনুগত্য করে যায় এবং সহযোগিতা প্রদানের ধারা অব্যাহত রাখে। তো বাহ্যদৃষ্টিতে এই নেতৃত্ব-পূজারিরা যদিও তাদের নেতা ও মান্যবর, কিন্তু বাস্তবে তারা তাদের দাস ও অনুগত।

আরেকটু গভীরে গেলে মূল বিষয়টা ফুটে উঠবে। উপরিউক্ত উভয় গোষ্ঠীই মহান আল্লাহর বাস্তবিক দাসত্ব পরিহার করে একদল অপরদলের দাসত্বে লিপ্ত। যদি তাদের পারস্পরিক সমর্থন-সহযোগিতা অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে প্রাধান্য লাভের ভিত্তিতে হয়, তাহলে তারা উভয় গোষ্ঠীই অশ্লীলতা বা ডাকাতির ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। তারা একপক্ষ অপরপক্ষের গোলাম; কারণ, প্রবৃত্তি তাদের উভয়পক্ষকেই গোলাম ও দাসে পরিণত করেছে। আর উভয়ের সঙ্গে উভয়ের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকার কারণে একজন অপরজনের অদৃশ্য দাসত্বে লিপ্ত রয়েছে।

সম্পদ-অন্বেষীদের বিষয়ও এমনই। সম্পদ তাদের গোলাম বানিয়ে ফেলে, স্বাধীন মানুষকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে।

---

[১৯২] সূরা নুর, ২৪ : ২১

www.QuranerAlo.net

Contents

পার্থিব জিনিসগুলোর প্রকারভেদ

পার্থিব জিনিসগুলো দুই প্রকার :

ক. বান্দা যেসব জিনিসের দিকে মুখাপেক্ষী: প্রত্যেক বান্দা তার জীবন-সংশ্লিষ্ট কিছু জিনিস যেমন : খাদ্য, পানীয়, বাসস্থান ও স্ত্রী ইত্যাদির দিকে একান্ত মুখাপেক্ষী। বান্দা এ-জাতীয় বিষয়গুলো আল্লাহর কাছে কামনা করবে, এসব ব্যাপারে তার দিকেই আগ্রহী হবে। ফলে বান্দার কাছে সম্পদ থাকবে। সে নিজ প্রয়োজনে তা ব্যবহার করবে। সম্পদ হবে তার বাহনের মতো, যাতে সে আরোহণ করে; তার বিছানার মতো, যার ওপর সে বসে। তা হবে শৌচাগারের মতো, যাতে সে তার প্রয়োজন সারে; সে তার (সম্পদের) গোলাম হয়ে যায় না। ফলে সে দুর্বল চিত্তের অধিকারী হবে না যে,

إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ۞ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا

যখন কোনো কষ্ট তাকে স্পর্শ করে তখন সে অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়ে। আর যখন তার স্বাচ্ছন্দ্য আসে তখন হয়ে যায় অতি কৃপণ।[১৯৩]

খ. বান্দা যেসব জিনিসের দিকে মুখাপেক্ষী নয় এমন জিনিসের ক্ষেত্রে বান্দার জন্য শোভনীয় নয় যে, সে তার অন্তরকে এগুলোর সঙ্গে জুড়ে দেবে। যখন তার অন্তর এসব জিনিসের সঙ্গে জুড়ে যাবে তখন সে এগুলোর গোলামে পরিণত হবে। কখনো-বা সে গাইরুল্লাহর ওপর নির্ভরকারী হয়ে যাবে। ফলে তার মধ্যে আল্লাহর ইবাদতের হাকিকত কিংবা তার ওপর ভরসার হাকিকত আর অবশিষ্ট থাকবে না; বরং তাতে আশ্রয় নেবে গাইরুল্লাহর ইবাদত এবং গাইরুল্লাহর ভরসা। এই ব্যক্তিই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সেই বাণীর জন্য অধিক উপযুক্ত :

تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ، وَعَبْدُ الْقَطِيفَةِ، وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ

লাঞ্ছিত হোক দিনারের গোলাম, দিরহামের গোলাম, মখমলের গোলাম ও উত্তম পোশাকের গোলাম![১৯৪]

সে হলো এই সকল জিনিসের বান্দা। যখন এগুলো আল্লাহর কাছে কামনা করে আর আল্লাহ তাকে দিয়ে দেন, তখন সে সন্তুষ্ট থাকে। আর না দেওয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়ে যায়।

---

[১৯৩] সূরা মাআরিজ, ৭০ : ২০-২১
[১৯৪] *সহীহ বুখারি* : ৬৪৩৫

www.QuranerAlo.net

আল্লাহর বান্দা কারা?

আল্লাহর বান্দা তো সে, যাকে সন্তুষ্ট করে ওই জিনিস, যা সন্তুষ্ট করে আল্লাহকে; যাকে অসন্তুষ্ট করে ওই জিনিস, যা অসন্তুষ্ট করে আল্লাহকে। সে ভালোবাসে এমন কিছুই, যা ভালোবাসেন আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল। ঘৃণা করে এমন সব জিনিস, যা ঘৃণা করেন আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল। সে আল্লাহর বন্ধুদের সঙ্গে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করে, আল্লাহর শত্রুদের সঙ্গে শত্রুতা রাখে।

এটাই সেই গুণ, যা ঈমানকে পরিপূর্ণ করে। হাদীসে এসেছে,

مَنْ أَحَبَّ لِلَّـهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّـهِ وَمَنَعَ لِلَّـهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ

যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য ভালোবাসল, আল্লাহর জন্য শত্রুতা রাখল, আল্লাহর জন্য দান করল, আল্লাহর জন্য দান করা থেকে বিরত থাকল, সে ঈমান পূর্ণ করে ফেলেছে।[১৯৫]

তিনি আরও বলেন,

أَوْثَقُ عُرَى الْإِيمَانِ الْحُبُّ فِي اللهِ ؛ وَالْبُغْضُ فِي اللهِ

ঈমানের সবচেয়ে সুদৃঢ় হাতল হলো আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এবং আল্লাহর জন্য শত্রুতা রাখা।[১৯৬]

---

[১৯৫] *সুনানে আবি দাউদ* : ৪৬৮১

[১৯৬] *আল-মু'জামুল কাবির*, তাবারানি : ১০৩৫৭

www.QuranerAlo.net

নবিজি ﷺ থেকে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ : مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَنْ كَانَ يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَمَنْ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ

তিনটি গুণ যার মধ্যে থাকে, সে ঈমানের স্বাদ পায়—(১) যার কাছে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল অন্য সব কিছু থেকে প্রিয়; (২) যে একমাত্র আল্লাহরই জন্য কোন বান্দাকে মুহব্বত করে এবং (৩) আল্লাহ তাআলা কুফর থেকে মুক্তি দেওয়ার পর যে কুফর-এ ফিরে যাওয়াকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতোই অপছন্দ করে।[১৯৭]

তো এই ব্যক্তির পছন্দ-অপছন্দগুলো, তার মহান প্রতিপালকের পছন্দ-অপছন্দের অনুরূপ হয়। তার কাছে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ অন্য সবকিছু থেকে অধিক প্রিয়। সে সৃষ্টিকে ভালোবাসে আল্লাহর জন্য; অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয়। এটা আল্লাহর প্রতি তার ভালোবাসার পূর্ণতার অংশ। কারণ, প্রিয়জনের প্রিয় ব্যক্তির প্রতি ভালোবাসা প্রিয়জনের ভালোবাসার পূর্ণতার অংশ। তো যখন সে আল্লাহর নবি ﷺ এবং তার ওলিদের ভালোবাসবে; যেহেতু তারা তার প্রিয় সত্তা মহান আল্লাহ তাআলার হক যথাযথভাবে আদায় করেছেন; এর পেছনে অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকবে না তখন তো সে তাদের আল্লাহর জন্যই ভালোবাসল; অন্য কারও জন্য নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন :

فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ

তাহলে শিগ্‌গির আল্লাহ এমন সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করবেন, যাদের তিনি ভালোবাসবে এবং তারাও তাকে ভালোবাসবে। তারা মুমিনদের প্রতি কোমল এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে।[১৯৮]

এ জন্যই আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করো, আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন।[১৯৯]

---

[১৯৭] *সহীহ বুখারি* : ১৬, ২১, ৬০৪১, ৬৯৪১; *সহীহ মুসলিম* : ৪৩
[১৯৮] সূরা মায়িদা, ৫ : ৫৪
[১৯৯] সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৩১

www.QuranerAlo.net

রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন সব বিষয়েরই নির্দেশ দেন, যেগুলো আল্লাহ পছন্দ করেন। তিনি এমন সব বিষয়ের ব্যাপারেই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন, যেগুলো আল্লাহ অপছন্দ করেন। তিনি এমন কাজই করেন, যা আল্লাহ পছন্দ করেন। আর তিনি মানুষকে এমন সব সংবাদই দেন, আল্লাহ যেগুলোর সত্যায়ন ভালোবাসেন।

সুতরাং যে আল্লাহকে ভালোবাসবে, তার জন্য অপরিহার্য হলো, সে রাসূল ﷺ-কে অনুসরণ করবে। তিনি যা কিছু সংবাদ দিয়েছেন, সে ব্যাপারে তাকে সত্যায়ন করবে। তিনি যা কিছুর আদেশ দিয়েছেন, সেসব ব্যাপারে তার আনুগত্য করবে। তিনি যা কিছু করেছেন, সেসব ব্যাপারে তাকে আদর্শরূপে গ্রহণ করবে। যে এটা পালন করবে, সে এমন কাজই করল, যা আল্লাহ পছন্দ করেন। ফলে আল্লাহ তাকেও ভালোবাসবেন।

আল্লাহ তাঁর প্রতি ভালোবাসা লালনকারীদের জন্য দুটো নিদর্শন স্থির করে দিয়েছেন—রাসূল ﷺ-এর অনুসরণ এবং তার পথে জিহাদ।

জিহাদের তত্ত্বকথা[২০০]

জিহাদের তত্ত্বকথা হলো, আল্লাহ যা ভালোবাসেন—অর্থাৎ ঈমান ও নেক আমল—অর্জনের ব্যাপারে এবং আল্লাহ যা কিছু অপছন্দ করেন—অর্থাৎ কুফর, পাপাচার ও অবাধ্যতা—পরিহারের ক্ষেত্রে চেষ্টা-শ্রম ব্যয় করা। আল্লাহ তাআলা বলেন :

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ

> বলুন, তোমাদের কাছে তোমাদের বাবা, তোমাদের ছেলে, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের বংশ, তোমাদের সেই সম্পদ, যা তোমরা অর্জন করেছ, তোমাদের সেই ব্যবসা, তোমরা যার মন্দা পড়ার আশঙ্কা করো এবং বসবাসের সেই ঘর, যা তোমরা ভালোবাসো—যদি আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং তাঁর পথে জিহাদ করা অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয়, তাহলে অপেক্ষা করো যে পর্যন্ত না আল্লাহ নিজ ফায়সালা প্রকাশ করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অবাধ্যদের হিদায়াত

[২০০] এটা জিহাদের সংজ্ঞা বা শরয়ি পরিভাষা নয়; বরং এ হলো জিহাদের অন্তর্নিহিত মর্ম ও তত্ত্বকথা।

www.QuranerAlo.net

দান করেন না।[২০১]

যার কাছে নিজ পরিবার ও সম্পদ আল্লাহ, তাঁর রাসূল ﷺ এবং তাঁর পথে জিহাদ করা অপেক্ষা অধিক প্রিয় হবে—উপরিউক্ত আয়াতে আল্লাহ তাকে এই বিরাট হুঁশিয়ারি শুনিয়ে দিয়েছেন।

বরং সহীহ হাদীসে নবিজি ﷺ থেকে এ-ও বর্ণিত হয়েছে,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

ওই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার সন্তান, পিতা-মাতা এবং সকল মানুষ অপেক্ষা অধিক প্রিয় হব।[২০২]

আরেক সহীহ হাদীসে এসেছে, উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ বললেন,

لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي

হে আল্লাহর রাসূল, আপনি আমার কাছে সবকিছু থেকে বেশি প্রিয়—শুধু আমার নিজের থেকে নয়।

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

لَا يَا عُمَرُ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ

না, হে উমার। ততক্ষণ পর্যন্ত হবে না, যতক্ষণ না আমি তোমার কাছে তোমার নিজের থেকে অধিক প্রিয় হব।

একটু পর উমার ﷺ বললেন,

فَوَاللهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي

আল্লাহর কসম, নিশ্চয়ই আপনি আমার কাছে আমার নিজের থেকে অধিক প্রিয়।

---

[২০১] সূরা তাওবা, ৯ : ২৪। আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত বিষয়গুলো আল্লাহ তাআলার দান এবং নেয়ামত। এগুলো ততক্ষণ পর্যন্ত নেয়ামত থাকে, যতক্ষণ না এগুলো আল্লাহ তাআলার হুকুম পালনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যদি এগুলো আল্লাহ তাআলার হুকুম পালনে বাঁধা হয় তবে এসব জিনিসই মানুষের জন্য আজাবে পরিণত হয়।

[২০২] *সহীহ বুখারি* : ১৫; *সহীহ মুসলিম* : ৪৪

www.QuranerAlo.net

Contents

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

الْآنَ يَا عُمَرُ

উমার, এখন ঠিক আছে।

সুতরাং প্রেমাস্পদের সঙ্গে গভীর হৃদ্যতা স্থাপন ছাড়া ভালোবাসা পরিপূর্ণ হবে না। আর তার উপায় হলো, আল্লাহ যা কিছু পছন্দ করেন, তা পছন্দ করার ক্ষেত্রে এবং আল্লাহ যা কিছু অপছন্দ করেন, তা অপছন্দ করার ক্ষেত্রে তার অনুকূল হয়ে যাওয়া। আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন ঈমান এবং তাকওয়া আর তিনি অপছন্দ করেন কুফর, পাপাচার এবং অবাধ্যতা।

এটা তো বিদিত বিষয় যে, ভালোবাসা মানুষের অন্তরের ইচ্ছাশক্তিকে নাড়িয়ে দেয়। ভালোবাসা যখন অন্তরে সুদৃঢ়ভাবে গেঁথে যায় তখন অন্তর পছন্দনীয় জিনিস অর্জনের ব্যাপারে আকাঙ্ক্ষিত হয়ে পড়ে। ভালোবাসা যখন পরিপূর্ণ হয়ে যায় তখন পছন্দনীয় জিনিস অর্জনের ব্যাপারে অপরিহার্যভাবে মনোবাঞ্ছা সুদৃঢ় হয়ে যায়।

এরপর বান্দা যদি তা অর্জনে সক্ষম হয়, তাহলে সে তা অর্জন করে ফেলে। আর যদি সে অক্ষম হয় আর তার সাধ্যে যতটুকু আছে সে তা-ই করে নেয়, তাহলে এই বান্দার জন্য সেই কাজ সম্পন্নকারীর প্রতিদানই সাব্যস্ত হয়। যেমন নবি ﷺ বলেছেন,

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا

যে ব্যক্তি সৎ পথের দিকে ডাকবে, সে তার অনুসারীর সমান সওয়াব পাবে, অথচ অনুসরণকারীর সওয়াব কমানো হবে না। অপরদিকে যে ব্যক্তি ভ্রষ্টতার দিকে ডাকবে, সে তার অনুসারীর সমান পাপে জর্জরিত হবে, আর তার অনুসারীর পাপ মোটেও কমানো হবে না।[২০৩]

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাবুক যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে মদীনার নিকটবর্তী হলে বলেন,

إِنَّ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ

[২০৩] *সহীহ মুসলিম*: ২৬৭৪; *সুনানে আবি দাউদ*: ৪৬০৯; *সুনানুত তিরমিযি*: ২৬৭৪। সুতরাং কেউ যদি নিজে অপারগতার কারণে আল্লাহর পথে বের না হতে পারে, কিন্তু সে অন্যদের বের হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে, আর তার থেকে দাওয়াত ও অনুপ্রেরণা পেয়ে কেউ আল্লাহর পথে বের হয়, তাহলে তার আমলনামায় আল্লাহর পথের পথিকের সওয়াবই লেখা হবে।

www.QuranerAlo.net

Contents

وَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ قَالَ وَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ

মদীনাতে এমন সম্প্রদায় রয়েছে যে, তোমরা এমন কোন দূরপথ ভ্রমণ করোনি এবং এমন কোনো উপত্যকা অতিক্রম করোনি, যেখানে তারা তোমাদের সঙ্গে ছিল না। সাহাবাগণ ﷺ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, তারা তো মদীনাতে ছিল। তখন তিনি বললেন, তারা মদীনাতেই ছিল, তবে যথার্থ ওজর তাদের আটকে রেখেছিল।[২০৪]

জিহাদ মানে হলো পরম সত্য প্রতিপালকের আকাঙ্ক্ষিত জিনিস অর্জনের ক্ষেত্রে এবং তাঁর অপছন্দনীয় বিষয়াদি পরিহার করার ক্ষেত্রে সর্বাত্মক চেষ্টা-পরিশ্রম ব্যয় করা।

সাধ্য থাকা সত্ত্বেও বান্দার জিহাদ পরিহার করা আল্লাহ এবং রাসূল ﷺ-এর প্রতি ভালোবাসার দুর্বলতার নির্দেশ করে। আর এটা তো একটা বিদিত বিষয়—সাধারণত বন্ধুর পথ মাড়ানো ছাড়া আকাঙ্ক্ষিত জিনিস অর্জন করা সম্ভব হয় না। এটা সব ধরনের ভালোবাসার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য; চাই তা হোক বিশুদ্ধ ভালোবাসা কিংবা ন ভালোবাসা।

সম্পদ, নেতৃত্ব এবং রূপের প্রেমে আসক্তরা পার্থিব বাধা-বিপত্তি, দুর্গম গিরি অতি না করে নিজেদের উদ্দিষ্ট বিষয় অর্জন করতে পারে না। অথচ তাদের হতভাগ্য এতেই শেষ হয়ে যায় না; বরং এর পাশাপাশি ইহকাল ও পরকাল উভয় স্থানেই রয়েছে তাদের জন্য প্রভূত ক্ষতি।

সুতরাং আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ-এর প্রতি ভালোবাসা লালনকারীরা যদি ততটুকু ত্যাগ স্বীকার না করে, যতটুকু ত্যাগ স্বীকার করে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য গাইরুল্লাহর প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় ও সংকল্পের সঙ্গে ভালোবাসা লালনকারীরা, তবে এটা তো আল্লাহর প্রতি তাদের ভালোবাসার দুর্বলতার দিকে ইঙ্গিত করে—যখন ওই সকল ব্যক্তির অবলম্বিত পথই তাদের দৃষ্টিতে বিবেকের অনুসৃত পথ হয়ে থাকে।

এটা তো বিদিত বিষয় যে, মুমিনরা আল্লাহর প্রতি সর্বাধিক ভালোবাসা লালনকারী হয়ে থাকে। যেমন, তিনি বলেন :

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّـهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّـهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّـهِ

---

[২০৪] *সহীহ বুখারি* : ৪৪২৩; *সুনানে আবি দাউদ* : ২৫০৮ আনাস ﷺ থেকে; *সহীহ মুসলিম* : ১৯১১ জাবির ﷺ থেকে।

www.QuranerAlo.net

> মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে, যারা আল্লাহকে ছাড়া অন্যদেরকে এমনভাবে তাঁর সমকক্ষ মনে করে। তাদেরকে ভালোবাসে আল্লাহকে ভালোবাসার মতোই। আর যারা ঈমান এনেছে, তারা আল্লাহকেই সর্বাপেক্ষা বেশি ভালোবাসে।[২০৫]

হ্যাঁ, কখনো এমন হয় যে, প্রেমিক তার বিবেকের দুর্বলতা এবং কল্পনাশক্তির অশুদ্ধতার কারণে এমন পথ অবলম্বন করে বসে, যা তাকে গন্তব্যে পৌঁছাবে না। এ ধরনের পথ প্রশংসনীয় নয়, ভালোবাসা যদি যথাযোগ্য এবং প্রশংসিত হয়েও থাকে। তো তখন কেমন হবে, যখন ভালোবাসা গলদ হবে এবং পথও এমন হবে, যা লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না!

যেমন : কিছু উদ্ভ্রান্ত মানুষ ধন-সম্পদ, ক্ষমতা-নেতৃত্ব ও রূপ-লাবণ্যের ভালোবাসা অর্জনের লক্ষ্যে এমন সব পথের ভালোবাসায় ফেঁসে যায়, যা তাদের জন্য ক্ষতি অপরিহার্য করে, আবার কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যেও পৌঁছায় না। এখানে আমাদের উদ্দেশ্য ওসব পথ নয়; আমাদের উদ্দেশ্য হলো এমন সব পথ, কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য সুস্থ বিবেক যা অবলম্বন করে।

স্রষ্টার দাসত্বে ভালোবাসার গুরুত্ব

যখন এ বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে গেল, তখন নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসা যত বৃদ্ধি পাবে, বান্দার দাসত্বও তত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। একইভাবে অন্তরে আল্লাহর দাসত্ব যত বাড়বে, তাঁর প্রতি বান্দার ভালোবাসাও তত বাড়বে এবং সে আল্লাহকে অন্য সবকিছুর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দেবে। মানুষের অন্তর সৃষ্টিগতভাবে আল্লাহর দিকে মুখাপেক্ষী দুদিক থেকে :

- ইবাদত।
- সাহায্য প্রার্থনা এবং ভালোবাসা।

সুতরাং মহান প্রতিপালকের ইবাদত, ভালোবাসা এবং তার প্রতি অভিমুখিতা ছাড়া কোনো বান্দার অন্তর সংশোধিত হবে না, সফলতা লাভ করবে না, কোনোপ্রকার স্বাদ গ্রহণ করবে না, আনন্দিত হতে পারবে না, তৃপ্তি পাবে না, স্বস্তি লাভ করবে না এবং কিছুতেই প্রশান্ত হতে পারবে না।

---

[২০৫] সূরা বাকারাহ, ২ : ১৬৫

www.QuranerAlo.net

যেসব বিষয়ের দ্বারা সৃষ্টিজীব স্বাদ লাভ করে, এমন সবকিছুও যদি তার অর্জিত হয়ে যায়, তবুও অন্তর প্রশান্ত হয় না, স্বস্তি লাভ করে না। কারণ, অন্তরের মধ্যে রয়েছে নিজ প্রতিপালকের প্রতি সত্তাগত মুখাপেক্ষিতা; যেহেতু তিনিই তার পালনকর্তা, প্রেমাস্পদ এবং কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য। স্রষ্টাকে পেলেই কেবল তার অর্জিত হয় প্রফুল্লতা, আনন্দ, স্বাদ, নেয়ামত, স্বস্তি এবং প্রশান্তি।

অন্তরের এই প্রশান্তি আল্লাহর সাহায্য ছাড়া অর্জন সম্ভব নয়। কারণ, একমাত্র আল্লাহর কাছেই সর্বময় ক্ষমতা এবং তিনিই সবকিছুর পূর্ণ নিয়ন্ত্রক। তাই বান্দা তার লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য অবশ্যই আল্লাহর মুখাপেক্ষী। বান্দা সর্বদা 'আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি'—এর দিকে একান্ত মুখাপেক্ষী। কারণ, যদি তার সকল প্রীতিকর, চাহিদাসম্মত, আকর্ষণীয় ও ইচ্ছামাফিক বস্তু আহরণে তাকে সুযোগ ও সক্ষমতা দেওয়া হয়, কিন্তু আল্লাহর দাসত্বই তার সঞ্চিত হয়নি, তাহলে যেন দুঃখ-কষ্ট,পরিতাপ আর শাস্তি ছাড়া তার কোনোকিছুই অর্জিত হয়নি! অনেক কিছু পেয়েও আদতে সে যেন কিছুই পায়নি। বান্দা আল্লাহর জন্য ভালোবাসাকে একনিষ্ঠ করা ছাড়া কোনোভাবেই দুনিয়ার যাতনা এবং দুনিয়ায় জীবনযাপনের দুর্দশা থেকে মুক্তি পেতে পারে না। আর আল্লাহকে ভালোবাসার অর্থ হলো, আল্লাহই হবে তার কামনার চূড়ান্ত স্থল, তার স্বপ্ন ও প্রত্যাশার সর্বোচ্চ শিখর। সত্তাগতভাবে একমাত্র আল্লাহই এমন, বান্দা যার ভালোবাসায় নিজেকে পুরোপুরি উৎসর্গ করতে পারে। আল্লাহ ছাড়া যা কিছু আছে, বান্দা সেগুলোকে ভালোবাসলে ভালোবাসে শুধুই তার জন্য। মৌলিকভাবে তার ভালোবাসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্যই বরাদ্দ।

তাওহীদের কালিমার হাকিকত

বান্দা যতক্ষণ দাসত্বের এ স্তরে উপনীত হবে না, ততক্ষণ সে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র হাকিকতকেই বাস্তবায়ন করেনি। আল্লাহর জন্য তাত্ত্বিক তাওহীদ, দাসত্ব এবং ভালোবাসাকেও বাস্তবজীবনে প্রয়োগ করেনি। বান্দার ভেতর এ ব্যাপারে যতটুকু ত্রুটি থাকবে, তার ভেতর সে অনুপাতে তাওহীদ এবং ঈমানেরও ত্রুটি থেকে যাবে; বরং সে অনুপারে যাতনা, আক্ষেপ এবং আজাব বিদ্যমান থাকবে।

বান্দা যদি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, ভরসা ও তাঁর দিকে একান্তভাবে মুখাপেক্ষী হওয়া ব্যতীত দাসত্বের এই অভীষ্ট স্তর অর্জনের জন্য চেষ্টা করত, তাহলে কখনোই সে

www.QuranerAlo.net

দাসত্বের এই স্তরে উপনীত হতে পারত না। কারণ, আল্লাহ যা চান, তা-ই হয়। আল্লাহ যা চান না, তা হয় না। সুতরাং বান্দা আল্লাহর দিকে মুখাপেক্ষী। যেহেতু তিনিই ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, কামনা, বাসনা, ভালোবাসা এবং উপাসনার পাত্র। একমাত্র তিনিই এমন, যার কাছে কামনা করা হয়, সাহায্য প্রার্থনা করা হয় এবং যার ওপর সকলের ভরসা ও নির্ভরতা।

তিনিই তার ইলাহ। তিনি ছাড়া তার আর কোনো ইলাহ নেই। তিনিই তার পালনকর্তা। তিনি ছাড়া তার আর কোনো পালনকর্তা নেই। আর বান্দার জন্য আল্লাহর দাসত্ব—এ দুটো জিনিস ছাড়া পরিপূর্ণ হয় না। তাই সে যখন মৌলিকভাবে গাইরুল্লাহকে ভালোবাসে অথবা গাইরুল্লাহ তাকে সাহায্য করবে—এ ভেবে তার দিকে অভিমুখী হয়, তখন সে আল্লাহর বান্দা থাকে না। যে জিনিসের প্রতি তার ভালোবাসা ও প্রত্যাশা, সে তার ভালোবাসা এবং প্রত্যাশা অনুপাতে সেই জিনিসের গোলাম ও বান্দা হয়ে যায়।

আর যখন সে মৌলিকভাবে শুধু আল্লাহকেই ভালোবাসবে, অন্য কিছুকেও শুধু আল্লাহর জন্যই ভালোবাসবে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু প্রত্যাশা করবে না, এমনকি যখন সে কোনো উপায়-উপকরণ, উপলক্ষ বা কার্যকারণ অবলম্বন করবে, তখনো ভেতরে এই বিশ্বাস রাখবে যে আল্লাহই হলেন সেই সত্তা, যিনি এ সকল উপায়-উপকরণ, উপলক্ষ ও কার্যকারণকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই এগুলো নিয়ন্ত্রিত করেছেন এবং বশীভূত করেছেন; আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে, আল্লাহই তার পালনকর্তা, অধিকারী, সৃষ্টিকর্তা এবং নিয়ন্ত্রক; সবকিছু তার দিকেই মুখাপেক্ষী; তখন এই বিশ্বাস অনুপাতে আল্লাহর জন্য তার দাসত্ব পূর্ণতা লাভ করবে।

এ বিষয়ে মানুষের মধ্যে মর্যাদাগত বিস্তর তারতম্য রয়েছে। যার পরিসংখ্যান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ করতে পারবে না। সুতরাং সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক পরিপূর্ণ, সর্বোত্তম, সর্বোচ্চ মর্যাদাবিশিষ্ট, আল্লাহর সবচেয়ে নিকটবর্তী, সবচেয়ে শক্তিশালী, সবচেয়ে বেশি হিদায়াতপ্রাপ্ত হলো ওই ব্যক্তি, যে এ পন্থায় আল্লাহর দাসত্ব সবচেয়ে বেশি সম্পন্ন করেছে।

ইসলাম ধর্মের সারকথা

এটাই হলো ইসলাম ধর্মের সারকথা, আল্লাহ যা সহ তাঁর রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন এবং তাঁর কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেছেন। মূলকথা বান্দা আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণ

www.QuranerAlo.net

করবে; অন্য কারও সামনে নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি তাঁর সামনে এবং অন্য কারও সামনে আত্মসমর্পণকারী হবে, সে মুশরিক (বলে গন্য হবে)। আর যে তাঁর সামনে আত্মসমর্পণ করা থেকে বিরত থাকবে, সে অহংকারী (বলে গন্য হবে)।[২০৬]

সহীহ হাদীসে নবিজি ﷺ থেকে প্রমাণিত রয়েছে যে, যার অন্তরে দানা পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না[২০৭]; যেমনিভাবে যার অন্তরে দানা পরিমাণ ঈমান থাকবে, সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে না। হাদীসে নবিজি ﷺ অহংকারকে ঈমানের বিপরীত জিনিস হিসেবে দেখালেন। কারণ, অহংকার দাসত্বের হাকিকতের সঙ্গে মৌলিকভাবেই বিরোধপূর্ণ।

সহীহ হাদীসে নবিজি ﷺ থেকে আরও প্রমাণিত হয়েছে যে,

يَقُولُ اللهُ: الْعَظَمَةُ إِزَارِي وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا عَذَّبْتُهُ

'আল্লাহ বলেন, "মহত্ত্ব আমার ইজার।[২০৮] অহংকার আমার চাদর। যে এ দুটোর কোনোটি ধরে টানাহেঁচড়া করবে, আমি তাকে আজাব দেবো।"'[২০৯]

সুতরাং মহত্ত্ব এবং অহংকার আল্লাহর বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত। অহংকার মহত্ত্বের থেকে সুউচ্চ। এ জন্য সেটাকে চাদরের পর্যায়ভুক্ত গণ্য করেছেন। আর মহত্ত্বকে আখ্যায়িত করেছেন ইজারের সমপর্যায়ে।

এ জন্য নামাজ, আজান এবং ঈদের প্রতীক হলো আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা—'আল্লাহু আকবার' বলা। এ ছাড়াও এটাকে মুস্তাহাব করা হয়েছে—উঁচু জায়গা, যেমন : সাফা, মারওয়াতে, একইভাবে মানুষ যখন কোনো উঁচু জায়গায় ওঠে বা কোনো বাহনে আরোহণ করে তখনও। এর মাধ্যমে আগুন নির্বাপিত হয়, তা যতই ভয়াবহ হোক না কেন। আজানের সময় শয়তান পালিয়ে বেড়ায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

---

[২০৬] সুতরাং যারা ইসলাম ধর্মের পাশাপাশি অন্য কোনো ধর্ম, কুফরি তন্ত্রমন্ত্র কিংবা মানবরচিত আইনকানুনের সামনে আত্মসমর্পণ করে, তারা মুশরিক। আর যারা ইসলাম ধর্মের কোনো স্বীকৃত বিষয়কে অস্বীকার করে বা অপব্যাখ্যা করে, তারা কাফির।

[২০৭] *সহীহ মুসলিম* : ৯১, ১৯৯৯; *মুসনাদু আহমাদ* : ৩৯৪৭

[২০৮] 'ইজার' শব্দের শাব্দিক অর্থ লুঙ্গি। এখানে শাব্দিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়; প্রতীকী অর্থ উদ্দেশ্য।

[২০৯] *সহীহ মুসলিম* : ২৬২০; *সুনানু আবি দাউদ* : ৪০৯০

www.QuranerAlo.net

তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন, তোমরা আমাকে ডাকো। আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো। নিশ্চয় যারা অহংকারবশত আমার ইবাদত থেকে বিমুখ হয়, তারা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।[২১০]

যারা আল্লাহর ইবাদত থেকে অহংকারবশত বিমুখ হয়, তাদের প্রত্যেকেই অপরিহার্যভাবে অন্য কারও ইবাদত করে। কারণ, মানুষ অনুভূতিসম্পন্ন প্রাণী, যে তার ইচ্ছার মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

সহীহ হাদীসে রয়েছে, নবিজি ﷺ বলেছেন,

أَصْدَقُ الْأَسْمَاءِ حَارِثٌ وَهَمَّامٌ

'সবচেয়ে সত্য নাম হলো হারিস এবং হাম্মাম।'

কারণ, 'হারিস' বলা হয় তাকে, যে উপার্জন করে, কাজ করে। আর 'হাম্মাম' শব্দটি এসেছে 'হাম' থেকে। আর 'হাম' হলো ইচ্ছার প্রথম ধাপ। মানুষের মধ্যে সর্বদা ইচ্ছা থাকে। আর প্রত্যেক ইচ্ছার জন্য উদ্দিষ্ট কেউ থাকে, যার কাছে গিয়ে ইচ্ছা চূড়ান্ত হয়। সুতরাং প্রত্যেক বান্দার জন্য একজন উদ্দিষ্ট ও আকাঙ্ক্ষিত পাত্র দরকার, যিনি হবেন তার ভালোবাসা এবং ইচ্ছার চূড়ান্ত লক্ষ্যস্থল। সুতরাং আল্লাহ যার উপাস্য এবং ভালোবাসা ও ইচ্ছার চূড়ান্ত লক্ষ্যস্থল নন, বরং সে অহংকারবশত এ থেকে বিমুখ থাকে, তার জন্য আবশ্যিকভাবেই আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো উদ্দিষ্ট এবং আকাঙ্ক্ষিত পাত্র থাকবে, সে যার জন্য চূড়ান্ত অবনত হবে, আর সে হবে ওই প্রিয় জিনিসের দাস। তার প্রিয় জিনিসের মধ্যে অনেক কিছুই স্থান পেতে পারে। হতে পারে সম্পদ, কিংবা খ্যাতির মোহ অথবা রূপ-লাবণ্য। মানুষ আল্লাহকে বাদ দিয়ে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করে, এমন যেকোনো জিনিসই হতে পারে তার প্রিয় জিনিস এবং কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যস্থল।

বান্দা যখন গাইরুল্লাহর দাস হয় তখন সে মুশরিক হয়ে যায়। অহংকারবশত ইবাদত বিমুখ প্রতিটা ব্যক্তিই মুশরিক। সৃষ্টিজীবের মধ্যে ফিরআউন ছিল অহংকারবশত আল্লাহর ইবাদত থেকে সবচেয়ে বেশি বিমুখতা প্রদর্শনকারী ব্যক্তি, আর এ জন্য সে মুশরিক। আল্লাহ তাআলা বলেন :

{وَلَقَد أرسلنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وسلطان مُبين • إِلَى فِرْعَوْن وهامان وَقَارُون فَقَالُوا سَاحر كَذَّاب} إِلَى قَوْله: {وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عذت بربي وربكم من كل متكبر لَا يُؤْمن بِيَوْم الْحساب} إِلَى قَوْله: {كَذَلِك يطبع الله على كل قلب متكبر جَبَّار}

[২১০] সূরা গাফির, ৪০ : ৬০

www.QuranerAlo.net

আমি আমার আয়াত এবং সুস্পষ্ট প্রমাণসহ মূসাকে পাঠিয়েছি ফিরআউন, হামান এবং কারুনের কাছে। তখন তারা বলেছে, জাদুকর, চরম মিথ্যাবাদী। মূসা বললেন, আমি আমার প্রতিপালক এবং তোমাদের প্রতিপালকের কাছে প্রত্যেক এমন অহংকারীর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করেছি, যে বিচার দিবসের প্রতি ঈমান রাখে না। এভাবেই আল্লাহ প্রত্যেক অহংকারী উদ্ধত ব্যক্তির অন্তরে মোহর মেরে দেন।[২১১]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

وَقَارُون وَفِرْعَوْن وهامان وَلَقَد جَاءَهُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فاستكبروا فِي الأَرْض وَمَا كَانُوا سابقين

আমি কারুন, ফিরআউন ও হামানকে ধ্বংস করেছিলাম। মূসা তাদের কাছে উজ্জ্বল নিদর্শন নিয়ে এসেছিল; কিন্তু তারা দেশে বড়ত্ব প্রদর্শন করেছিল। তারা তো (আমার ওপর) অগ্রগামী ছিল না।[২১২]

তিনি আরও বলেন :

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ

বস্তুত ফিরআউন ভূমিতে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছিল এবং সে তার অধিবাসীদের পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত করেছিল। তাদের একটি শ্রেণিকে সে অত্যন্ত দুর্বল করে রেখেছিল, যাদের পুত্রদের সে জবাই করত ও তাদের নারীদের জীবিত ছেড়ে দিত। সুতরাং দেখো, যালিমদের পরিণতি কী ছিল।[২১৩]

তিনি আরও বলেন :

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ

তারা সীমালঙ্ঘন ও অহমিকাবশত তা সব অস্বীকার করল, যদিও তাদের অন্তর সেগুলো (সত্য বলে) বিশ্বাস করে নিয়েছিল। সুতরাং দেখো, ফ্যাসাদকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল।[২১৪]

---

[২১১] সূরা গাফির, ৪০ : ২৩-৩৫
[২১২] সূরা আনকাবুত, ২৯ : ৩৯
[২১৩] সূরা কাসাস, ২৮ : ৪-৪০
[২১৪] সূরা নামল, ২৭ : ১৪

www.QuranerAlo.net

কুরআনে এর অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। নিচের আয়াতে ফিরআউনের শিরকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে :

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ

ফিরআউনের কওমের নেতৃবর্গ বলল, আপনি কি মূসা ও তার সম্প্রদায়কে মুক্ত ছেড়ে দেবেন, যাতে তারা (অবাধে) পৃথিবীতে অশান্তি বিস্তার করতে এবং আপনাকে ও আপনার উপাস্যদের বর্জন করতে পারে?[২৬৫]

অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে, যে ব্যক্তি অহংকারবশত আল্লাহর ইবাদত থেকে যত বেশি বিমুখ হয়েছে, সে আল্লাহর সঙ্গে তত গুরুতর শিরক করেছে। কারণ, যখনই সে অহংকারবশত আল্লাহর ইবাদত থেকে বিমুখ হয়েছে তখনই অন্য কোনো কাম্য, উদ্দিষ্ট ও আকাঙ্ক্ষিত সত্তার দিকে তার মুখাপেক্ষিতা ও প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে সে নিজেকে যে জিনিসের দাস বানিয়ে নিয়েছে, তার সঙ্গেই অংশীদার সাব্যস্তকারী হয়ে গেছে।

অন্তর সমগ্র সৃষ্টিজীব থেকে তখনই অমুখাপেক্ষী হতে পারে, যখন আল্লাহই তার অভিভাবক হবে; যিনি ছাড়া সে অন্য কারও ইবাদত করে না। সাহায্য প্রার্থনাও একমাত্র তারই কাছে করে। ভরসাও একমাত্র তারই ওপর করে। সে খুশি হয় শুধু তারই কারণে, যা আল্লাহ ভালোবাসেন এবং পছন্দ করেন। সে অপছন্দ করে একমাত্র তা-ই, যা আল্লাহ অপছন্দ করেন এবং ঘৃণা করেন। সে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন শুধু তাদের সঙ্গে, আল্লাহ যাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন। সে শত্রুতা স্থাপন করে শুধু তাদের সঙ্গে, আল্লাহ যাদের সঙ্গে শত্রুতা রাখেন। সে ভালোবাসে শুধু আল্লাহর জন্য। সে কোনো জিনিসকে ঘৃণা করলে শুধু আল্লাহর জন্যই করে। সে দান করে শুধু আল্লাহর জন্য। সে দান করা থেকে বিরত থাকে একমাত্র আল্লাহর জন্য।

আল্লাহর জন্য তার দ্বীনকে একনিষ্ঠ করার মাত্রা যত বৃদ্ধি পাবে, দাসত্ব এবং সৃষ্টি থেকে তার অমুখাপেক্ষিতা তত বৃদ্ধি পাবে। আল্লাহর জন্য তার দাসত্বের পূর্ণতার মাধ্যমে অহংকার এবং শিরক থেকে তার সম্পর্কহীনতা পরিপক্ক হবে।

খ্রিষ্টানদের ওপর শিরক প্রবল। আর ইহুদিদের ওপর অহংকার প্রবল।

---

[২৬৫] সূরা আরাফ, ৭ : ১২৭

www.QuranerAlo.net

খ্রিষ্টানদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন :

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

তারা আল্লাহর পরিবর্তে নিজেদের ধর্মগুরু এবং বৈরাগীদের প্রভু বানিয়ে নিয়েছে এবং মাসিহ ইবনু মারইয়ামকেও। অথচ তাদের এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করার হুকুম দেওয়া হয়নি। তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তাদের অংশীদারসুলভ কথাবার্তা হতে তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র।[২১৬]

আর ইহুদিদের ব্যাপারে তিনি বলেন :

أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴿٨٧﴾ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّـهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

আর যখনই কোনো রাসূল তোমাদের কাছে এমন কোনো বিষয় নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, যা তোমাদের মনঃপূত নয় তখনই তোমরা দম্ভ দেখিয়েছ? তারপর কতক (নবি)-কে তোমরা মিথ্যাবাদী বলেছ এবং কতককে হত্যা করেছো। আর তারা বলে, আমাদের অন্তর আচ্ছাদিত হয়েছে। কখনো নয়; বরং তাদের কুফরির কারণে আল্লাহ তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন। এ কারণে তারা অল্পই ঈমান আনে।[২১৭]

তিনি আরও বলেন :

سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا

পৃথিবীতে যারা অন্যায়ভাবে অহংকার প্রকাশ করে তাদের আমি আমার নিদর্শনাবলি থেকে বিমুখ করে রাখব। তারা সব রকমের নিদর্শন দেখলেও তাতে ঈমান আনবে না। তারা যদি হিদায়াতের সরল পথ দেখতে পায় তবে তাকে নিজের পথ হিসেবে গ্রহণ করবে না, আর যদি গোমরাহির পথ দেখতে পায় তবে তাকে নিজের পথ বানাবে।[২১৮]

---

[২১৬] সূরা তাওবা, ৯ : ৩১
[২১৭] সূরা বাকারাহ, ২ : ৮৭-৮৮
[২১৮] সূরা আরাফ, ৭ : ১৪৬

www.QuranerAlo.net

অহংকার হলো শিরকের জন্য একটা অপরিহার্য বিষয়। আর শিরক হলো ইসলামের বিপরীত। এ ছাড়া এটি এমন গুনাহ, যা আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তিনি বলেন :

إِنَّ اللَّـهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّـهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সঙ্গে শিরক করাকে ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য পাপ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক করে, সে এক গুরুতর অপবাদ আরোপ করে।[২১৯]

إِنَّ اللَّـهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّـهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সঙ্গে শিরক করাকে ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য পাপ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক করে, সে এমন এক অপবাদ আরোপ করে, সে সঠিক পথ থেকে বহু দূরে সরে যায়।[২২০]

[২১৯] সূরা নিসা, ৪ : ৪৮
[২২০] সূরা নিসা, ৪ : ১১৬

www.QuranerAlo.net

ইসলামই সকল নবির দ্বীন

সকল নবি দ্বীন ইসলামসহকারে প্রেরিত হয়েছেন। ইসলামই একমাত্র দ্বীন, যা ছাড়া অন্য কোনো দ্বীনকে আল্লাহ কখনোই কবুল করবেন না—পূর্ববর্তীদের থেকেও না, পরবর্তীদের থেকেও না। নূহ ﷺ বলেছেন,

فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

> তথাপি যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে আমি তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাই না। আমার পারিশ্রমিক তো আল্লাহর দায়িত্বে। আর আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আমি যেন অনুগত লোকদের মধ্যে শামিল থাকি।[২২১]

ইবরাহীম ﷺ-এর ব্যাপারে আল্লাহ বলেন :

وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ۚ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٣٠﴾ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ ۖ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٣١﴾ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٢﴾

> যে ব্যক্তি নিজেকে নির্বোধ সাব্যস্ত করেছে, সে ছাড়া আর কে ইবরাহীমের আদর্শকে পরিহার করে? আর আমি তাকে এই পৃথিবীতে মনোনীত করেছিলাম, অবশ্যই

[২২১] সূরা ইউনুস, ১০ : ৭২

www.QuranerAlo.net

সে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যখন তার প্রতিপালক তাকে বললেন, তুমি আত্মসমর্পণ করো। তখন সে বলল, আমি বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সামনে আত্মসমর্পণ করলাম। আর এরই উপদেশ দিয়েছে ইবরাহীম তার সন্তাদেরকে এবং ইয়াকুবও; এই বলে যে, হে আমার পুত্রগণ, আল্লাহই তোমাদের জন্য এই দ্বীন মনোনীত করেছেন। সুতরাং তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ কোরো না।[২২২]

ইউসুফ ﷺ বলেছেন,

تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ

আপনি আমাকে মুসলিম অবস্থায় মৃত্যু দান করুন এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করুন।[২২৩]

মূসা ﷺ বলেছেন,

وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّـهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ - فَقَالُوا عَلَى اللَّـهِ تَوَكَّلْنَا

হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা সত্যিই আল্লাহর ওপর ঈমান এনে থাকলে কেবল তারই ওপর নির্ভর করো, যদি তোমরা অনুগত হয়ে থাকো। এ কথায় তারা বলল, আমরা আল্লাহরই ওপর নির্ভর করলাম।[২২৪]

তিনি আরও বলেন :

إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا

নিশ্চয়ই আমি তাওরাত নাযিল করেছিলাম। তাতে ছিল হিদায়াত ও নুর। সমস্ত নবি, যারা ছিলেন আল্লাহর অনুগত, ইহুদিদের বিষয়াবলিতে সেই অনুসারেই ফায়সালা দিত।[২২৫]

বিলকিস বলেছিল,

رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّـهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

---

[২২২] সূরা বাকারাহ, ২ : ১৩০-১৩২
[২২৩] সূরা ইউসুফ, ১২ : ১০১
[২২৪] সূরা ইউনুস, ১০ : ৮৪-৮৫
[২২৫] সূরা মায়িদা, ৫ : ৪৪

www.QuranerAlo.net

হে আমার প্রতিপালক, আমি নিজের ওপর অত্যাচার করেছি এবং আমি সুলায়মানের সাথে বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণ করেছি।[২২৬]

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ

(স্মরণ করো) যখন আমি হাওয়ারিদের আদেশ করলাম যে, তোমরা আমার প্রতি এবং আমার রাসূলের প্রতি ঈমান আনো। তখন তারা বলল, আমরা ঈমান আনলাম। আর আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা মুসলিম।[২২৭]

তিনি আরও বলেন :

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَام

নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় একমাত্র দ্বীন হলো ইসলাম।[২২৮]

তিনি আরও বলেন :

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ

যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দ্বীন অবলম্বন করতে চাবে, তার থেকে কিছুতেই তা গ্রহণ করা হবে না। আর আখিরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।[২২৯]

তিনি আরও বলেন :

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّـهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا

তবে কি তারা আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তে অন্য কোনো দ্বীনের সন্ধানে আছে? অথচ আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যত সৃষ্টি আছে, তারা সকলে আল্লাহরই সামনে মাথা নত করে রেখেছে (কতক তো) স্বেচ্ছায় আর (কতক) বাধ্য হয়ে।[২৩০]

---

[২২৬] সূরা নামল, ২৭ : ৪৪
[২২৭] সূরা মায়িদা, ৫ : ১১১
[২২৮] সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৯
[২২৯] সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৮৫
[২৩০] সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৮৩

www.QuranerAlo.net

আল্লাহ তাআলাই সবকিছুর স্রষ্টা

আল্লাহ তাআলা গোটা সৃষ্টিজীবের আত্মসমর্পণ করার কথা উল্লেখ করলেন। (কতক তো) স্বেচ্ছায় আর (কতক) বাধ্য হয়ে। কারণ, সকল সৃষ্টি আল্লাহর সামনে পরিপূর্ণ অনুগত; কেউ এটা মুখে স্বীকার করুক বা না করুক। সকলে তার অধীন এবং পরিচালিত। সুতরাং সকলে আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণকারী—স্বেচ্ছায় কিংবা বাধ্য হয়ে। সৃষ্টির জন্য তিনি যা ইচ্ছা করেন, নির্ধারণ করেন এবং ফায়সালা করেন তা থেকে বের হওয়ার সুযোগ নেই। তিনি ছাড়া কারও কোনো শক্তি এবং সামর্থ্য নেই। তিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক এবং অধিকর্তা। তিনি যেভাবে চান, সেভাবে সকলকে পরিচালিত করেন। তিনি সকলের সৃষ্টিকর্তা, উদ্ভাবক এবং আকৃতি দানকারী।

তিনি ছাড়া যা কিছু আছে, সবই তাঁর দাস, সৃষ্টি, ত্রুটিপূর্ণ, অভাবী, মুখাপেক্ষী, বাধ্যগত, বশীভূত। আর তিনি পবিত্র সত্তা, একক, পরাক্রমশালী, সৃষ্টিকর্তা, উদ্ভাবক, আকৃতি দানকারী।

তিনি যদিও সবকিছু উপকরণের মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন, তথাপি তিনিই উপকরণের সৃষ্টিকর্তা এবং নির্ধারক। সৃষ্টি যেমন তাঁর মুখাপেক্ষী, উপকরণও একইভাবে তাঁর মুখাপেক্ষী। সৃষ্টিজীবের মধ্যে কিছু করার স্বতন্ত্র ক্ষমতা নেই, কোনো ক্ষতি এড়ানোর নিজস্ব শক্তি নেই। বরং যত উপায়-উপকরণ আছে সবই অন্য আরেকটা উপায়-উপকরণের প্রতি মুখাপেক্ষী, যা তাকে সাহায্য করে। আর এমন উপায়-উপকরণের প্রতিও মুখাপেক্ষী যে তার সাথে দ্বান্দ্বিক ও বৈরি সব প্রতিদ্বন্দ্বীগুলোকে হটিয়ে দেবে।

একমাত্র তিনিই এমন পবিত্র সত্তা, যিনি সকল কিছু থেকে অমুখাপেক্ষী। তাঁকে সাহায্য করার মতো কোনো অংশীদার নেই, যে তাকে সাহায্য করবে। তার এমন কোনো বিরোধী শক্তি নেই, যে তাকে প্রতিরোধ করবে কিংবা তার সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ

www.QuranerAlo.net

আপনি বলুন, তোমরা আমাকে একটু বলো তো, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ডাকো, আল্লাহ আমার কোনো ক্ষতি করতে চাইলে তারা কি সেই ক্ষতিকে দূর করতে পারবে? অথবা আল্লাহ যদি আমার প্রতি কোনো অনুগ্রহ করতে চান, তবে কি তারা সেই অনুগ্রহকে ঠেকাতে পারবে? আপনি বলুন, আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট। ভরসাকারীদের তাঁরই ওপর ভরসা করা উচিত।[২৩১]

তিনি আরও বলেন :

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

আল্লাহ যদি তোমাকে কোনো কষ্ট দান করেন তবে তিনি ছাড়া তা মোচনকারী আর কেউ নেই। আর তিনি যদি তোমার কল্যাণ করেন তবে তিনি তো সব বিষয়ে শক্তিমান।[২৩২]

[২৩১] সূরা জুমার, ৩৯ : ৩৮
[২৩২] সূরা আনআম, ৬ : ১৭

www.QuranerAlo.net

মিল্লাতে ইবরাহীমের চেতনা

কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম ﷺ-এর বিবরণ তুলে ধরেন, তিনি তার সম্প্রদায়ের লোকদের বললেন :

يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ - إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ - وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللهِ وَقَدْ هَدَانِي وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا. إِلَى قَوْله تَعَالَى: الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ

> হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা যে শিরক করছো তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি সম্পূর্ণ একনিষ্ঠভাবে সেই সত্তার দিকে নিজের মুখ ফেরালাম, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং আমি শিরককারীদের অন্তর্ভুক্ত নই। আর (তারপর এই ঘটল যে,) তার সম্প্রদায় তার সঙ্গে বিতর্ক শুরু করে দিলো।[২৩৩]

---

[২৩৩] পূর্বাপর অবস্থা দ্বারা বোঝা যায়, ইবরাহীম ﷺ-এর সম্প্রদায়ের লোকেরা তার সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হয়ে দুটো কথা বলেছিল। ১. আমরা যুগ যুগ ধরে আমাদের বাপ-দাদাদের এসব প্রতিমা ও নক্ষত্রের পূজা করতে দেখেছি। তাদের সকলকে পথভ্রষ্ট মনে করার সাধ্য আমাদের নেই। ইবরাহীম ﷺ প্রথম বাক্যে এর উত্তর দিয়েছেন যে, ওই বাপ-দাদাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো ওহি আসেনি। অথচ আমার কাছে উপরিউক্ত যুক্তি-প্রমাণ ছাড়া আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ওহিও এসেছে। সুতরাং আল্লাহ প্রদত্ত হিদায়াতের পর শিরককে কীভাবে সঠিক বলে স্বীকার করে নিতে পারি! ২. তার সম্প্রদায়ের লোকেরা বোধ হয় এ-ও বলেছিল, তুমি যদি আমাদের প্রতিমাসমূহ ও নক্ষত্রদের ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করো তবে তারা তোমাকে ধ্বংস করে দেবে। এর উত্তরে তিনি বলেন, আমি এসব ভিত্তিহীন দেবতাদের ভয় করি না। বরং ভয় তো তোমাদেরই করা উচিত। কারণ, তোমরা এসব ভিত্তিহীন দেবতাদের আল্লাহর সঙ্গে শরিক করেছ। কারও ক্ষতিসাধন কেবল আল্লাহ তাআলাই করতে পারেন; অন্য কেউ নয়। যারা তার তাওহীদে বিশ্বাস করে, তিনি তাদের স্বস্তি ও নিরাপত্তা দান করেন।

www.QuranerAlo.net

Contents

তিনি বললেন, তোমরা কি আল্লাহর ব্যাপারে আমার সঙ্গে বিতর্ক করছ, অথচ তিনি আমাকে হিদায়াত দান করেছেন? (প্রকৃতপক্ষে) যারা ঈমান এনেছে এবং নিজেদের ঈমানের সঙ্গে তারা কোনো জুলুমের আভাসমাত্র লাগতে দেয়নি, নিরাপত্তা ও স্বস্তি তো কেবল তাদেরই অধিকার এবং তারাই সঠিক পথপ্রাপ্ত।[২৩৪]

ইমাম বুখারি এবং ইমাম মুসলিম ﵀-এর সহীহ গ্রন্থে সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﵁ থেকে বর্ণিত হয়েছে,

أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ لَمَّا نَزَلَتْ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّنَا لَمْ يَلْبِسْ إِيمَانَهُ بِظُلْمٍ فَقَالَ : إِنَّمَا هُوَ الشِّرْكُ أَلَمْ تَسْمَعُوا إِلَى قَوْلِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ : إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ.

যখন এ আয়াত নাযিল হলো, 'যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে জুলুমের দ্বারা কলুষিত করেনি' তখন তা মুসলিমদের পক্ষে কঠিন হয়ে গেল। তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি আছে, যে নিজের ওপর জুলুম করেনি? তখন নবি ﷺ বললেন, এখানে অর্থ তা নয়; বরং এখানে জুলুমের অর্থ হলো শিরক। তোমরা কি কুরআনে শোনোনি, লুকমান তার ছেলেকে নসিহত দেওয়ার সময় কী বলেছিলেন? তিনি বলেছিলেন, 'হে আমার বৎস, তুমি আল্লাহর সঙ্গে শিরক কোরো না। নিশ্চয়ই শিরক এক মহাজুলুম।[২৩৫]

ইবরাহীম খলিল ﵇ একনিষ্ঠ হানিফদের[২৩৬] নেতা। তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন এমন সময়ে, যখন পৃথিবী ছেয়ে গিয়েছিল মুশরিকদের ধর্মে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

স্মরণ করো ওই সময়ের কথা, যখন ইবরাহীম ﵇-কে তার প্রতিপালক কয়েকটি বিষয় দ্বারা পরীক্ষা করলেন এবং সে তা পূর্ণ করল। আল্লাহ (তাকে) বললেন, আমি তোমাকে সব মানুষের নেতা বানাব। সে বলল, আমার সন্তানদের মধ্য

---

[২৩৪] সূরা আনআম, ৬ : ৭৮-৮২

[২৩৫] সহীহ বুখারি : ৩৪২৯

[২৩৬] ইবরাহীম ﵇-এর বড় বৈশিষ্ট্য—তিনি ছিলেন 'হানিফ'। পবিত্র কুরআনে হানিফ শব্দটি বারো বার এসেছে। আট বার-ই এসেছে তাঁর নামের সাথে যুক্ত হয়ে। আমাদেরও 'হানিফ মুসলিম' হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 'হানিফ' শব্দের সরল অর্থ—খাঁটি বিশ্বাসী, একনিষ্ঠ, অসত্য ত্যাগ করে সত্য গ্রহণকারী, কুফর এবং শিরক থেকে মুক্ত থেকে দ্বীন ইসলাম গ্রহণকারী, সিরাতে মুসতাকিম তথা সরল পথের ওপর স্থির অটল এবং অবিচল।

www.QuranerAlo.net

Contents

থেকে? আল্লাহ বললেন, আমার এ প্রতিশ্রুতি জালিমদের জন্য প্রযোজ্য নয়।[২৩৭]

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা স্পষ্টভাবে বললেন, তাঁর নেতৃত্বের প্রতিশ্রুতি জালিমদের জন্য প্রযোজ্য নয়। আল্লাহ এ বিষয়টা মেনে নেননি যে, কোনো যালিম নেতা হবে। আর সবচেয়ে গুরুতর জুলুম হচ্ছে শিরক।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিলেন এক 'ইমাম' (আদর্শপুরুষ), যিনি ছিলেন একাগ্রচিত্তে আল্লাহর আনুগত্য অবলম্বনকারী। আর তিনি শিরককারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।[২৩৮]

'ইমাম' বলা হয় কল্যাণের এমন শিক্ষাদাতাকে, যার অনুসরণ করা হয়। যেমনিভাবে 'কুদওয়াহ' বলা হয় এমন সত্তাকে, যার আদর্শ অনুসরণীয়। আল্লাহ তাআলা তার বংশের মধ্যেই নাযিল করেছেন নবুওয়াত এবং কিতাব।[২৩৯] তার পরবর্তী নবিরাও তার মিল্লাত[২৪০] সহকারেই প্রেরিত হয়েছে।

আল্লাহ বলেন :

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

---

[২৩৭] সূরা বাকারাহ, ২ : ১২৪

[২৩৮] সূরা নাহল, ১৬ : ১২০

[২৩৯] ইবরাহীম ﷺ-এর পরে সকল নবি তাঁর বংশ থেকেই এসেছেন। আল্লাহ ﷻ সূরা আনআম (আয়াত : ৮৪), সূরা আনকাবুত (আয়াত : ২৭) এবং আরও একাধিক আয়াতে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। ইবরাহীম ﷺ-এর ছেলে ইসহাক ﷺ। তাঁর ছেলে ইয়াকুব ﷺ, কুরআনের ভাষায় যিনি 'আসবাতে'র পিতা। তাঁদের থেকেই এসেছে বনি ইসরাঈলের সকল নবি। সর্বশেষ ঈসা ﷺ-এর মাধ্যমে যে ধারার সমাপ্তি ঘটেছে। এরপর মুহাম্মাদে আরাবি ﷺ এসেছেন ইবরাহীম ﷺ-এর আরেক সন্তান ইসমাইল ﷺ-এর বংশ থেকে। আর তাঁর মাধ্যমেই নবুয়তের চিরপরিসমাপ্তি ঘটেছে। সুতরাং ইবরাহীম ﷺ জাতিরও পিতা, তাঁর পরবর্তী নবিগণেরও পিতা।

[২৪০] মিল্লাতে ইবরাহীমের মূল বৈশিষ্ট্য দুটি :

১. সকল ইবাদত একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য একনিষ্ঠভাবে সম্পন্ন করা।

২. শিরক এবং মুশরিকদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা, প্রকাশ্যে শত্রুতার ঘোষণা দেওয়া এবং দৃপ্তকণ্ঠে তাগুতকে অস্বীকার করা।

মিল্লাতে ইবরাহীম তাওহীদে কাওলি এবং তাওহীদে আমলি (অর্থাৎ মৌখিক এবং প্রায়োগিক তাওহীদ)-এর সমন্বিত রূপ। সূরা ইখলাস মৌখিক তাওহীদের শিক্ষা দেয় আর সূরা কাফিরুন আমলি তাওহীদের দীক্ষা দেয়। এ ছাড়াও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনীর দিকে দৃষ্টিপাত করলেই মিল্লাতে ইবরাহীমের বৈশিষ্ট্যগুলো স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।

এ জন্যই শাইখ আব্দুল লাতিফ *আদদুরারুস সানিয়্যাহ* গ্রন্থে বলেছেন, 'এটা ভাবাই যায় না যে, কোনো ব্যক্তি তাওহীদ জানবে এবং তার ওপর আমল করবে অথচ সে মুশরিকদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করবে না। যে তাদের সঙ্গে শত্রুতা রাখবে না, তার ব্যাপারে বলাই হবে না যে, সে তাওহীদ জেনেছে এবং তার ওপর আমল করেছে।'

www.QuranerAlo.net

Contents

তারপর আমি ওহির মাধ্যমে তোমার প্রতি এই হুকুম নাযিল করেছি যে, তুমি ইবরাহীমের মিল্লাত অনুসরণ করো, যে নিজেকে আল্লাহরই অভিমুখী রেখেছিল এবং সে শিরককারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।[২৪১]

তিনি আরও বলেন :

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ

ইবরাহীমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সর্বাপেক্ষা বেশি হকদার তারা, যারা তাঁর অনুসরণ করেছে এবং এই নবি আর সেই সকল লোক, যারা ঈমান এনেছে। আর আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক।[২৪২]

তিনি আরও বলেন :

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

ইবরাহীম ইহুদি ছিলেন না, খ্রিষ্টানও ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন একনিষ্ঠ মুসলিম। আর তিনি শিরককারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।[২৪৩]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ - قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ - إِلَى قَوْلِهِ - وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

তারা বলে, তোমরা ইহুদি হয়ে যাও কিংবা খ্রিষ্টান হয়ে যাও, সৎপথপ্রাপ্ত হবে। আপনি বলুন, বরং তোমরা ইবরাহীমের মিল্লাত অনুসরণ করো, যিনি একনিষ্ঠ ছিলেন। আর তিনি শিরককারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। তোমরা বলো, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং ওই কিতাবের প্রতি, যা আমাদের ওপর নাযিল করা হয়েছে, আর যা নাযিল করা হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং আসবাতের প্রতি। আর আমরা তাঁর প্রতি আত্মসমর্পণকারী।[২৪৪]

---

[২৪১] সূরা নাহল, ১৬ : ১২৬
[২৪২] সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৬৮
[২৪৩] সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৬৭
[২৪৪] সূরা বাকারাহ, ২ : ১৩৫-১৩৬

www.QuranerAlo.net

সহীহ হাদীসে নবি ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন,

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ

সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি হলেন ইবরাহীম ﷺ।[২৪৫]

সুতরাং তিনি নবি ﷺ-এর পর সর্বোত্তম ব্যক্তি। আর তিনি আল্লাহ তাআলার বিশেষ বন্ধু।

সহীহ হাদীসে একাধিক সূত্রে নবি ﷺ থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন,

إِنَّ اللهَ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا

নিশ্চয় আল্লাহ আমাকে বিশেষ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন, যেমনিভাবে তিনি ইবরাহীম ﷺ-কে বিশেষ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।[২৪৬]

তিনি এ-ও বলেছেন,

لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا وَلَكِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللهِ

পৃথিবীবাসীর মধ্যে আমি যদি কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম, তাহলে অবশ্যই আমি আবূ বাকরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানাতাম। তবে সে আমার ভাই এবং সঙ্গী। আর তোমাদের এই সঙ্গীকে (অর্থাৎ তিনি নিজে) তো আল্লাহ বিশেষ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন।[২৪৭]

তিনি আরও বলেন,

لَا يَبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ خَوْخَةٌ إِلَّا سُدَّتْ إِلَّا خَوْخَةَ أَبِي بَكْرٍ

মসজিদের ভেতর যত দরজা রয়েছে, সবগুলো যেন বন্ধ করে দেওয়া হয়; তবে আবূ বাকরের দরজা ব্যতীত।[২৪৮]

---

[২৪৫] *সহীহ মুসলিম* : ২৩২৯; *সুনানু আবি দাউদ* : ৪৬৭২; *সুনানুত তিরমিযি* : ৩৩৫২
[২৪৬] *সহীহ মুসলিম* : ৫৩২
[২৪৭] *সহীহ বুখারি* : ৩৬৫৬; *সহীহ মুসলিম* : ২৩৮৩; *সুনানুত তিরমিযি* : ৩৬৬১
[২৪৮] *সহীহ বুখারি* : ৩৯০৪

www.QuranerAlo.net

Contents

তিনি এ-ও বলেন,

إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ

> তোমাদের পূর্বে যারা ছিল, তারা কবরগুলোকে সিজদার স্থল বানিয়ে ফেলেছিল। জেনে রাখো, তোমরা কবরকে সিজদার স্থল বানিয়ো না। কারণ, আমি তোমাদের এ ব্যাপারে নিষেধ করছি।[২৪৯]

এ সবগুলোই সহীহ হাদীসে রয়েছে।

তাতে আরও রয়েছে, এ কথা তিনি তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে বলেছেন।[২৫০] এটা তাঁর রিসালাতের পূর্ণতার অংশ। কারণ, এর মধ্য দিয়ে আল্লাহর সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে, যার মূলভিত্তি হলো বান্দার জন্য আল্লাহর ভালোবাসা এবং আল্লাহর জন্য বান্দার ভালোবাসা। তবে এ বিষয়ে জাহমিয়া গোষ্ঠী ভিন্নমত পোষণ করেছে।[২৫১]

এর মধ্য দিয়ে আরও প্রকাশ পেয়েছে যে, আল্লাহ এক, মানুষের জন্য তিনি ছাড়া আর কারও ইবাদত করার সুযোগ নেই এবং এতে রয়েছে মুশরিকদের সাদৃশ্যের খণ্ডন।

এতে রাফেজিদেরও খণ্ডন রয়েছে, যারা আবূ বাকর সিদ্দিক ﵁-কে তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। তারা কিবলামুখীদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর শিরককারী, যারা আলি ﵁ এবং অন্য আরও কিছু মানুষকে আল্লাহর সাথে শরিক করে।

সাধারণ ভালোবাসা এবং বিশেষ ভালোবাসা

আল্লাহ তাআলা খলিল হওয়ার অর্থ হলো, তাঁর প্রতি বান্দার পরিপূর্ণ ভালোবাসা থাকা, যা তাঁর পরিপূর্ণ দাসত্বকে অপরিহার্য করে। আর বান্দা আল্লাহ তাআলার খলিল হওয়ার অর্থ হলো, সেসব বান্দার প্রতি তাঁর পরিপূর্ণ তত্ত্বাবধান থাকা, যারা তাঁকে ভালোবাসে এবং যাদের তিনি ভালোবাসেন।

---

[২৪৯] সহীহ মুসলিম : ৫৩২

[২৫০] হাদীসের শব্দ : 'তিনি তার মৃত্যুর পাঁচ দিন পূর্বে বলেছেন।'

[২৫১] বিস্তারিত জানতে পড়ুন, *আররাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ* লেখক : ইমাম উসমান ইবনু সাইদ দারিমি ﵀।

www.QuranerAlo.net

দাসত্ব শব্দটা পরিপূর্ণ আনুগত্য এবং পরিপূর্ণ ভালোবাসার অর্থ ধারণ করে। কারণ, আরবরা قلب متيم শব্দটা তখন বলে, যখন অন্তর হয় প্রেমাস্পদের জন্য একান্ত বাধ্যগত। এ গুণটি পরিপূর্ণভাবে অর্জিত হয়েছিল ইবরাহীম ﷺ এবং মুহাম্মাদ ﷺ-এর। এ জন্যই পৃথিবীবাসীর মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোনো খলিল (অন্তরঙ্গ বন্ধু) ছিলেন না। কারণ, খলিল হওয়ার বিশেষণ অংশীদারত্বকে গ্রহণ করে না। যেমন বলা হয়েছে,

قَدْ تَخَلَّلْتَ مَسْلَكَ الرُّوحِ مِنِّي ... وَبِذَا سُمِّيَ الْخَلِيلُ خَلِيلًا

'তুমি একান্ত হয়েছ আমার সাথে আমার প্রাণের মতো।
খলিল নামটি হয়েছিল এই ভালোবাসার কারণেই তো।'

সাধারণ ভালোবাসার বিষয়টি ভিন্ন। সহীহ হাদীসে এসেছে, নবি ﷺ হাসান এবং উসামা ﷺ-এর ব্যাপারে বলেছেন,

اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُمَا

হে আল্লাহ, নিশ্চয় আমি তাদের দুজনকে ভালোবাসি। সুতরাং আপনি তাদের ভালোবাসুন। এবং যারা তাদের ভালোবাসবে, তাদেরও ভালোবাসুন।[২৫২]

আমর ইবনুল আস ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনার কাছে সবচেয়ে প্রিয় কে? তিনি বলেছিলেন, আয়িশা। এরপর সাহাবি বললেন, পুরুষদের মধ্য থেকে? তিনি বললেন, তাঁর বাবা।[২৫৩]

আলি ﷺ-এর ব্যাপারে বলেছিলেন,

لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ

আগামীকাল আমি ঝান্ডা এমন ব্যক্তির হাতে তোলে দেবো, যে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে আর আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলও যাকে ভালোবাসে।[২৫৪]

এ ধরনের অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে।

---

[২৫২] *সহীহ বুখারি* : ৩৭৩৫, ৩৭৪৭
[২৫৩] *সহীহ বুখারি* : ৩৬৬২; *সহীহ মুসলিম* : ২৩৮৪
[২৫৪] *সহীহ বুখারি* : ৩০০৯, ৩৭০১, ৪২১০, ২৪০৬

www.QuranerAlo.net

আল্লাহ তাআলা এ-ও জানিয়ে দিয়েছেন যে,

يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

তিনি মুত্তাকিদের ভালোবাসেন।[২৫৫]

يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

তিনি সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।[২৫৬]

يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

তিনি ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন।[২৫৭]

يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

তিনি অধিক তাওবাকারীদের ভালোবাসেন এবং অধিক পাক-পবিত্রদের ভালোবাসেন।[২৫৮]

يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ

নিশ্চয় আল্লাহ ভালোবাসেন তাদের, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে; যেন তারা সিসাঢালা প্রাচীর।[২৫৯]

فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ

তাহলে তিনি শিগ্‌গির এমন সম্প্রদায়কে নিয়ে আসবেন, যাদের তিনি ভালোবাসবেন এবং যারা তাকে ভালোবাসবে।[২৬০]

তিনি তাঁর ও মুমিন বান্দাদের ভালোবাসার বর্ণনা দিলেন। এমনকি তিনি এ-ও বলেন :

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

আর যারা ঈমান এনেছে, তারা আল্লাহকে সর্বাপেক্ষা ভালোবাসে।[২৬১]

---

[২৫৫] সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৭৬
[২৫৬] সূরা বাকারাহ, ২ : ১৯৫
[২৫৭] সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ৯
[২৫৮] সূরা বাকারাহ, ২ : ২২২
[২৫৯] সূরা সফ, ৬১ : ৪
[২৬০] সূরা মায়িদা, ৫ : ৫৪
[২৬১] সূরা বাকারাহ, ২ : ১৬৫

www.QuranerAlo.net

তো 'আল-হুব্বু' বা বা 'মহব্বত' (ভালোবাসা) হলো সাধারণ স্তর। আর 'খুল্লাত' (অন্তরঙ্গ ভালোবাসা) হলো ভালোবাসার বিশেষ স্তর। কিছু মানুষ বলে, মুহাম্মাদ ﷺ হলেন আল্লাহর 'হাবিব'। আর ইবরাহীম ﷺ হলেন আল্লাহর 'খলিল'। আর তাদের ধারণা, 'মহব্বত'র স্তর 'খুল্লাত'র চাইতে ঊর্ধ্বে। এটা একটা দুর্বল মত। কারণ, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর খলিলও, যেমনটা অসংখ্য সহীহ হাদীসে বিবৃত হয়েছে।

এক বর্ণনায় এসেছে, আব্বাস ﷺ হাশরের মাঠে একজন খলিল এবং একজন হাবিবের মধ্যে উপস্থিত হবে। এ ছাড়াও এ-জাতীয় আরও কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়, যেগুলো জাল হাদীস। সেগুলোর ওপর নির্ভর করার সুযোগ নেই।

আমরা পূর্বে বলে এসেছি, আল্লাহকে ভালোবাসার অর্থই হলো, তাঁর সত্তাকে ভালোবাসা এবং তিনি যা কিছুকে ভালোবাসেন সেগুলোকে ভালোবাসা। যেমন : ইমাম বুখারি ﷺ এবং ইমাম মুসলিম ﷺ প্রণীত সহীহ গ্রন্থদ্বয়ে নবি ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে,

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ : مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَنْ كَانَ يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَمَنْ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ

> তিনটি গুণ যার মধ্যে থাকে, সে ঈমানের স্বাদ পায়—(১) যার কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অন্য সব কিছু থেকে প্রিয়; (২) যে একমাত্র আল্লাহরই জন্য কোনো বান্দাকে ভালোবাসে এবং (৩) আল্লাহ্ তাআলা কুফর থেকে মুক্তি দেওয়ার পর যে কুফর-এ ফিরে যাওয়াকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতোই অপছন্দ করে।[২৬২]

নবি ﷺ জানিয়ে দিলেন, যার মধ্যে এই তিনটি গুণ থাকবে, সে ঈমানের মিষ্টতা পাবে। কারণ, কোনো জিনিসের মিষ্টতা অনুভব করা সেটাকে ভালোবাসার পরবর্তী ধাপ। সুতরাং যে কোনো জিনিসকে ভালোবাসবে অথবা কামনা করবে, এরপর যখন তার কাঙ্ক্ষিত জিনিস অর্জিত হয়ে যাবে তখন সে এর মাধ্যমে মিষ্টতা, স্বাদ এবং আনন্দ পাবে। কাঙ্ক্ষিত বা পছন্দনীয় জিনিস লাভের পরই স্বাদ অর্জিত হয়।

কিছুসংখ্যক দার্শনিক বা চিকিৎসাবিজ্ঞানীর বক্তব্য হলো, রুচিসম্মত জিনিস লাভ করার নামই স্বাদ। কিন্তু এটা স্পষ্ট ভুল কথা। কারণ, কোনো জিনিস লাভ করা ভালোবাসা

---

[২৬২] *সহীহ বুখারি* : ১৬, ২১, ৬০৪১, ৬৯৪১; *সহীহ মুসলিম* : ৪৩

www.QuranerAlo.net

এবং স্বাদ অর্জন করার মাঝামাঝি একটি স্তর। উদাহরণস্বরূপ : মানুষ কোনো খাবারের প্রতি আগ্রহ অনুভব করে। যখন সে তা খেয়ে নেয়, পরক্ষণেই তার স্বাদ অর্জিত হয়। সুতরাং স্বাদ অনুভব করা হলো কোনো জিনিসের দিকে তাকানোর ফলাফল। যখন সে তাকাবে তখন স্বাদ পাবে। সুতরাং স্বাদ তাকানোর পরে আসবে। তাকানোকেই স্বাদ বলা হবে না। কোনো জিনিস দেখার নামই স্বাদ নেওয়া নয়; বরং দেখার পর স্বাদ আসে। আল্লাহ বলেন :

وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ

সেখানে মন যা চায় আর চোখ যাতে তৃপ্ত হয়, তার সবই থাকবে।[২৬৩]

অন্তরে যত স্বাদ এবং ব্যথা অনুভূত হয়, দুঃখ কিংবা আনন্দের ফাগুন ধারা বয়, সবকিছুর ব্যাপারে একই কথা। এর সবই পছন্দনীয় জিনিস অর্জনের মাধ্যমে কিংবা অপছন্দনীয় জিনিসের স্পর্শের মাধ্যমেই অর্জিত হয়। অনুভবকে আনন্দ বা বেদনা বলা হয় না।

সুতরাং ঈমানের মিষ্টতা আসবে তার স্বাদ লাভ করার মাধ্যমে। আর মুমিন ব্যক্তি যখন ঈমানের মিষ্টতা অনুভব করবে, তখন তার অন্তরে আনন্দের ফাগুন ধারা বয়ে যাবে। ঈমানের স্বাদ তখনই আসবে, যখন বান্দা আল্লাহকে পরিপূর্ণরূপে ভালোবাসবে।

আল্লাহর ভালোবাসা : কল্পনা বনাম বাস্তবতা

ঈমানের মিষ্টতা অর্জিত হবে তিনটি জিনিসের মাধ্যমে :

ক. আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ ভালোবাসা।

খ. ভালোবাসার শাখা-প্রশাখা বিস্তৃতি।

গ. ভালোবাসার পথে প্রতিবন্ধকতা প্রতিরোধ।

আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ ভালোবাসার অর্থ হলো, বান্দার কাছে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ সকল কিছু থেকে অধিক প্রিয় হওয়া। কারণ, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ-এর ক্ষেত্রে শুধু গতানুগতিক ভালোবাসা থাকাই যথেষ্ট নয়। বরং এ ক্ষেত্রে আল্লাহ এবং

---

[২৬৩] সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৭১

www.QuranerAlo.net

তাঁর রাসূল ﷺ বান্দার কাছে সব কিছু থেকে অধিক প্রিয় হতে হবে; যেমনটা ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে।

ভালোবাসার শাখা-প্রশাখা বিস্তৃতির অর্থ হলো, কোনো মানুষকে একমাত্র আল্লাহর জন্যই জন্য ভালোবাসা।

আর ভালোবাসার পথে প্রতিবন্ধকতা প্রতিরোধ করার অর্থ হলো, বান্দার ঈমানের বিপরীত জিনিসকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেয়েও অধিক অপছন্দ করা।

সুতরাং রাসূল ও মুমিনদের ভালোবাসা আল্লাহকে ভালোবাসার অংশ। রাসূল ﷺ নিজেও সে সকল মুমিনকে ভালোবাসতেন, স্বয়ং আল্লাহ যাদের ভালোবাসতেন। কারণ, মানুষের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহকে পরিপূর্ণতার সঙ্গে ভালোবাসতেন। তিনিই এর অধিক হকদার যে, আল্লাহ যা কিছু ভালোবাসেন, তিনিও সেগুলোকে ভালোবাসবেন এবং আল্লাহ যা কিছুকে ঘৃণা করেন, তিনিও সেগুলোকে ঘৃণা করবেন।

এটা হলো সাধারণ ভালোবাসা ('মহব্বত')। পক্ষান্তরে বিশেষ ভালোবাসা ('খুল্লাত') হলো ভালোবাসার এমন স্তর, যাতে অন্য কারও জন্য কোনো হিস্যা নেই। বরং তিনি বলেছেন,

لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا

> পৃথিবীবাসীর মধ্যে আমি যদি কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম, তাহলে অবশ্যই আবূ বাকরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানাতাম।[২৬৪]

এর দ্বারা 'মহব্বত' এর ওপর 'খুল্লাত' এর মর্যাদা জানা গেল। সারকথা, আল্লাহর জন্য খুল্লাত এবং মহব্বতের অর্থ হলো তার দাসত্বকে বাস্তবায়ন করা।

এ ব্যাপারটিতে সেসব মানুষ ভুল করে, যারা আল্লাহ তাআলার দাসত্ব মানে নিরেট বাধ্যতা এবং আনুগত্য মনে করে; এর সঙ্গে ভালোবাসার কোনো সংযোগ নেই। অথবা ভালোবাসার অর্থই হলো প্রবৃত্তির সম্প্রসারণ ঘটা কিংবা সাহসিকতাপূর্ণ আচরণ করা, যা রবের রুবুবিয়্যাতের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। এ জন্য জুন্নুন ﷺ-এর ব্যাপারে বর্ণিত রয়েছে, কিছু মানুষ তার সামনে ভালোবাসা নিয়ে আলোচনা শুরু করল। তখন তিনি বললেন, 'তোমরা এ বিষয়ক আলোচনা থেকে বিরত হও। সাধারণ মানুষ এটা শুনলে ভালোবাসার দাবি করা শুরু করে দেবে।'

---

[২৬৪] *সহীহ বুখারি*: ৩৬৫৬; *সহীহ মুসলিম*: ২৩৮৩; *সুনানুত তিরমিযি*: ৩৬৬১

www.QuranerAlo.net

Contents

ইলম এবং মারিফাতের কিছু বিদ্বান এমন মানুষের সাথে ওঠাবসা করা মাকরুহ বলেছেন, যারা শুধু আল্লাহর ভালোবাসা নিয়েই আলোচনা করে; তার ভয়-ভীতি নিয়ে আলোচনা করে না।

জনৈক সালাফ বলেছেন,

مَنْ عَبَدَ اللهَ بِالْحُبِّ وَحْدَهُ فَهُوَ زِنْدِيقٌ وَمَنْ عَبَدَهُ بِالرَّجَاءِ وَحْدَهُ فَهُوَ مُرْجِئٌ وَمَنْ عَبَدَهُ بِالْخَوْفِ وَحْدَهُ فَهُوَ حروري وَمَنْ عَبَدَهُ بِالْحُبِّ وَالْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ مُوَحِّدٌ

> যে শুধু ভালোবাসার মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করল, সে একজন জিন্দিক। যে শুধুই আশা নিয়ে তাঁর ইবাদত করল, সে একজন মুরজিয়া। যে শুধু ভয় নিয়ে তাঁর ইবাদত করল, সে একজন খারেজি। আর যে ভালোবাসা, ভয় এবং আশার সম্মিলন ঘটিয়ে তাঁর ইবাদত করল, সে মুমিন এবং তাওহীদে বিশ্বাসী।

এ জন্য পরবর্তীদের মধ্যে এমন লোকদের আবির্ভাব দেখা যায়, যারা ভালোবাসার দাবিতে সীমালঙ্ঘন করেছে। যার ফলে তারা অস্থিরচিত্ততা ও অমনোযোগিতায় আক্রান্ত হয়ে এমন সব দাবি করা শুরু করেছে, যা বান্দার দাসত্ব-পরিপন্থী। কেননা তা বান্দাকে একধরনের প্রভুত্বের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেয়, যা আল্লাহ ছাড়া আর কারও জন্য সংগত নয়। তাদের একেকজন এমন সব দাবি করে থাকে, যা নবি এবং রাসূলগণের সীমানাও লঙ্ঘন করে ফেলে। অথবা তারা আল্লাহর কাছে এমন সব বিষয় কামনা করে, কোনো অবস্থায় আল্লাহ ছাড়া যার অধিকারী হওয়া অন্য কারও সংগত নয়; এমনকি নবিদের জন্যও নয়।

এটা এমন এক অধ্যায়, যেখানে অনেক শাইখেরই পদস্খলন ঘটেছে। এর কারণ হলো, রাসূলগণ যে দাসত্ব বিস্তারিতভাবে চিনিয়ে গিয়েছেন এবং যে আদেশ-নিষেধসংবলিত শরিয়তসহ প্রেরিত হয়েছেন, তার দাবি বাস্তবায়নের দুর্বলতা। আসলে এটা বিবেকেরই দুর্বলতা, যার মাধ্যমে বান্দা তার হাকিকত চিনতে পারে।

যখন আকল দুর্বল হয়ে যায় এবং দ্বীনের ব্যাপারে জ্ঞান কম থাকে, আর অন্তর জ্ঞানশূন্য ভালোবাসায় উচ্ছ্বসিত থাকে, তখন এসব ব্যাপারে অন্তর চরম বোকামি উগড়ে দেয়; যেমনভাবে কোনো মানুষ বোকামি এবং অজ্ঞতাবশত অন্য মানুষের প্রেমে হাবুডুবু খায় । এ অবস্থায় বান্দা ভাবে, আমি প্রেমিক। তাই যা কিছুই করি না কেন, তাতে সীমালঙ্ঘন এবং অজ্ঞতা থাকলেও পাকড়াও হব না।

এটাই গোমরাহি, ইহুদি-খ্রিষ্টানদের বক্তব্যের সঙ্গেও সাদৃশ্যপূর্ণ।

www.QuranerAlo.net

نَحْنُ أَبْنَاءُ اللهِ وَأَحِبَّاؤُهُ

আমরা আল্লাহর সন্তান এবং তার প্রিয়ভাজন।[২৬৫]

আল্লাহ তাআলা বলেন :

فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ

কেন তিনি তোমাদের গুনাহের কারণে তোমাদের শাস্তি দেন? বরং তোমরা তো তাঁর সৃষ্ট মানুষ। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন। যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন।[২৬৬]

আল্লাহ তাদের শাস্তি দেবেন—এটাই প্রমাণ করে যে, তারা প্রিয়ভাজন নয় এবং তারা সন্তানত্বের দাবিতে তাঁর দিকে সম্পর্কিতও নয়। বরং এটা প্রমাণ করে যে, তারা সৃষ্ট এবং প্রতিপালিত।

আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন, তাকে সেই কাজেই লাগান যা তিনি পছন্দ করেন। সে এমন কিছু করে না, যা আল্লাহ অপছন্দ করেন এবং যার প্রতি তাঁর অসন্তুষ্টি রয়েছে। যেমন : কুফর, পাপাচার ও অবাধ্যতা।

যে কবিরা গুনাহ করে, তার ওপর অবিচল থাকে এবং তা থেকে তাওবা করে না, সে ভালোবাসার দাবি লঙ্ঘন করে; আল্লাহ এহেন কর্ম অপছন্দ করেন। তিনি তাকে কল্যাণকর্মে রত দেখতেই পছন্দ করেন। কারণ, বান্দার জন্য আল্লাহর ভালোবাসা ঈমান এবং তাকওয়া অনুপাতে হয়ে থাকে।

আর যে ব্যক্তি ধারণা করে বারবার গুনাহ করলেও গুনাহ তার কোনো ক্ষতি করবে না, যেহেতু আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন, তার অবস্থা হলো ওই ব্যক্তির মতো—যে মনে করে, সে যদি নিয়মিত বিষ খেতে থাকে এবং কোনো ওষুধ সেবন নাও করে, বিষ তার কোনো ক্ষতি করবে না, কারণ তার মাথা ঠিক আছে!

আল্লাহ তাঁর কিতাবে নবিগণের ঘটনা বর্ণনা করেছেন, তাদের ক্ষেত্রেও তাওবা এবং ক্ষমাপ্রার্থনার যেসব ঘটনা ঘটেছে এবং তারা যে সকল বিপদে আক্রান্ত হয়েছেন—যার মাধ্যমে তাদের মর্যাদা অনুযায়ী পরিশুদ্ধি এবং পবিত্রতা ছিল—এগুলোর প্রতি লক্ষ করলে এ সকল বান্দা স্পষ্টই বুঝতে পারত, গুনাহ গুনাহগারের কেমন ক্ষতি করে; যদিও গুনাহগার ব্যক্তি মানুষের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী হয়ে থাকে। কারণ,

[২৬৫] সূরা মায়িদা, ৫ : ১৮
[২৬৬] সূরা মায়িদা, ৫ : ১৮

www.QuranerAlo.net

সৃষ্টিজীবের প্রতি প্রেমাসক্ত ব্যক্তি যদি তার প্রেমাস্পদের কল্যাণের ব্যাপারে জ্ঞাত না থাকে এবং তার প্রতি কল্যাণকামী না হয়ে ভালোবাসার দাবি মনে করে বেপরোয়া কাজ করতে থাকে—যদিও তা জুলুম এবং অজ্ঞতাবশত হয়—তাহলে এটা তার প্রতি প্রেমাস্পদের বিদ্বেষ এবং ঘৃণা উদ্রেক হওয়ার করার কারণ হয়ে থাকে।

আল্লাহর পথের অধিকাংশ পথিক আল্লাহর ভালোবাসার দাবি সংশ্লিষ্ট দ্বীনি ব্যাপারগুলোতে বিভিন্ন অজ্ঞতায় আক্রান্ত হয়েছে। হয়তো তারা আল্লাহ প্রদত্ত সীমারেখা অতিক্রম করেছে অথবা তাঁর হক নষ্ট করেছে। নয়তো বিভিন্ন অসার দাবি আওড়াতে শুরু করেছে, যার আদৌ কোনো বাস্তবতা নেই। যেমন : জনৈক পীর বলেছে, আমার যে মুরিদ কাউকে জাহান্নামে ছেড়ে দেবে, আমি তার সঙ্গে সম্পর্কহীন। আরেক পীর বলেছে, আমার যে মুরিদ কোনো মুমিনকে জাহান্নামে যাওয়ার জন্য ছেড়ে দেবে, আমি তার সঙ্গে সম্পর্কহীন।

প্রথমজন তার মুরিদকে এমন পর্যায়ে নিয়ে গেছে যে, সে প্রত্যেক জাহান্নামিকে বের করে আনবে। আর দ্বিতীয়জন তার মুরিদকে এই স্তরে উন্নীত করেছে যে, সে সকল কবিরা গুনাহকারীকে জাহান্নামে যাওয়া থেকে ফেরাবে।

কোনো এক পীর এমনও বলেছে, কিয়ামতের দিন আমি জাহান্নামের ওপর আমার তাঁবু স্থাপন করব, যাতে কেউই তাতে প্রবেশ না করে।

এ-জাতীয় আরও অসংখ্য কথা রয়েছে, যেগুলো প্রসিদ্ধ পীরদের মুখনিঃসৃত হয়ে ইতিহাসের পাতায় স্থান পেয়েছে। হয়তো এগুলো তাদের ওপর নিরেট মিথ্যাচার কিংবা তাদের থেকে প্রকাশিত ভুল; যা মাতাল অবস্থায়, কিংবা বিশেষ হালতে থাকাবস্থায় অথবা ফানার অবস্থায় প্রকাশ পেয়েছে; যে অবস্থায় মানুষের স্বাভাবিক বিবেচনাবোধ রহিত হয়ে যায় কিংবা এতটাই দুর্বল হয়ে যায় যে, সে আর উপলব্ধিই করতে পারে না—মুখ দিয়ে কী বলছে।

মাতালামি বলা হয় ঈমানের এমন স্বাদ আস্বাদনকে, যার সঙ্গে বিবেচনাবোধ থাকে না। এ জন্য দেখা যায়, বিশেষ অবস্থা কেটে যাবার পর অনেকেই বিনীতভাবে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে।

যেসব পীর অধিক পরিমাণে ভালোবাসা, আকাঙ্ক্ষা, ভর্ৎসনা, তিরস্কার এবং প্রেমাসক্তির কথা সম্বলিত গজল শোনেন, ক্রমশ সেসব গজল তাদের আসল উদ্দেশ্যে পরিণত হয়। যা তাদের অন্তরের পুরো ভালোবাসাকেই উতলে দেয়।

www.QuranerAlo.net

আল্লাহকে ভালোবাসার সঙ্গে রাসূলকে অনুসরণ করার অবিচ্ছেদ্য সংযোগ

এ জন্য আল্লাহ শুধু ভালোবাসার কথা বলেই ক্ষান্তি দেননি; বরং তিনি পরীক্ষার একটি মানদণ্ড অবতীর্ণ করেছেন, যার মাধ্যমে তাঁর প্রতি ভালোবাসা লালনকারীদের পরীক্ষা করবেন। আল্লাহ বলেন :

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ

> আপনি বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো তবে আমার অনুসরণ করো, তবে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন।[২৬৭]

সুতরাং সে ব্যক্তি (সত্যিকার অর্থে) আল্লাহকে ভালোবাসতে পারবে, যে তাঁর রাসূলের অনুসরণ করবে।

আর রাসূল ﷺ-এর আনুগত্য এবং তাঁর অনুসরণ সম্ভব হবে দাসত্ব বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে। যারা আল্লাহপ্রেমের দাবি করে, তাদের অধিকাংশই শরিয়ত এবং সুন্নতের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করে। তারা এমন সব বিশেষ হালতের দাবি করতে থাকে, যার বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করা সম্ভব নয়। তাদের অনেকে তো এমনটাও ভেবে থাকে যে, শরিয়তের বিধান তাদের থেকে রহিত হয়ে গেছে এবং হারাম তাদের জন্য হালালে পরিণত হয়েছে। এ ধরনের অনেক দাবিই তারা করে, যেগুলো রাসূল ﷺ-এর শরিয়ত, সুন্নাত এবং আনুগত্যের স্পষ্ট লঙ্ঘন।

আল্লাহ তাঁর ভালোবাসা ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর ভালোবাসার মানদণ্ড বানিয়েছেন তার পথে জিহাদকে। জিহাদ শব্দটি আল্লাহ যা নির্দেশ দিয়েছেন, সেগুলোর প্রতি পরিপূর্ণ ভালোবাসা রাখা এবং যা নিষেধ করেছেন, সেগুলোর প্রতি চূড়ান্ত ঘৃণা রাখার অর্থকে ধারণ করে। এ জন্য আল্লাহ যাদের ভালোবাসেন এবং যারা আল্লাহকে ভালোবাসে, তাদের গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا يَخَافُونَ لومة لائم

> তারা মুমিনদের প্রতি কোমল এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর

[২৬৭] সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৩১

www.QuranerAlo.net

পথে জিহাদ করবে এবং কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করবে না।[২৬৮]

আল্লাহর প্রতি এই উম্মতের ভালোবাসা পূর্ববর্তী উম্মতদের চাইতে অধিক এবং আল্লাহর জন্য এই উম্মতের দাসত্ব পূর্বের সকল উম্মতের চেয়ে বেশি। আর এই উম্মতের মধ্যে (সকল দিক থেকে) পরিপূর্ণ মানব হলেন মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাহাবিরা। যে তাঁদের সঙ্গে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ হবে, তুলনামূলকভাবে বিচারে সে অধিক পরিপূর্ণ হবে। যে সকল লোক মহব্বতের দাবি করছে, এ থেকে তারা কোথায়?

কোনো কোনো পীরের কথায় তো এমনও পাওয়া যায়, 'মহব্বত হলো এক আগুন, যা প্রেমাস্পদের ইচ্ছা ছাড়া অন্তরের সবকিছুকে পুড়িয়ে ফেলে।'

এ বাক্যের দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, পুরো সৃষ্টিজগৎ হলো এমন, আল্লাহ যার অস্তিত্ব চেয়েছেন। তারা ভেবেছে, মহব্বতের পূর্ণতা হলো, বান্দা সবকিছুকে ভালোবাসবে; এমনকি কুফর, পাপাচার এবং অবাধ্যতাকেও। কোনো মানুষের পক্ষে প্রত্যেক অস্তিত্ববান বস্তুকে ভালোবাসা সম্ভব নয়। বরং প্রত্যেকে তা-ই ভালোবাসে, যা তার রুচিসম্মত এবং উপকারী। এবং তা-ই অপছন্দ করে, যা তার রুচির সঙ্গে বিরোধপূর্ণ এবং ক্ষতিকারক। কিন্তু এই গোমরাহির মাধ্যমে তারা যে জিনিসটি পেয়েছে, তা হলো প্রবৃত্তির অনুসরণ। ক্রমে ক্রমে তাদের প্রবৃত্তি এবং খেয়ালখুশির মধ্যে ডুব দেওয়ার মাত্রা বেড়েছে। ফলে তারা সে জিনিসগুলোকেই ভালোবাসে, যেগুলো তাদের প্রবৃত্তির অনুকূল হয়। যেমন : রূপ, নেতৃত্ব, অতিরিক্ত সম্পদ ব্যয় এবং পথভ্রষ্টকারী বিদআত। আর তারা ভাবে এগুলো আল্লাহ তাআলার নিদর্শন।

আল্লাহকে ভালোবাসার অন্যতম অংশ হলো, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ যা কিছু অপছন্দ করেন, সেগুলোকে অপছন্দ করা এবং যারা সেই অপছন্দনীয় কাজকর্মে লিপ্ত, তাদের সঙ্গে প্রাণ ও সম্পদের দ্বারা জিহাদ করা।

তাদের পথভ্রষ্টতার মূল উৎস হলো—'মহব্বত হলো এক আগুন, যা প্রেমাস্পদের ইচ্ছাটুকু বাদে অন্তরের সবকিছুকে পুড়িয়ে ফেলে'—এই কথা। প্রেমাস্পদের ইচ্ছা দ্বারা উদ্দেশ্য নিয়েছে পার্থিব ইচ্ছা, যা প্রত্যেক অস্তিত্ববান বস্তুর মধ্যেই পরিব্যাপ্ত।

আল্লাহ, তাঁর কিতাবসমূহ এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী কেউ যদি এই কথা বলত, তাহলে এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হতো, দ্বীনি এবং শরয়ি ইচ্ছা, যা আল্লাহর ভালোবাসা এবং তাঁর সন্তুষ্টির সমার্থক। যেন তার কথার ভাবার্থ এমন, সেই

[২৬৮] সূরা মায়িদা, ৫ : ৫৪

www.QuranerAlo.net

ভালোবাসা অন্তর থেকে আল্লাহর পছন্দনীয় বিষয় ছাড়া সবকিছুকে পুড়িয়ে দেয়।

এটা বিশুদ্ধ কথা। কারণ, আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার পরিপূর্ণতার অংশ হলো, তুমি শুধু তা-ই পছন্দ করবে, যা আল্লাহ পছন্দ করেন। যদি তুমি এমন কিছু পছন্দ করো, যা আল্লাহ অপছন্দ করেন তবে ভালোবাসা অসম্পূর্ণ হয়ে যাবে।

আর আল্লাহ তাআলার ফায়সালা এবং নির্ধারণ—এটা হলো ওই বিষয়, যা তিনি অপছন্দ করেন এবং যার প্রতি তাঁর অসন্তুষ্টি ও ঘৃণা রয়েছে। আমি যদি অপছন্দনীয়তা, অসন্তুষ্টি ও ঘৃণার ক্ষেত্রে তার সঙ্গে একমত না হই তবে তার প্রতি ভালোবাসা লালনকারী হইনি। তিনি যা অপছন্দ করেন, তার প্রতি ভালোবাসা লালনকারী হয়েছি।

সুতরাং এই শরিয়তকে অনুসরণ করা এবং তা প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ করা ঈমানের পরিপূর্ণতার দাবি। সুতরাং যারা নিজেদের জীবনে শরিয়তের অনুসরণ করে এবং আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা লালন করে, তারা আল্লাহর বন্ধু, যাদের তিনি ভালোবাসেন এবং যারা তাঁকে ভালোবাসে। আর যারা আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের ব্যাপকতার প্রতি লক্ষ করে অথবা তার শরিয়তের সঙ্গে বিরোধপূর্ণ কোনো বিদআতের অনুসরণ করে ভালোবাসার দাবি করে, তাদের ভালোবাসা অর্থহীন। কারণ, এ-জাতীয় ভালোবাসার দাবি করা ইহুদি-খ্রিষ্টানদের আল্লাহর জন্য ভালোবাসা দাবি করার পর্যায়ভুক্ত। কখনো তো এদের দাবি ইহুদি-খ্রিষ্টানদের দাবির চাইতেও নিকৃষ্ট হয়ে যায়। কারণ, তাদের মধ্যে রয়েছে নিফাক, যা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে নিয়ে যাবে। আবার কখনো ইহুদি-খ্রিষ্টানদের দাবি তাদের দাবির চেয়ে নিকৃষ্ট হয়ে থাকে, যখন তারা সেই কুফরের পর্যায়ে না পৌঁছায়।

তাওরাত এবং ইনজিলেও আল্লাহর ভালোবাসার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে, যে ব্যাপারে তারাও একমত। এমনকি তাদের কাছে এটাই নামুসের[২৬৯] সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ওসিয়তগুলোর মধ্যে অন্যতম।

ইনজিলে রয়েছে,

أَعْظَمُ وَصَايَا الْمَسِيحِ أَنْ تُحِبَّ اللهَ بِكُلِّ قَلْبِكَ وَعَقْلِكَ وَنَفْسِكَ

> মাসিহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ওসিয়ত হলো, "তুমি আল্লাহকে ভালোবাসবে তোমার পুরো অন্তর, বিবেক এবং সত্তার মাধ্যমে।"

[২৬৯] নামুস—জিবরিল (আলাইহিস সালাম)।

www.QuranerAlo.net

Contents

খ্রিষ্টানরা দাবি করে, তারা এই ভালোবাসার ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তাদের মধ্যে যে দুনিয়াবিমুখতা এবং ইবাদতের বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তা মূলত এরই অংশ। কিন্তু বাস্তব কথা হলো, তারা আল্লাহর ভালোবাসার সঙ্গে সম্পর্কহীন। কারণ, তারা ওই জিনিসের অনুসরণ করেনি, যা আল্লাহ ভালোবাসেন। বরং :

اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ

> এটা এই জন্য যে, তারা এমন সব বিষয়ের অনুসরণ করেছে, যা আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে। আর তারা তাঁর সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করেছে। ফলে তিনি তাদের আমলসমূহ বরবাদ করে দিয়েছেন।[২৭০]

আল্লাহ কাফিরদের অপছন্দ করেন, তাদের প্রতি অসন্তোষ রাখেন এবং তাদের অভিসম্পাত করেন। আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে ভালোবাসেন, যে তাঁকে ভালোবাসে। এটা কখনো সম্ভব নয় যে, কোনো বান্দা আল্লাহকে ভালোবাসবে আর আল্লাহ তাকে অপছন্দ করবেন। নিজ প্রতিপালকের প্রতি বান্দার ভালোবাসার অনুপাতে তার জন্য আল্লাহর ভালোবাসা নির্ধারিত থাকবে। আর বান্দার জন্য আল্লাহর প্রতিদান হয়ে থাকে মহান। যেমনিভাবে সহীহ হাদীসে কুদসিতে এসেছে, আল্লাহ বলেন :

مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً

> বান্দা যখন আমার দিকে এক বিঘত নিকটবর্তী হয়, আমি তখন তার দিকে এক হাত নিকটবর্তী হই। বান্দা যখন আমার দিকে এক হাত নিকটবর্তী হয়, আমি তখন তার দিকে দুহাত নিকটবর্তী হই। সে যদি আমার নিকট হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।[২৭১]

আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি ভালোবাসেন মুত্তাকি, সৎকর্মশীল, ধৈর্যশীলদের আর ভালোবাসেন অধিক তাওবাকারী এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের। তিনি ভালোবাসেন ওই ব্যক্তিকে, যে তার আদেশকৃত আবশ্যক এবং পছন্দনীয় বিষয়সমূহ পালন করে। যেমন সহীহ হাদীসে কুদসিতে রয়েছে,

لَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ

---

[২৭০] সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ২৮

[২৭১] *সহীহ বুখারি* : ৭৫৩৬; *সহীহ মুসলিম* : ২৬৭৫

www.QuranerAlo.net

নফল আমলের মাধ্যমে বান্দা আমার নিকটবর্তী হতে থাকে; একপর্যায়ে আমি তাকে ভালোবেসে নিই। যখন আমি তাকে ভালোবাসি তখন আমি হই তার শ্রবণেন্দ্রিয়, যা দ্বারা সে শোনে; আমি হই তার দৃষ্টি, যা দ্বারা সে দেখে।[২৭২]

বিভ্রান্ত তাসাওউফপন্থীদের ভ্রান্তির উৎস

অধিকাংশ ভুলকারী, যারা দুনিয়াবিমুখতা এবং ইবাদতের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিদআত আবিষ্কার করেছে, খ্রিষ্টানরা যেসব বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছিল, তারাও সে-জাতীয় কিছু বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে। যেমন : আল্লাহর জন্য ভালোবাসার দাবি করা, পাশাপাশি তাঁর শরিয়তের বিধান লঙ্ঘন করা এবং তাঁর পথে জিহাদ ছেড়ে দেওয়া ইত্যাদি। তারা দ্বীন—যার মাধ্যমে তারা আল্লাহর নিকটবর্তী হতে পারত—এর ততটুকু অংশ ধারণ করে, খ্রিষ্টানরা নিজেদের দ্বীনের যতটুকু অংশ ধারণ করেছিল। বস্তুত খ্রিষ্টানরা ধারণ করেছিল নিজেদের দ্বীনের কিছু অস্পষ্ট কথা ও এমন সব ঘটনা, যার বর্ণনাকারীর সত্যবাদিতা ও নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে জানা যায়নি। যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, অজ্ঞাত বর্ণনাকারীই ঘটনা বর্ণনা করেছে, এরপরও তো তারা ভুলের ঊর্ধ্বে ছিল না। অন্যদিকে খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীরা তাদের অনুসৃতদের এমন পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে যে, সেই অনুসৃতরা তাদের জন্য স্বতন্ত্র জীবনব্যবস্থার ধারা-উপধারা রচনা করে। যেমন : খ্রিষ্টানরা তাদের অনেক ইলম-অনুরাগী এবং সংসারবিরাগী ধর্মযাজকদের নিজেদের বিধানপ্রণেতা বানিয়ে নিয়েছে, যারা তাদের জন্য দ্বীনের আলাদা শরিয়ত প্রণয়ন করে।

বিভ্রান্ত তাসাওউফপন্থীরা আল্লাহ তাআলার জন্য এভাবে ভালোবাসার দাবি করে পরবর্তী সময় নিজেদের দাসত্বকে হ্রাস করে ফেলে। তারা দাবি করে, বিশেষ শ্রেণির লোকেরা দাসত্বের এই সীমানা অতিক্রম করে ফেলে; ঠিক যেমন খ্রিষ্টানরা তাদের মাসিহ এবং ধর্মযাজকদের ব্যাপারে মনে করে থাকে। এরা তাদের বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহর সঙ্গে এমন অংশীদারত্ব সাব্যস্ত করে, খ্রিষ্টানরা মাসিহ এবং তার মায়ের ব্যাপারে যেমনটা করে থাকে। এ বিষয়টা অনেক বিস্তারিত, স্বল্প পরিসরে এটাকে পুরোপুরি চিত্রায়ণ করা সম্ভব নয়।

---

[২৭২] *সহীহ বুখারি* : ৬৫০২

www.QuranerAlo.net

একনিষ্ঠতাই দ্বীনের ভিত্তি

প্রকৃত দ্বীনদারি হলো সব দিক থেকে আল্লাহর দাসত্ব বাস্তবায়ন করা। আর আল্লাহর দাসত্ব বাস্তবায়িত হবে তার জন্য (সাধারণ ও বিশেষ) সর্বস্তরের ভালোবাসা সাব্যস্ত করার মাধ্যমে। দাসত্ব বাস্তবায়ন করা অনুপাতে প্রতিপালকের জন্য বান্দার ভালোবাসা পরিপূর্ণ হবে এবং বান্দার জন্য আল্লাহর ভালোবাসা পূর্ণতা পাবে। আর দাসত্বের ত্রুটি অনুপাতে ভালোবাসায় হ্রাস ঘটবে। অন্তরে যখন গাইরুল্লাহর জন্য ভালোবাসা থাকবে তখন সে অনুপাতে তার জন্য দাসত্বও থাকবে। একইভাবে অন্তরে যতটুকু গাইরুল্লাহর জন্য দাসত্ব থাকবে, তাতে সে অনুপাতে গাইরুল্লাহর প্রতি ভালোবাসাও থাকবে।

আল্লাহর জন্য নয় এমন প্রত্যেক ভালোবাসা অগ্রহণীয়। আল্লাহর সন্তুষ্টি চাওয়া হয় না, এমন প্রত্যেক আমল বাতিল। দুনিয়া অভিশপ্ত। তার মধ্যে যা কিছু রয়েছে, তা-ও অভিশপ্ত। তবে যা শুধু আল্লাহর জন্য হয়, তা ভিন্ন। আর আল্লাহর জন্য শুধু তা-ই হয়, যা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ ভালোবাসেন, আর যা শরিয়তে অনুমোদিত থাকে।

যার মাধ্যমে গাইরুল্লাহর সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য হয়, এমন প্রত্যেক আমল বাতিল। আল্লাহর শরিয়তের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না, এমন প্রত্যেক আমলও আল্লাহর জন্য নয়। আল্লাহর জন্য শুধু তা-ই, যা দুটো গুণ থাকে :

- তা সেরেফ আল্লাহর জন্য হবে।
- তা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ-এর ভালোবাসার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

আর এ ধরনের কাজ শুধু তা-ই, শরিয়তের দৃষ্টিতে যা অবশ্যপালনীয় কিংবা পছন্দনীয়। যেমন, আল্লাহ বলেন :

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

> সুতরাং যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাতের প্রত্যাশা রাখে, সে যেন নেক আমল করে এবং আল্লাহর ইবাদতে অন্য কাউকে শরিক না করে।[২৭৩]

সুতরাং নেক আমলের কোনো বিকল্প নেই। নেক আমল—হতে পারে তা অবশ্যপালনীয় কিংবা সাধারণ পছন্দনীয়। এর পাশাপাশি তা একমাত্র আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ হওয়া

---

[২৭৩] সূরা কাহফ, ১৮ : ১১০

www.QuranerAlo.net

ছাড়াও কোনো বিকল্প নেই। যেমন, তিনি বলেন :

بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

অবশ্যই, যে নিজেকে আল্লাহর সামনে সমর্পণ করে এবং সে হয় সৎকর্মশীল, তার জন্য তার প্রতিপালকের কাছে প্রতিদান রয়েছে। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।[২৭৪]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

যে এমন কোনো আমল করল, যার ওপর আমাদের শরিয়ত নেই, তা প্রত্যাখ্যাত।[২৭৫]

তিনি এ-ও বলেন,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ؛ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

নিশ্চয় আমলসমূহ নিয়তের মাধ্যমে বিবেচিত হয়। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তা-ই রয়েছে, যা সে নিয়ত করেছে। সুতরাং যার হিজরত আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের উদ্দেশে, তার হিজরত আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের উদ্দেশেই বিবেচিত হবে। আর যার হিজরত দুনিয়া পাওয়ার উদ্দেশে, কিংবা কোনো নারীকে বিয়ে করার উদ্দেশে, তার হিজরত ওই উদ্দেশে হয়েছে বলে গণ্য হবে, যার জন্য সে হিজরত করেছে।[২৭৬]

এই মূলনীতিই ইসলামের ভিত্তি। এর বাস্তবায়ন অনুপাতেই দ্বীনের বাস্তবায়ন হয়। এ মূলনীতিসহই আল্লাহ তার রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন, কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেছেন এবং রাসূলগণ এর দিকেই মানুষকে আহ্বান করেছেন। তারা একনিষ্ঠ দ্বীনের ওপরই জিহাদ করেছেন, মানুষকে তা গ্রহণ করার আদেশ দিয়েছেন এবং এ ব্যাপারে উৎসাহিত

[২৭৪] সূরা বাকারাহ, ২ : ১১২
[২৭৫] *সহীহ বুখারি* : ২৬৯৭; *সহীহ মুসলিম* : ১৭১৮
[২৭৬] *সহীহ বুখারি* : ১, ৫৪, ২৫২৯; *সহীহ মুসলিম* : ১৯০৭

www.QuranerAlo.net

Contents

করেছেন। এটা হলো দ্বীনের অক্ষ, যাকে কেন্দ্র করে দ্বীনের চাকা আবর্তিত হয়।

শিরক অন্তরের ওপর প্রবল। যেমন : হাদীসে এসেছে,

أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا هَذَا الشِّرْكَ ؛ فَإِنَّهُ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ

হে মানুষসকল, তোমরা শিরককে ভয় কোরো। কারণ, এই উম্মাহর মধ্যে শিরক হলো পিঁপড়ার গতির চাইতেও সূক্ষ্ম।[২৭৬]

অন্য এক হাদীসে এসেছে,

قَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَا رَسُولَ اللهِ . كَيْفَ نَنْجُو مِنْهُ وَهُوَ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بَكْرٍ : أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَةً إِذَا قُلْتَهَا نَجَوْتَ مِنْ دِقِّهِ وَجِلِّهِ؟ قُلْ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ

আবূ বাকর ﷺ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা এ থেকে কীভাবে মুক্তি পাব? তখন নবিজি ﷺ আবূ বাকর ﷺ-কে বললেন, আমি কি তোমাকে এমন কালিমা শিখিয়ে দেবো না, যখন তুমি তা বলবে তখন ছোট-বড় সব শিরক থেকে বাঁচতে পারবে—'হে আল্লাহ, আপনার সঙ্গে জেনেশুনে শিরক করা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। আর যেগুলো আমি জানি না, সেগুলোর ব্যাপারে আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি।'

উমার ﷺ তার দুআয় বলতেন,

اللَّهُمَّ اجْعَلْ عَمَلِي كُلَّهُ صَالِحًا وَاجْعَلْهُ لِوَجْهِكَ خَالِصًا وَلَا تَجْعَلْ لِأَحَدٍ فِيهِ شَيْئًا.

'হে আল্লাহ, আপনি আমার সকল আমলকে নেক বানিয়ে দিন। এগুলোকে আপনার জন্য একনিষ্ঠ করে দিন। আর অন্য কারও জন্য তাতে সামান্য অংশও রাখবেন না।'

অন্তরে অধিকাংশ সময় সূক্ষ্ম কুপ্রবৃত্তি মিশ্রিত হয়ে যায়, যা আল্লাহর জন্য অন্তরের ভালোবাসা, তাঁর জন্য দাসত্ব বাস্তবায়ন করা এবং তাঁর জন্য দ্বীনকে একনিষ্ঠ করার গুণকে নষ্ট করে দেয়। যেমন : শাদ্দাদ ইবনু আউস ﷺ বলেন,

يَا نعايا الْعَرَبِ يَا نعايا الْعَرَبِ إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الرِّيَاءُ وَالشَّهْوَةُ الْخَفِيَّةُ

[২৭৬] *মুসনাদু আহমাদ* : ১৯৬০৬

www.QuranerAlo.net

Contents

'হে আরবের মৃত্যুপুরী, হে আরবের মৃত্যুপুরী, তোমাদের ব্যাপারে আমি যে জিনিসটির সবচেয়ে বেশি আশঙ্কা করি, তা হলো লৌকিকতা এবং সূক্ষ্ম কুপ্রবৃত্তি।'[২৭৮]

আবূ দাউদ সিজিস্তানি ﵀-কে বলা হলো, সূক্ষ্ম কুপ্রবৃত্তি কী? তিনি বললেন,

حُبُّ الرِّئَاسَةِ

'নেতৃত্বের ভালোবাসা।'

কাব বিন মালিক ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবিজি ﷺ বলেছেন,

مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلاَ فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ

দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়েকে ছাগলের পালে ছেড়ে দেওয়া হলে যতটুকু না ক্ষতিসাধন করে, সম্পদ ও প্রতিপত্তির লোভ এর চেয়ে বেশি দ্বীনের ক্ষতিসাধন করে।[২৭৯]

ইমাম তিরমিযি ﵀ বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

নবিজি ﷺ স্পষ্ট জানালেন, সম্পদ এবং প্রতিপত্তির লোভ দ্বীনের ক্ষতিসাধন করার ক্ষেত্রে ছাগলের পালে দুটো নেকড়ের চেয়ে কোনো অংশেই কম নয়।

এটা একটা স্পষ্ট বিষয়। কারণ, নিরাপদ দ্বীনদারির মধ্যে কখনো এই লোভ থাকবে না। এর কারণ হলো, অন্তর যখন আল্লাহর দাসত্ব এবং ভালোবাসার স্বাদ আস্বাদন করবে তখন তার কাছে এর চাইতে অধিক প্রিয় কোনো জিনিস থাকবে না, যেটাকে সে এর ওপর প্রাধান্য দেবে। এর মাধ্যমে যারা তার জন্য দ্বীনকে একনিষ্ঠ করবে আল্লাহ তাদের থেকে অপকর্ম এবং অশ্লীলতা ফেরাবেন। আল্লাহ বলেন :

كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ

আমি তার থেকে অসৎকর্ম ও অশ্লীলতার অভিমুখ ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্যই এরূপ করেছিলাম। নিশ্চয়ই সে আমার মনোনীত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[২৮০]

কারণ, যারা আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ, তারা আল্লাহর দাসত্বের মিষ্টতার স্বাদ আস্বাদন করে নিয়েছে, যা তাদের গাইরুল্লাহর দাসত্ব থেকে ফিরিয়ে রাখে। তারা আল্লাহর

---

[২৭৮] *আজ-যুহদ*, বায়হাকি : ৩১৯
[২৭৯] *সুনানুত তিরমিযি* : ২৩৭৬; *মুসনাদু আহমাদ* : ৩/৪৫৬, ৪৬০
[২৮০] সূরা ইউসুফ, ১২ : ২৪

www.QuranerAlo.net

Contents

ভালোবাসার মিষ্টতার স্বাদ আস্বাদন করে নিয়েছে, যা তাদের অভিমুখকে গাইরুল্লাহ থেকে সরিয়ে রাখে। কারণ, সুস্থ অন্তরের কাছে ঈমানের স্বাদের চাইতে অধিক সুমিষ্ট, সুস্বাদু, পছন্দনীয়, আনন্দদায়ক, কোমল এবং সুখকর আর কিছু নেই। আর ঈমানের সারকথা হলো—আল্লাহর দাসত্ব, তাঁর ভালোবাসা এবং দ্বীনকে তাঁর জন্য একনিষ্ঠ করা।

আর এর দাবি হলো, অন্তর আল্লাহর দিকে আকর্ষিত হবে। অন্তর থাকবে আল্লাহর অভিমুখী। তার ভয়ে ভীত। তাঁর জান্নাতের প্রত্যাশা থাকবে, আবার জাহান্নামের ভয়ও তাতে কার্যকর থাকবে। যেমন, আল্লাহ বলেন :

مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ

যে রহমানকে অদৃশ্যভাবে ভয় করল এবং বিনীত অন্তর নিয়ে আগমন করল।[২৮১]

প্রেমিকমাত্রই তার আকাঙ্ক্ষিত জিনিস হারিয়ে ফেলার কিংবা আগ্রহের জিনিস অর্জন করতে না পারার আশঙ্কা করে। সুতরাং আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর ভালোবাসা লালনকারীরা ভয় এবং আশার মাঝামাঝি এক অবস্থানে থাকবে। যেমন, তিনি বলেন :

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا

তারা যাদের ডাকে, তারা নিজেরাই তো তাদের প্রতিপালক পর্যন্ত পৌঁছার ওসিলা সন্ধান করে যে, তাদের মধ্যে কে আল্লাহর বেশি নিকটবর্তী হতে পারে? আর তারা তাঁর রহমতের আশা করে ও তাঁর আজাবকে ভয় করে। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকের আজাব অত্যন্ত ভীতিকর।[২৮২]

বান্দা যখন আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ হয় তখন আল্লাহ তাকে বেছে নেন। তার অন্তরকে জীবিত করে দেন এবং তাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করেন। এর মাধ্যমে তার থেকে ঈমানবিরোধী সবকিছু দূর হয়ে যায়; যেমন : অপকর্ম ও অশ্লীলতা। সে ঈমানবিরোধী কিছুতে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে আশঙ্কায় থাকে। তবে যে অন্তর আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ হয়নি, তার বিষয় ভিন্ন। তার মধ্যে থাকে মুক্ত কামনা, ইচ্ছা ও ভালোবাসা। সে অবস্থায় তার মনে যা আসে, সে তার প্রতিই আসক্ত হয়। আর সে যার প্রতি আসক্ত হয়, তা নিয়েই মেতে থাকে। তার অবস্থা বৃক্ষশাখার মতো। বাতাস এলেই তাকে নাড়িয়ে দেয়,

[২৮১] সূরা কাফ, ৫০ : ৩৩
[২৮২] সূরা ইসরা, ১৭ : ৫৭

www.QuranerAlo.net

একদিকে ঝুঁকিয়ে দেয়। কখনো হারাম কিংবা হালাল রূপ তাকে আকর্ষণ করে। ফলে সে এমন কারও দাস হয়ে যায়, যাকে সে নিজের দাসে পরিণত করলেও তার জন্য তা অসম্মানজনক, ত্রুটিপূর্ণ এবং নিন্দনীয় বিষয় বলে গণ্য হতো।

কখনো তাকে আকর্ষণ করে প্রতিপত্তি এবং নেতৃত্ব। তখন মানুষের মুখের কথাই তাকে সন্তুষ্ট করে, আবার সেই কথাই তাকে অসন্তুষ্ট করে। সে অবস্থায় যে তার প্রশংসা করে, সে-ই তাকে নিজের দাসে পরিণত করে ফেলে; যদিও সেই প্রশংসা অনর্থক হয়। একইভাবে যে তার নিন্দা করে, সে তার শত্রুতে পরিণত হয়ে যায়; যদিও তার নিন্দা বাস্তবসম্মত হয়।

কখনো দিনার-দিরহাম বা এ-জাতীয় বস্তুগুলো তাকে দাস বানিয়ে ফেলে। এগুলো তার অন্তরে প্রভাব বিস্তার করে, অন্তরও এগুলোর প্রতি আসক্ত হয়। ফলে সে তার প্রবৃত্তিকেই ইলাহরূপে গ্রহণ করে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত পথনির্দেশ ছাড়া নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে।

মানুষের অন্তর যখন নিজ প্রতিপালকের জন্য অনুগত হয়—যিনি এক, যার কোনো শরিক নেই—তার কাছে আল্লাহ অন্য সকল কিছু থেকে অধিক প্রিয় হয়ে যায়। সে আল্লাহর সামনে বিনয়াবনত এবং বাধ্যগত হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ নয়, তার এমন বান্দা নয়, যার অন্তর তার প্রতিপালকের জন্য অনুগত হয়েছে, তো এই বিশ্ব-চরাচর তাকে গোলাম বানিয়ে ফেলে, তার অন্তরে শয়তান প্রভাব বিস্তার করে, আর সে শয়তানের দোসর পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়। তার মধ্যে এমন সব অপকর্ম-অশ্লীলতা আশ্রয় গেড়ে নেয়, যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না।

এটা একটা স্পষ্ট বিষয়, যাতে কৌশলের আশ্রয় নেওয়ার সুযোগ নেই।

মানুষের অন্তর যদি আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ, তাঁর অভিমুখী এবং তিনি ছাড়া অন্যদের থেকে অমুখাপেক্ষী না হয়, তাহলে মানুষ মুশরিক হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন :

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. إِلَى قَوْلِهِ : كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

সুতরাং তুমি নিজ চেহারাকে একনিষ্ঠভাবে এই দ্বীনের অভিমুখী রাখো। সেই ফিতরাত[২৮৩] অনুযায়ী চলো, যে ফিতরাতের ওপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি

[২৮৩] সত্য গ্রহণের স্বভাবজাত যোগ্যতা।

www.QuranerAlo.net

Contents

করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টিতে কোনো পরিবর্তন সাধন করা সম্ভব নয়। এটাই সম্পূর্ণ সরল পথ; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। (ফিতরাতের অনুসরণ করবে এভাবে যে,) তুমি তারই (অর্থাৎ আল্লাহরই) অভিমুখী হয়ে থাকবে, তাকেই ভয় করবে, নামাজ কায়েম করবে এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবে না, যারা নিজেদের দ্বীনকে খণ্ড-খণ্ড করে ফেলেছে এবং নিজেরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। প্রত্যেক দল আপন-আপন পন্থা নিয়ে উৎফুল্ল।[২৮৪]

মুমিনদের আদর্শ এবং মুশরিকদের আদর্শ

আল্লাহ তাআলা হানিফ, একনিষ্ঠ, আল্লাহর ভালোবাসা লালনকারী, তার ইবাদতকারী এবং তার জন্য দ্বীনকে একনিষ্ঠকারীদের জন্য ইবরাহীম ﷺ এবং তার পরিজনকে আদর্শ বানিয়েছেন; যেমনিভাবে তিনি প্রবৃত্তির অনুসরী মুশরিকদের জন্য ফিরআউন এবং তার পরিজনকে আদর্শ বানিয়েছেন। আল্লাহ বলেন :

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ - وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

আর আমি পুরস্কারস্বরূপ তাকে (ইবরাহীম ﷺ-কে) দান করেছিলাম ইসহাক ও ইয়াকুব। তাদের প্রত্যেককে বানিয়েছিলাম নেককার। আমি তাদের বানিয়েছিলাম নেতা, যারা আমার নির্দেশে মানুষকে পথ দেখাত। আমি ওহির মাধ্যমে তাদের সৎকর্ম করতে, নামাজ কায়েম করতে ও যাকাত আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছিলাম। তারা আমারই ইবাদতগুজার ছিল।[২৮৫]

অপরদিকে তিনি ফিরআউন এবং তার সম্প্রদায়ের ব্যাপারে বলেন :

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ - وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ

আমি তাদের নেতা বানিয়েছিলাম, যারা মানুষকে জাহান্নামের দিকে ডাকত। কিয়ামাতের দিন তারা কারও সাহায্য পাবে না। দুনিয়ায় আমি তাদের পেছনে অভিসম্পাত লাগিয়ে দিয়েছি আর কিয়ামাতে তারা সেই সব লোকের অন্তর্ভুক্ত

[২৮৪] সূরা রুম, ৩০ : ৩০-৩২
[২৮৫] সূরা আম্বিয়া, ২১ : ৭২-৭৩

www.QuranerAlo.net

হবে, যাদের অবস্থা অতি মন্দ।[২৮৬]

এ জন্য ফিরআউনের অনুসারীরা প্রথমে আল্লাহ যা ভালোবাসেন এবং পছন্দ করেন আর আল্লাহ যা ফায়সালা করেছেন ও নির্ধারিত করে রেখেছেন—এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য করে না। তারা সাধারণ ইচ্ছার দিকে নজর দেয়, যা সবকিছুকে পরিব্যাপ্ত করে। এরপর তারা আর স্রষ্টা এবং সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য করে না; বরং একজনের অস্তিত্বকে অপরজনের অস্তিত্ব বানিয়ে ফেলে।

তাদের মুহাক্কিকরা বলে, শরিয়তের মধ্যে আনুগত্য এবং অবাধ্যতা রয়েছে। হাকিকতের মধ্যে শুধু অবাধ্যতা রয়েছে; আনুগত্য নেই। এটা সাধারণ কথা। তাহকিকসম্মত কথা হলো, হাকিকতের মধ্যে আনুগত্যও নেই, অবাধ্যতাও নেই।

এটা হলো ফিরআউন এবং তার সম্প্রদায়ের মতবাদের সারকথা, যারা অস্বীকার করে, আল্লাহ তাঁর বান্দা মূসা ﷺ-এর সঙ্গে কথা বলেছেন এবং তাকে আদেশ-নিষেধ দিয়ে পাঠিয়েছেন।

অপরদিকে ইবরাহীম ﷺ এবং তার তার একনিষ্ঠ পরিজন—নবিগণ এবং মুমিনগণ—জানেন যে, স্রষ্টা এবং সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য করা অপরিহার্য। আনুগত্য এবং অবাধ্যতার মধ্যেও পার্থক্য করা অপরিহার্য। আর বান্দা এই পার্থক্য যে যত বেশি করবে, আল্লাহর জন্য তার ভালোবাসা, দাসত্ব ও আনুগত্য এবং গাইরুল্লাহর ইবাদত, ভালোবাসা ও আনুগত্য থেকে অমুখাপেক্ষিতা তত বেশি বৃদ্ধি পাবে।

এই পথভ্রষ্ট মুশরিকরা আল্লাহ এবং তাঁর সৃষ্টির মধ্যে সমতা বিধান করে। ইবরাহীম ﷺ বলেন,

أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ • أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ • فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ

> তোমরা কি কখনো গভীরভাবে লক্ষ করেছ, তোমরা কীসের ইবাদত করো? তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা? এরা সবই আমার শত্রু; একমাত্র জগৎসমূহের প্রতিপালক ছাড়া।[২৮৭]

তারা মাশায়িখদের অস্পষ্ট কথাগুলোকে আঁকড়ে থাকে, যেমনটা করেছিল খ্রিষ্টানরা।

---

[২৮৬] সূরা কাসাস, ২৮ : ৪১-৪২
[২৮৭] সূরা শুআরা, ২৬ : ৭৫-৭৭

www.QuranerAlo.net

'ফানা': পরিচয় ও প্রকারভেদ

এই বিভ্রান্ত তাসাওউফপন্থীদের বিভ্রান্তি বুঝতে আমরা একটা উদাহরণ পেশ করছি। তাদের ভ্রান্তির একটা উদাহরণ হলো 'ফানা'। উল্লেখ্য, 'ফানা' তিন প্রকার :

- পূর্ণাঙ্গ মানুষদের ফানা। পূর্ণাঙ্গ হলেন নবি এবং ওলিরা।
- মধ্যপন্থীদের ফানা। মধ্যপন্থী হলো ওলি এবং নেককাররা।
- আরেক প্রকার ফানা রয়েছে মুশাব্বিহা[২৮৮], মুলহিদ[২৮৯], মুনাফিকদের[২৯০] ফানা।

প্রথম প্রকার ফানা হলো, আল্লাহ ছাড়া অন্য সব কিছু থেকে ফানা হয়ে যাওয়া। বান্দা তখন শুধু আল্লাহকেই ভালোবাসে, একমাত্র তারই ইবাদত করে, তার ওপরই ভরসা রাখে, তিনি ছাড়া কারও কাছে কামনা করে না। এটাই সেই অর্থ, শাইখ আবূ জাইদের কথা থেকে যা উদ্দেশ্য নেওয়া উচিত :

أُرِيدُ أَنْ لَا أُرِيدَ إِلَّا مَا يُرِيدُ

'আমি কিছু চাওয়ার ইচ্ছা রাখি না, তবে শুধু তিনি যা চান তা ব্যতীত।'

---

[২৮৮] যারা সৃষ্টির জন্য স্রষ্টার সাদৃশ্য নিরূপণ করে।

[২৮৯] মুলহিদ শব্দের দুই অর্থ : (১) নাস্তিক, (২) দ্বীনের অকাট্য কোনো বিষয়ের অপব্যাখ্যাকারী।

[২৯০] যারা মুখে নিজেদের মুসলিম দাবি করে; কিন্তু অন্তরে কুফরি বিশ্বাস লালন করে, পরিভাষায় তাদের মুনাফিক বলা হয়। নিফাক যেহেতু অন্তরের বিষয়, আর অন্তর্যামী একমাত্র আল্লাহ, তিনি ওহির মাধ্যমে কাউকে জানালেই কেবল সে কারও নিফাক সম্পর্কে জানতে পারে। কারণ, শুধু বাহ্যিক নিদর্শন দেখে কাউকে মুনাফিক বলা দুষ্কর। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের পর যেহেতু ওহির ধারা বন্ধ হয়ে গেছে, তাই এখন আর পারিভাষিক মুনাফিক চেনার পথ বাকি থাকেনি। এ জন্য বর্তমান পরিভাষায় সাধারণত মুলহিদদের মুনাফিক বলা হয়।

www.QuranerAlo.net

অর্থাৎ আমি এমন বিষয়ই চাই, যার প্রতি তার ভালোবাসা এবং সন্তুষ্টি রয়েছে। আর তা হলো দ্বীনি বিধান; জাগতিক বিধান নয়।[২৯১]

বান্দার পরিপূর্ণতা এর মধ্যে যে, সে শুধু তা-ই চাবে, ভালোবাসবে এবং পছন্দ করবে যা আল্লাহ চান, ভালোবাসেন এবং পছন্দ করেন। আর আল্লাহ ভালোবাসেন তাঁর নির্দেশ পালন—অবশ্যপালনীয় বিধানসমূহের নির্দেশ এবং পছন্দনীয় বিধানসমূহের নির্দেশ। বান্দা সে জিনিসকেই ভালোবাসবে, যা আল্লাহ ভালোবাসেন। উদাহরণস্বরূপ : সে ভালোবাসবে ফেরেশতাগণকে, ভালোবাসবে নবি এবং নেককারগণকে। এটাই নিম্নলিখিত আয়াতে মুফাসসিরগণের ব্যাখ্যার মূলকথা :

إِلَّا مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

তবে যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে মুক্ত মন নিয়ে (সে মুক্তি পাবে)।[২৯২]

তারা এটাকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—আল্লাহ ছাড়া অন্য সকল কিছু থেকে মুক্ত; আল্লাহ ছাড়া অন্য সবকিছুর ইবাদত থেকে মুক্ত; আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া অন্য সবার ইচ্ছা থেকে মুক্ত; আল্লাহর ভালোবাসা ছাড়া অন্য সবার ভালোবাসা থেকে মুক্ত। সবগুলো কথার সারনির্যাস একই।

এ বিষয়টাকে 'ফানা' নামে নামকরণ করা হোক বা না হোক—এটাই ইসলামের সূচনা এবং সমাপ্তি, দ্বীনের অভ্যন্তর এবং বাহির।

দ্বিতীয় প্রকার ফানা হলো, আল্লাহ ছাড়া অন্য সবকিছু প্রত্যক্ষ করা থেকে ফানা হয়ে যাওয়া। এটা আল্লাহর পথের অনেক পথিকের অর্জিত হয়। কারণ, মহান স্রষ্টার যিকির, ইবাদত এবং ভালোবাসার প্রতি অন্তরের প্রচণ্ড আকর্ষণ থাকার কারণে, সম্মানিত উপাস্য ছাড়া অন্য সবকিছু থেকে অন্তর গাফিল হয়ে যাওয়ার কারণে এবং আখিরাতের লক্ষ্য ছাড়া অন্য সবকিছু বিস্মৃত হয়ে যাওয়ার কারণে তাদের এ অবস্থা হয়ে যায়। তাদের অন্তরে শুধু আল্লাহর স্মরণই বাকি থাকে; তারা শুধু তাকেই অনুভব করে। যেমন, এ আয়াতে বলা হয়েছে :

وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا

এদিকে মূসার মায়ের মন ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল। সে তো রহস্য ফাঁস করেই দিচ্ছিল; যদি না সে (আমার ওয়াদার প্রতি) দৃঢ় বিশ্বাসী থাকবে এ জন্য আমি

[২৯১] এ দুয়ের মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।
[২৯২] সূরা শুআরা, ২৬ : ৮৯

www.QuranerAlo.net

Contents

তার অন্তরকে বেঁধে না দিতাম।[২৯৩]

মুফাসসিরগণ আলোচ্য আয়াতের فَارِغًا (ব্যাকুল) শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন, 'মূসার স্মরণ ছাড়া অন্য সবকিছু থেকে ব্যাকুল'।

যার ওপর বিশেষ কোনো বিষয় চেপে বসে, তার সাধারণত এ অবস্থা ঘটে থাকে; হোক তা প্রেম, ভীতি কিংবা প্রত্যাশা। এ অবস্থায় তার অন্তর অন্য সবকিছু ভুলে শুধু সেই জিনিসের দিকেই ব্যাকুল হয়, যা সে ভালোবেসেছে, আশঙ্কা করেছে অথবা কামনা করেছে। সে যখন এই বিষয়ের মধ্যে ডুবে থাকে, তখন এ ছাড়া অন্য কিছুই আর অনুভব করে না।

ফানাবিশিষ্ট ব্যক্তির ওপর যখন এই অবস্থা প্রবল হয়, সে তখন নিজের অস্তিত্ব ভুলে গিয়ে ফানা হওয়া জিনিসের অস্তিত্বের মধ্যে, নিজের উপস্থিতি ভুলে গিয়ে ফানা হওয়া জিনিসের উপস্থিতির মধ্যে, নিজের স্মরণ ভুলে গিয়ে ফানা হওয়া জিনিসের স্মরণের মধ্যে, নিজের পরিচয় ভুলে গিয়ে ফানা হওয়া জিনিসের মধ্যে হারিয়ে যায়। একপর্যায়ে তার কাছে একদা যা ছিল না, অর্থাৎ সৃষ্টিজীব—যার মধ্যে রয়েছে বান্দা এবং অন্যান্য সৃষ্টি এ সবকিছু ফানা হয়ে যায় এবং তার স্মরণে শুধু সর্বদা অস্তিত্বশীল, অর্থাৎ মহান প্রতিপালকই বাকি থাকে। সৃষ্টি যে বাস্তবে নিঃশেষ হয়ে যায়, তা নয়; বরং এগুলো বান্দার দৃষ্টি ও স্মরণের মধ্যে ফানা হয়ে যায়। আল্লাহ ছাড়া সবকিছু ফানা হয়ে যায়—বান্দা তা অনুভব করা এবং প্রত্যক্ষ করা থেকে।

যখন এই অবস্থা শক্তিশালী হয়ে যায় এবং বান্দা নিজে দুর্বল থাকে তখন তার হালত এমন হয়ে যায় যে, সে পার্থক্য করার শক্তি পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে। সে কখনো ভেবে বসে, সে-ই তার প্রেমাস্পদ। যেমন একটা ঘটনা বর্ণিত আছে :

এক ব্যক্তি সমুদ্রে ঝাঁপ দিল। পেছনে পেছনে তার প্রেমিকও সমুদ্র ঝাঁপ দিলো। এ দেখে সেই ব্যক্তি বলল, আমি তো পড়ে গিয়েছিলাম। তোমাকে কোন জিনিস ফেলল? প্রেমিক জবাব দিলো, আমি তো তোমাতে হারিয়ে গিয়েছি। তাই আমি ভেবেছিলাম, তুমিই বুঝি আমি।

বিষয়টা অনুধাবন করতে অনেক আলিমই স্খলনের শিকার হয়েছে। তারা ভেবেছে, এটা বুঝি একীভূত হয়ে যাওয়ার আকিদা। এ ক্ষেত্রে প্রেমিক বুঝি প্রেমাস্পদের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়, ফলে উভয়ের অস্তিত্বের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না।

---

[২৯৩] সূরা কাসাস, ২৮ : ১০

www.QuranerAlo.net

এটা গলদ। কারণ, স্রষ্টার সঙ্গে কোনো কিছু একীভূত হয় না। বরং কোনো জিনিসই অন্য জিনিসের সঙ্গে একীভূত হয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এটা তখনই সম্ভব, যখন উভয়টার হাকিকত পরিবর্তন হয়ে যাবে। আর তাদের একীভূত হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে তৃতীয় কোনো জিনিস অস্তিত্বে আসবে। ফলে আর পার্থক্যই করা যাবে না যে, সে কি এটা নাকি ওটা। যেমন : যখন পানি ও দুধ একীভূত হয় কিংবা পানি ও মদ একীভূত হয়, তখন এ অবস্থার সৃষ্টি হয়।

তবে ইচ্ছাকৃত ও কাম্য কিংবা ইচ্ছাকৃত ও অপছন্দনীয় একীভূত হতে পারে। তখন ইচ্ছা ও অপছন্দীয়তার প্রকারে এ দুটো এক হবে। তখন প্রথমজন তা-ই ভালোবাসবে, দ্বিতীয়জন যা ভালোবাসে। প্রথমজন তা-ই ঘৃণা করবে, দ্বিতীয়জন যা ঘৃণা করে। প্রথমজন তাতেই সন্তুষ্ট হবে, দ্বিতীয়জন যাতে সন্তুষ্ট হয়। প্রথমজন তাতেই অসন্তুষ্ট হবে, দ্বিতীয়জন যাতে অসন্তুষ্ট হয়। প্রথমজন তা-ই অপছন্দ করবে, দ্বিতীয়জন যা অপছন্দ করে। প্রথমজন তার সঙ্গেই বন্ধুত্ব স্থাপন করবে, দ্বিতীয়জন যার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে। প্রথমজন তাকেই শত্রু হিসেবে গ্রহণ করবে, দ্বিতীয়জন যাকে শত্রু হিসেবে গ্রহণ করে।

এই যে দ্বিতীয় প্রকারের ফানা, এটা কোনো পূর্ণতা নয়; বরং এর পুরোটাতে রয়েছে ত্রুটি। ওলিদের আকাবির যারা, যেমন : আবূ বাকর ﷺ, উমার ﷺ এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রাথমিক অগ্রগামী সাহাবিরা কখনো এই ফানায় পতিত হননি। তাদের ঊর্ধ্বস্তন যারা রয়েছেন, অর্থাৎ নবিগণ, তারা তো নয়ই। এসব ফানার কিছু কিছু প্রকাশ দেখা গেছে সাহাবাযুগের পর।

অন্তরের বিশেষ অবস্থাস্বরূপ এ-জাতীয় যত ফানা রয়েছে, যার মধ্যে মানুষের বিবেকবুদ্ধি অকার্যকর হয়ে যায়, ভালো-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে যায়, এগুলো ঈমানের কোনো উচ্চতর হালত নয়। কারণ, ঈমানের ক্ষেত্রে সাহাবিরা ছিলেন অধিক পরিপূর্ণ, অধিক শক্তিশালী এবং অধিক সুদৃঢ়। তাদের কখনো এভাবে বিবেকবুদ্ধি অকার্যকর হয়ে যায়নি, এভাবে তারা প্রেমসাগরে ডুব দিয়ে অজ্ঞান হয়ে যাননি। তাদের মধ্যে এ ধরনের দুর্বলতা, মাতালতা, ফানা, হতবুদ্ধিতা বা উন্মাদনা দেখা দেয়নি।

বিষয়গুলোর সূচনা হয় বসরা শহরের কতক বুজুর্গ তাবেয়িদের মধ্যে। তাদের মধ্যে কেউ তো এমন ছিলেন, যিনি কুরআন শুনলে অজ্ঞান হয়ে যেতেন। কেউ আবার এমন ছিলেন, যিনি তিলাওয়াতের প্রতিক্রিয়ায় মৃত্যুর সুধা পান করেছেন। যেমন : আবূ

www.QuranerAlo.net

জুহায়র জরির ﵀, জুরারা ইবনু আওফা ﵀ প্রমুখ।

একইভাবে সুফিবাদী শাইখদের মধ্যে আরও অনেকেই ছিলেন, যাদের ওপর ফানা এবং মাতালতার অবস্থা আপতিত হওয়ার কারণে, তাদের বিবেচনাবোধ দুর্বল হয়ে যেত। সে অবস্থায় তারা এমন অনেক কথাই বলে ফেলতেন, যা বিশেষ অবস্থা কেটে যাওয়ার পর নিজেরাই বুঝতে পারতেন সেগুলো ভুল ছিল। আবূ ইয়াজিদ ﵀, আবুল হুসাইন নুরি ﵀ ও আবূ বাকর শিবলি ﵀ প্রমুখদের ব্যাপারে এ ধরনের কথা বর্ণিত হয়েছে। তাদের ব্যতিক্রম ছিলেন আবূ সুলায়মান দারানি ﵀, মারুফ কারখি ﵀, ফুজায়ল ইবনু ইয়াজ ﵀, এমনকি জুনায়েদ বাগদাদি ﵀ প্রমুখগণ। বিশেষ হালতের সময়ও তাদের বিবেকবুদ্ধি এবং বিবেচনাবোধ তাদের সঙ্গেই থাকত। ফলে তারা এ ধরনের ফানা, মাতালতা প্রভৃতিতে পতিত হতেন না।

তাদের মধ্যে পরিপূর্ণ যারা, তাদের অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসা, ইচ্ছা এবং ইবাদত ছাড়া আর কিছু থাকে না। তাদের কাছে ইলম এবং বিবেচনাবোধের এমন বিস্তৃত ভান্ডার থাকে, যার মাধ্যমে তারা প্রতিটা বিষয়কে যথাযথভাবে প্রত্যক্ষ করেন, বরং তারা এ-ও প্রত্যক্ষ করেন যে, সৃষ্টিজীব আল্লাহর নির্দেশে বিদ্যমান, তাঁর ইচ্ছায় পরিচালিত; বরং তাঁরই আহ্বানে সাড়া দানকারী, তাঁর জন্য অনুগত। তাদের জন্য সৃষ্টির মধ্যে থাকে উপদেশ এবং স্রষ্টার স্মরণ। তারা এ সবকিছু যা প্রত্যক্ষ করে, তাদের জন্য এগুলো হয় শক্তি সঞ্চয়কারী এবং অন্তরে লালিত বিশ্বাস সুদৃঢ়কারী। আর তাদের অন্তরজুড়ে রয়েছে আল্লাহ—যিনি এক, যার কোনো শরিক নেই—তাঁর জন্য দ্বীনকে একনিষ্ঠ করা এবং তার জন্য তাওহীদ ও তার ইবাদতকে নিষ্কলুষ রাখার চেতনা।

এটাই সেই হাকিকত, কুরআন যার দিকে আহ্বান করেছে এবং যা প্রতিষ্ঠা করে গেছেন ঈমান বাস্তবায়নকারী ও ঈমানের দাবি পূর্ণকারী মারিফাতের শাইখরা। আমাদের নবি ﷺ তাদের সকলের ইমাম এবং সর্বাধিক পরিপূর্ণ। এ জন্য মিরাজের রাতে তাকে যখন ঊর্ধ্বাকাশে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং তিনি সেখানকার নিদর্শনাবলি প্রত্যক্ষ করেছেন, এমনকি তার প্রতি একান্ত আলাপনের যে প্রত্যাদেশ নাযিল করার ছিল তা-ও নাযিল করা হয়েছে, এ সবকিছুর পরও তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষের মধ্যে ভোর যাপন করেছেন। তার অবস্থায় কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। তার ওপর বিশেষ চিহ্নও প্রকাশিত হয়নি। পক্ষান্তরে মূসা ﵇-এর ক্ষেত্রে অবস্থা ভিন্ন হয়েছিল। তার ওপর আল্লাহর নূরের আচ্ছাদন বিশেষ প্রভাব প্রকাশিত হয়েছিল। (তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন।) আল্লাহ তাদের সকলের ওপর সালাত এবং সালাম বর্ষণ করুন।

www.QuranerAlo.net

ফানার তৃতীয় আরেকটি প্রকার রয়েছে, যেটাকেও ফানা নামে নামকরণ করা হয়ে থাকে। তা হলো এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো অস্তিত্ববান সত্তা নেই। সুতরাং প্রতিপালক ও বান্দার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এটা হচ্ছে গোমরাহপন্থী এবং ইলহাদপন্থীদের ফানা; যারা হুলুল[২৯৪] এবং ইত্তেহাদের[২৯৫] রোগে আক্রান্ত। সরল পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত মাশায়িখরা এ থেকে মুক্ত। কোনো সরলপন্থী শাইখ যখন এ কথা বলেন যে, 'আমি আল্লাহ ছাড়া কিছু দেখছি না', অথবা 'আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর দিকে আমি দৃষ্টিপাত করি না' ইত্যাদি, এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হয়, 'আমি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো প্রতিপালক ও সৃষ্টিকর্তা কিংবা তিনি ছাড়া কোনো পরিচালক বা তিনি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহকে দেখছি না'। আমি অন্য কারও দিকে ভালোবাসার দৃষ্টিতে, ভয়ের দৃষ্টিতে অথবা প্রত্যাশার চোখে তাকাচ্ছি না। কারণ, চোখ সে দিকেই তাকায়, যার সঙ্গে অন্তর সম্পৃক্ত থাকে।

সুতরাং যে কোনো জিনিসকে ভালোবাসে, প্রত্যাশা করে অথবা ভয় করে সে সেই জিনিসের দিকে নজর রাখে। আর যখন কোনো কিছুর প্রতি অন্তরে ভালোবাসা, প্রত্যাশা, ভয়, বিদ্বেষ কিংবা এ ছাড়া অন্য কোনো সম্পৃক্ততা থাকে না তখন অন্তর সে দিকে দৃষ্টিপাত করতে, তাকাতে ও তার অবস্থাদি পর্যবেক্ষণ করতে চায় না। ঘটনাক্রমে কখনো যদি চোখ পড়েও যায় তবুও তা অন্তরে কোনো রেখাপাত করে না। মনে হয়, সে যেন কোনো দেয়াল বা এ-জাতীয় কিছুই দেখল, যার সঙ্গে অন্তরের কোনো সম্পৃক্ততা নেই।

নেককার মাশায়েখরা উল্লেখ করে থাকেন, তাওহীদকে সকল কিছু থেকে মুক্ত রাখা

---

[২৯৪] হুলুল মূলত হিন্দুআনি আকিদা।

হুলুল হলো আল্লাহর সত্তা অন্য কারও সত্তার মধ্যে অবতারিত হওয়া কিংবা অন্য কোনো সত্তা আল্লাহর সত্তার মধ্যে অবতারিত হয়ে যাওয়া। হিন্দুরা বিশ্বাস করে, প্রভু মানুষ, প্রাণী, বৃক্ষ, পাথরসহ সবকিছুর মধ্যে অবতারিত হন।

শাইখ আবদুল হক হক্কানি ﷺ বলেন, যেসব মূর্খ লোকেরা বলে, আল্লাহর খাস ওলিগণ আল্লাহর সত্তার মধ্যে এমনভাবে লীন হয়ে যান, যেমন বরফ পানির মধ্যে এবং বিন্দু সমুদ্রের মধ্যে লীন হয়ে যায়, এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং স্পষ্ট কুফর। (*আকায়িদুল ইসলাম*) যারা বলে বেড়ায়, আল্লাহ সত্তাগতভাবে সর্বত্র বিরাজমান, তারা মূলত জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে এ বিভ্রান্তিতেই পতিত। হ্যাঁ, আল্লাহ জ্ঞানগতভাবে এবং দর্শন ও শ্রবণগতভাবে সর্বত্র বিরাজমান—এতে কোনো সন্দেহ নেই।

[২৯৫] ইত্তেহাদ শব্দের অর্থ হলো এক হয়ে যাওয়া।

অর্থাৎ দুটো ভিন্ন হাকিকতের জিনিস একটির সঙ্গে অন্যটি দ্রবীভূত ও মিশ্রিত হয়ে এক সত্তায় পরিণত হওয়া। হুলুলের সঙ্গে এর পার্থক্য হলো, হুলুলের মধ্যে দুটো সত্তাকে সাব্যস্ত করা হয়। পক্ষান্তরে ইত্তিহাদের মধ্যে দুটোকে মিলিয়ে সেরেফ একটি সত্তাকেই সাব্যস্ত করা হয়। আর হুলুল আলাদা হওয়াকে গ্রহণ করে, পক্ষান্তরে ইত্তিহাদ ভিন্ন ভিন্ন সত্তাকে অভিন্ন সত্তায় পরিণত করে রাখে, যা আর কখনো আলাদা হতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ : খ্রিষ্টানরা ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস করে। অর্থাৎ তারা প্রভু, যিশু এবং মারয়াম—এই তিনও সত্তাকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে। তাদের বিশ্বাস, প্রভু এই তিন সত্তার মধ্যে দ্রবীভূত ও মিশ্রিত হয়ে গেছেন। সুতরাং যিশু এবং মারয়ামের সঙ্গে প্রভুর ইত্তিহাদ হয়েছে।

www.QuranerAlo.net

এবং সমগ্র দ্বীনকে আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ রাখা উচিত। ফলে বান্দা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও দিকে দৃষ্টিপাত করবে না, তিনি ছাড়া অন্য কারও দিকে তাকাবে না—না ভালোবেসে, না ভয় করে, আর না প্রত্যাশা রেখে; বরং অন্তর গোটা সৃষ্টিজীব থেকে মুক্ত থাকবে, আল্লাহ ছাড়া সবকিছু থেকে শূন্য থাকবে। এমনকি সৃষ্টিজীবের দিকে তাকালে একমাত্র আল্লাহর নুরসহ তাকাবে।

সে হকের কান দিয়ে শুনবে, হকের চোখ দিয়ে দেখবে, হকের হাত দিয়ে ধরবে, হকের পা দিয়ে চলবে। সে সৃষ্টির মধ্য থেকে শুধু সেই জিনিসগুলোকেই ভালোবাসবে, যা আল্লাহ ভালোবাসেন। সে এগুলোর মধ্যে শুধু সেই জিনিসগুলোকেই ঘৃণা করবে, যা আল্লাহ ঘৃণা করেন। সে এর মধ্য থেকে আল্লাহ যাদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন, সেরেফ তাদেরই বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে। সে এগুলোর মধ্য থেকে আল্লাহ যাদের শত্রু হিসেবে গ্রহণ করেছেন, কেবল তাদেরই শত্রু হিসেবে গ্রহণ করবে।

এসব কিছুর ব্যাপারে সে আল্লাহকে ভয় করবে, আর আল্লাহর ব্যাপারে এসব কিছুকে মোটেও ভয় করবে না। সে এসব ব্যাপারে আল্লাহর কাছে প্রত্যাশা করবে, আর সে আল্লাহর ব্যাপারে এসব কিছুর কাছে প্রত্যাশা করবে না। এটাই সেই অন্তর, যা নিরাপদ, একনিষ্ঠ, তাওহীদপন্থী, মুসলিম, মুমিন, হাকিকত বাস্তবায়নকারী, যা নবিগণের মারিফত, হাকিকত ও তাওহীদের ব্যাপারে জ্ঞাত।

এই তৃতীয় প্রকার ফানা—অর্থাৎ অস্তিত্বের ক্ষেত্রে ফানা হয়ে যাওয়া[২৯৬]—হলো ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়ের হাকিকত, মারিফাত ও তাওহীদ। এই ফানার ধ্বজাধারীদের মধ্যে রয়েছে কারামিতা[২৯৭] ও তাদের অনুরূপ সম্প্রদায়গুলো।

আর যে ফানার ওপর রয়েছেন নবিগণের অনুসারীরা, তা হলো প্রশংসিত ফানা; যার অধিকারী এমন সব ব্যক্তি, আল্লাহ যাদের প্রশংসা করেছেন। এই প্রকার ফানার অধিকারী হলো আল্লাহ তাআলার মুত্তাকি ওলি, সফলকাম দল এবং বিজয়ী সৈন্যবাহিনী।

মাশায়িখ ও বুজুর্গদের উপরিউক্ত কথার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, আমি আমার দুচোখ দ্বারা যে মাখলুককে দেখতে পাচ্ছি, তা আকাশসমূহ ও পৃথিবীর প্রতিপালক। কারণ, এ কথা শুধু সে-ই বলবে, যে গোমরাহি ও ফ্যাসাদের চূড়ান্ত স্তরে নিমজ্জিত রয়েছে।

---

[২৯৬] অর্থাৎ হুলুল এবং ইত্তিহাদের আকিদা।

[২৯৭] ভ্রান্ত ইসমাইলি বাতিনি শিয়াদের একটি উপদল। শাইখুল ইসলাম তাঁর *'দারয়ু তাআরুযিল আকলি ওয়ান নাকল'* গ্রন্থে (১/১৭৬) এদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

www.QuranerAlo.net

হয়তো তার আকল নষ্ট অথবা তার আকিদা নষ্ট। ফলে সে উন্মাদনা ও নাস্তিক্যবাদের মধ্যে দোদুল্যমান।

প্রত্যেক এমন মাশায়িখ, যারা দ্বীনের ক্ষেত্রে অনুসরণীয়, তারা সে ব্যাপারে একমত, যে ব্যাপারে উম্মাহর সালাফ ও ইমামগণ একমত। আর তা এই যে, আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন। সৃষ্টির মধ্যে তাঁর সত্তার কোনো অংশ নেই। আর তাঁর সত্তার মধ্যেও সৃষ্টির কোনো অংশ নেই। চিরন্তন সত্তাকে ধ্বংসশীল সত্তা থেকে পৃথক করা ও স্রষ্টাকে সৃষ্টি থেকে আলাদা করা অবশ্যম্ভাবী। অনুসৃত মাশায়িখগণের কথায় বিষয়টা এত বেশি এসেছে যে, তা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না।

তারা অন্তরের রোগব্যাধি ও সন্দেহ-সংশয় সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। অন্তরে বিবেচনাবোধ ও পার্থক্য করার ক্ষমতা না থাকার কারণে কিছু মানুষ সৃষ্টির অস্তিত্বকে প্রত্যক্ষ করার পর, সৃষ্টিকেই আকাশ ও যমীনের স্রষ্টা ভেবে বসে। তাদের অবস্থা ঠিক ওই ব্যক্তির মতো, যে সূর্যের কিরণ দেখেই তাকে আকাশের সূর্য মনে করে।

ফারাক এবং জমা

মাশায়িখগণ 'ফারাক' (পৃথকীকরণ) ও 'জমা' (একত্রকরণ) নিয়েও আলোচনা করেছেন। এ ক্ষেত্রেও তাদের বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য রয়েছে, যেমনটা ছিল ফানার ক্ষেত্রে।

বান্দা যখন সৃষ্টিজীবের মধ্যে পার্থক্য ও আধিক্য দেখতে পায়, তখন তার অন্তর এসবের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। তার ভাবনা বিক্ষিপ্ত হয়। সে নিজের সামনে অনেক কিছু প্রত্যক্ষ করে। এভাবে তার অন্তর সৃষ্টির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যায় ভালোবাসা, ভয় কিংবা প্রত্যাশার ভিত্তিতে। এরপর যখন সে 'জমা'র দিকে স্থানান্তরিত হয় তখন তার অন্তর একত্রীভূত হয় মহান আল্লাহ—যিনি এক, যার কোনো শরিক নেই—এর তাওহীদ এবং তার ইবাদতের ওপর।

এ অবস্থায় বান্দার অন্তর সৃষ্টির দিকে ঝুঁকে যাওয়ার পর পুনরায় আল্লাহর দিকে ঝোঁকে। ফলে তার ভালোবাসা হয় তার প্রতিপালকের জন্য। তার ভয় হয় তার প্রতিপালকের জন্য। তার প্রত্যাশাও হয় তার রবের জন্য। তার সাহায্য প্রার্থনাও হয় তার রবের কাছে।

www.QuranerAlo.net

অন্তরের এই বিশেষ অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পর বান্দা সৃষ্টির দিকে নজর দেওয়ার সক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তার চোখে যেহেতু স্রষ্টা ছাড়া আর কিছু থাকে না, তাই সে সৃষ্টিকে স্রষ্টার থেকে আলাদা করার শক্তিও পায় না। ফলে সে হকের ওপর 'জমা' হয়ে যায়, সৃষ্টি থেকে বিমুখ হয়, এসবের দিকে আর দৃষ্টিপাতই করে না। আল্লাহ ছাড়া কোনো কিছু কামনাও করে না। এটা মূলত ফানার দ্বিতীয় প্রকারের একটি দৃষ্টান্ত।

জমার আরেকটি অবস্থা হলো, বান্দা যখন লক্ষ করবে—সমগ্র সৃষ্টিজীব আল্লাহর কুদরতে প্রতিষ্ঠিত, তাঁর আদেশে পরিচালিত; সে প্রত্যক্ষ করবে—সৃষ্টির সংখ্যাধিক্য আল্লাহর একত্বের সামনে বিলীন; আল্লাহই সমগ্র সৃষ্টির প্রতিপালক, উপাস্য, সৃষ্টিকর্তা এবং অধিকর্তা তখন বান্দার অন্তর আল্লাহর জন্য ইখলাস, ভালোবাসা, ভয়, আশা, সাহায্য প্রার্থনা, ভরসা, তাঁকে কেন্দ্র করে ভালোবাসা এবং শত্রুতা পোষণ করা ইত্যাদি গুণাবলির ভিত্তিতে এক মহান সত্তার ওপর কেন্দ্রীভূত হয়ে যাবে। সে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য দেখবে, চিরন্তন সত্তা ও ধ্বংসশীল সত্তার মধ্যে পার্থক্য করবে, সর্বোপরি স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্টির পার্থক্য আর স্রষ্টার এককত্ব এবং সৃষ্টিজীবের আধিক্য প্রত্যক্ষ করবে। পাশাপাশি সে মনে-প্রাণে সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহই সকল কিছুর প্রতিপালক, অধিকর্তা ও সৃষ্টিকর্তা। একমাত্র তিনিই ইলাহ; তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।

এটাই বিশুদ্ধ এবং সরল দৃষ্টিভঙ্গি। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে আবশ্যক করা হয়েছে অন্তরের জ্ঞানে, মুখের সাক্ষ্যে, বান্দার স্মরণে ও পরিচয়ে; একইভাবে অন্তরের হালতে ও বাহ্যিক ইবাদতে, বান্দার লক্ষ্য ও ইচ্ছায়, তার ভালোবাসায়, হৃদ্যতায় এবং আনুগত্যে।

এটা হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সাক্ষ্যের বাস্তবায়ন। কারণ, তাওহীদের কালিমা বান্দার অন্তর থেকে আল্লাহ ছাড়া অন্য সবকিছুর উলুহিয়্যাতকে নাকচ করে দেয় এবং তার অন্তরে একমাত্র আল্লাহ তাআলার উলুহিয়্যাতকে স্থির করে দেয়। ফলে একজন মুমিন বান্দা সকল সৃষ্টি থেকে উলুহিয়্যাত নাকচকারী এবং আসমান ও যমীনের একক প্রতিপালক আল্লাহর জন্য উলুহিয়্যাত সাব্যস্তকারী হয়ে যায়।

মুমিন বান্দার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, তার অন্তর আল্লাহ তাআলার মহান সত্তার ওপর কেন্দ্রীভূত, আর তাতে থাকে আল্লাহ ছাড়া অন্য সবকিছু ত্যাগ করার ব্যাপারে দ্বিধাহীন সিদ্ধান্ত।

ফলে বান্দা স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্যকারী হয়ে যায়—তার জ্ঞান ও লক্ষ্যের ক্ষেত্রে, তার সাক্ষ্য ও ইচ্ছার ক্ষেত্রে, তার মারিফাত ও ভালোবাসার ক্ষেত্রে। মুমিন বান্দা

www.QuranerAlo.net

আল্লাহর ব্যাপারে জ্ঞানী হয়, তার স্মরণকারী হয়, তার পরিচয় লাভকারী হয়। এর পাশাপাশি তার এ জ্ঞানও থাকে যে, আল্লাহ তার সৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন, আল্লাহ সকলের থেকে আলাদা এবং একমাত্র তিনিই একত্বের অধিকারী।

সে হবে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা লালনকারী, তার মর্যাদাবোধ লালনকারী, তার ইবাদতকারী, তাকে প্রত্যাশাকারী, তাকে ভয়কারী, তাকে কেন্দ্র করে বন্ধুত্ব স্থাপনকারী, তাকে কেন্দ্র করে শত্রুতা পোষণকারী, তার কাছে সাহায্য প্রার্থনাকারী এবং তার ওপর ভরসাকারী। একইভাবে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করা, কারও ওপর ভরসা করা, কারও কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা, অন্য কাউকে ভয় করা, অন্য কাউকে প্রত্যাশা করা, অন্য কাউকে কেন্দ্র করে বন্ধুত্ব স্থাপন করা, অন্য কাউকে কেন্দ্র করে শত্রুতা পোষণ করা, অন্য কারও আদেশ মান্য করা প্রভৃতি—যেগুলো আল্লাহর উলুহিয়্যাতের বৈশিষ্ট্য—এগুলো থেকে সর্বদা বিরত।

বান্দা যখন আল্লাহর জন্য উলুহিয়্যাত সাব্যস্ত করে এবং অন্য সবার থেকে উলুহিয়্যাতকে নাকচ করে তখন তার কাজটা এ কথাই প্রমাণ করে যে, সে তাওহীদুর রুবুবিয়্যাতকেও স্বীকার করে। তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ হলো এ কথা বিশ্বাস করা যে, একমাত্র আল্লাহ তাআলা সকল কিছুর প্রতিপালক, সকল কিছুর অধিকর্তা, সৃষ্টিকর্তা এবং পরিচালক। এ উভয় প্রকার তাওহীদ যখন কোনো বান্দার অন্তরে স্থান করে নেয় তখন সে হয় আল্লাহ তাআলার তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপনকারী একজন মুসলিম হিসেবে গণ্য হয়।

www.QuranerAlo.net

আল্লাহের যিকির প্রসঙ্গ

ওপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, সর্বোত্তম যিকির হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'।[২৯৮] যেমনটা ইমাম তিরমিযি, ইবনু আবিদ দুনইয়া এবং অন্যান্যরা নবি ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন,

أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ

> সর্বোত্তম যিকির হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং সর্বোত্তম দুআ হলো আলহামদুলিল্লাহ।[২৯৯]

মুয়াত্তা এবং অন্যান্য গ্রন্থে তালহা ইবনু উবাইদিল্লাহ ইবনি কুরাইজ থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবি ﷺ বলেছেন,

أَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

> আমি এবং আমার পূর্বের নবিগণ যা বলেছি, এর মধ্যে সর্বোত্তম হলো এই কালিমা—'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক, তার কোনো শরিক নেই। রাজত্ব এবং তাঁরই জন্য প্রশংসা। আর তিনি সর্ববিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান।'[৩০০]

যারা মনে করে, এটা হলো সাধারণ মানুষের যিকির। বিশেষ লোকদের যিকির হলো

---

[২৯৮] যেহেতু তা তাওহীদের সাক্ষ্যকে ধারণ করে।
[২৯৯] *সুনানুত তিরমিযি* : ৩৩৮৩; *আশ-শুকর*, ইবনু আবিদ দুনয়া : ১০৩
[৩০০] *মুয়াত্তা* : ১/৪২২, ২৪৬

www.QuranerAlo.net

শুধু 'আল্লাহ আল্লাহ'। আর বিশেষদের মধ্যে বিশেষ লোকদের যিকির হলো শুধু সর্বনাম। বস্তুত তারা পথভ্রষ্ট এবং ভ্রান্তিতে নিপতিত।

কেউ কেউ আবার এ ব্যাপারে প্রমাণস্বরূপ নিচের আয়াত উল্লেখ করে,

قُلِ اللهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ

বলে দিন, আল্লাহ। এরপর তাদের ছেড়ে দিন, তারা তাদের নিরর্থক আলোচনায় মত্ত থাকুক।[৩০১]

যারা এ আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণ পেশ করে, তারা হলো এদের মধ্যে সবচেয়ে সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে নিপতিত। কারণ, এখানে নির্দেশবাচক সম্বোধনের পর 'আল্লাহ' শব্দটা মূলত আয়াতের পূর্ববর্তী একটা প্রশ্নের জবাবে উল্লেখিত হয়েছে। আয়াতের পূর্বের সেই অংশটা হলো :

قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللهُ

আপনি বলুন, মূসা যে কিতাব নিয়ে এসেছিল, তা কে নাযিল করেছিল, যা মানুষের জন্য আলো ও হিদায়াত ছিল এবং যা তোমরা বিভিন্ন পৃষ্ঠা আকারে রেখে দিয়েছিলে, যার মধ্য হতে কিছু তোমরা প্রকাশ করো এবং যার অনেকাংশ তোমরা গোপন করো এবং (যার মাধ্যমে) তোমাদের এমন সব বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল, যা তোমরা জানতে না এবং তোমাদের বাপ-দাদারাও নয়? আপনি বলুন, (সে কিতাব নাযিল করেছিলেন) আল্লাহ।

অর্থাৎ আল্লাহই সেই সত্তা, যিনি সেই কিতাব নাযিল করেছেন, যা নিয়ে মূসা ﷺ এসেছিলেন। সুতরাং আল্লাহ শব্দটা বাক্যের একটা অংশ, যার অপরাংশ উহ্য রয়েছে; যার প্রতি পূর্ববর্তী প্রশ্নবোধক বাক্য ইঙ্গিত করছে। আরবি ভাষায় এর অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন : জিজ্ঞেস করা হয়, 'তার প্রতিবেশী কে?' উত্তরে বলা হয়, 'জায়দ।'

শুধু আল্লাহ শব্দ বা শুধু সর্বনাম তো কোনো পূর্ণ বাক্য নয়। এমন কোনো কথাও নয়, যা থেকে একটা অর্থ বোঝা যায়। এমনকি এর সঙ্গে ইমান-কুফর বা আদেশ-নিষেধেরও কোনো সম্পর্ক নেই।

উম্মাহর কোনো সালাফ যিকিরের এমন পদ্ধতি উল্লেখ করেননি। রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও

[৩০১] সূরা আনআম, ৬ : ৯১

www.QuranerAlo.net

এটাকে শরিয়ত হিসেবে নির্ধারণ করে যাননি। এ ছাড়াও শুধু এই শব্দটা অন্তরে কোনো মারিফাত কিংবা উপকারী কোনো হালতও সৃষ্টি করে না। তা শুধু এক সাধারণ কল্পনা জাগায়, যা কোনো কিছু সাব্যস্ত করে না, আর কোনো কিছু নাকচও করে না।

যদি এর সঙ্গে অন্তরের মারিফাত বা হালত যোগ না হয়, যেটা কোনো ফায়দা পৌঁছাতে পারে, তাহলে সে অবস্থায় এই শব্দের যিকিরের মধ্যে কোনো ফায়দাই নেই। শরিয়ত এমন সব যিকিরকেই অনুমোদন করেছে, যা কোনো ফায়দা পৌঁছায়। এমন নয় যে, তা থাকে ফায়দাশূন্য আর অন্য বিষয়ের মাধ্যমে ফায়দা অর্জিত হয়।

যারা নিয়মিত এ যিকিরের প্রতি যত্নবান ছিল, তারা বিভিন্ন ধরনের ইলহাদে এবং হরেক রকমের ইত্তিহাদে আক্রান্ত হয়েছে। যার বিস্তারিত আলোচনা আমরা অন্যত্র করেছি।

জনৈক শাইখের ব্যাপারে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি বলতেন, আমি নাফি এবং ইসবাতের[৩০২] মাঝামাঝি মৃত্যুবরণ করাকে ভয় করি। এটা তার বিশেষ এক অবস্থা, যে ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে অনুসরণ করা যায় না। কারণ, এটা এমনই ভুল, যাতে কোনো দুর্বোধ্যতা নেই। বান্দা যদি নাফি এবং ইসবাতের মাঝামাঝি এসে মারা যায়, তবুও সে ওই অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করবে, যা তার অন্তরের ইচ্ছা এবং নিয়ত ছিল। কেননা আমল বিবেচিত হয় নিয়তের মাধ্যমে।

এটা প্রমাণিত যে, নবি ﷺ মুমূর্ষু ব্যক্তিকে কালিমার তালকিন[৩০৩] দিতে বলেছেন।[৩০৪] তিনি বলেন,

مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

যার শেষ কথা হবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৩০৫]

এই শাইখ যা বলেছেন, তা যদি আশঙ্কার বিষয় হতো, তাহলে নিশ্চয়ই মুমূর্ষু ব্যক্তিকে

---

[৩০২] কালিমার 'লা ইলাহা' অংশটা নাফি তথা না-বাচক এবং 'ইল্লাল্লাহ' অংশটা ইসবাত তথা হ্যাঁ-বাচক। উদ্দেশ্য হলো, আমার ভয় হয়, না জানি আমার মৃত্যু এমতাবস্থায় হয় যে, আমি 'লা ইলাহা' বলে সকল ইলাহকে তো নাকচ করে দিলাম; কিন্তু 'ইল্লাল্লাহ' বলে সবার থেকে আলাদা করে একমাত্র আল্লাহকে সত্যায়ন করার আগেই আমার মৃত্যু হয়ে গেল। তো এ অবস্থায় আমি তো সকল ইলাহের প্রতি অস্বীকৃতি নিয়ে ইহধাম ত্যাগ করলাম। আল্লাহকে আর নিজের ইলাহ হিসেবে ঘোষণা দিয়ে যেতে পারলাম না।

[৩০৩] কালিমার তালকিন হলো মৃত ব্যক্তির কাছে বসে হালকা আওয়াজে কালিমা পড়তে থাকা, সরাসরি তাকে পড়ার জন্য নির্দেশ না দেওয়া।

[৩০৪] *সহীহ মুসলিম* : ৯১৭

[৩০৫] *সুনানে আবি দাউদ* : ৩১১৬

www.QuranerAlo.net

এমন কোনো কালিমার তালকিন দিতে বলা হতো না, যা পাঠরত অবস্থায় তার মৃত্যু হওয়ার আশঙ্কা থাকলে, তা হবে অপ্রশংসনীয় মৃত্যু। বরং তাকে এই নাফি-ইসবাতের তালকিন বাদ দিয়ে শুধু 'আল্লাহ' শব্দের তালকিন করার কথা বলা হতো।

শুধু সর্বনাম জপে যিকির করা সুন্নত থেকে অধিক দূরবর্তী, বিদআতের মধ্যে অধিক প্রবিষ্ট এবং শয়তানের ভ্রষ্টতার অধিক নিকটবর্তী। কারণ, যে ব্যক্তি এভাবে যিকির করে, 'হুওয়া ইয়া হুওয়া, অথবা 'হুওয়া হুওয়া' কিংবা এ-জাতীয় অন্য কোনো শব্দ, তার এই যিকিরে উল্লেখিত সর্বনাম তো সে দিকেই ফিরবে, যা তার অন্তর কল্পনা করছে। আর অন্তর তো কখনো সৎপথপ্রাপ্ত হয়, আবার কখনো বিপথগামী হয়।

আল-ফুসুস গ্রন্থপ্রণেতা একটা বই লিখেছেন, তিনি যার নাম দিয়েছেন আল-হুওয়া।

কোনো কোনো সুফি তো দাবি করে,

وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ

তার ব্যাখ্যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।[৩০৬]

আয়াতের অর্থ হলো, এই নামটি, অর্থাৎ 'হুওয়া' শব্দটির ব্যাখ্যা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।

এটা এমনই সুস্পষ্ট বাতিল ব্যাখ্যা যে, এই ব্যাপারে সকল মুসলিম বিশেষ করে বিবেকবানরা ঐকমত্য পোষণ করবেন। আয়াতের এমন ব্যাখ্যা শুধু একটি শ্রেণির মানুষের পক্ষেই ধারণা করা সম্ভব। আমি একবার তাদের একজনকে বললাম, যে এ ধরনের কিছু কথা বলেছিল, 'বিষয়টা যদি তেমনই হতো, যেমন তুমি বললে, তাহলে তো আয়াতটা تَأْوِيلَه না লিখে تَأْوِيل هو (আলাদাভাবে) লেখা হতো।'

কিছু কিছু শাইখ অধিক পরিমাণে যে কথাটি বলে থাকে তা হলো, আমরা যে 'আল্লাহ আল্লাহ' যিকির করি এর প্রমাণ হলো সূরা আনআমের এই আয়াত :

قُلِ اللهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ

আপনি বলুন, আল্লাহ। এরপর তাদের ছেড়ে দিন।[৩০৭]

তাদের বক্তব্য হলো, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাঁর নবিকে 'আল্লাহ' বলে যিকির

[৩০৬] সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৭
[৩০৭] সূরা আনআম, ৬ : ৯১

www.QuranerAlo.net

করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আলিমগণের সর্বসম্মতিক্রমে এটা গলদ ব্যাখ্যা। কারণ "আপনি বলুন, আল্লাহ"—এ কথার অর্থ হলো, আল্লাহই সেই সত্তা, যিনি ওই কিতাব নাযিল করেছেন, যা মূসা ﷺ নিয়ে এসেছিলেন। এটা মূলত আগের কথার জবাব :

قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللهُ

> আপনি বলুন, মূসা যে কিতাব নিয়ে এসেছিল, তা কে নাযিল করেছিল, যা মানুষের জন্য আলো ও হিদায়াত ছিল এবং যা তোমরা বিভিন্ন পৃষ্ঠা আকারে রেখে দিয়েছিলে, যার মধ্য হতে কিছু তোমরা প্রকাশ করো এবং যার অনেকাংশ তোমরা গোপন করো এবং (যার মাধ্যমে) তোমাদের এমন সব বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল, যা তোমরা জানতে না এবং তোমাদের বাপ-দাদারাও নয়? আপনি বলুন, (সে কিতাব নাযিল করেছিলেন) আল্লাহ।

অর্থাৎ আল্লাহই সেই সত্তা, যিনি সেই কিতাব নাযিল করেছেন, যা নিয়ে মূসা ﷺ এসেছিলেন। এ কথার মাধ্যমে তিনি মূলত ওই সব মানুষের কথাকে খণ্ডন করেছেন, যারা বলে,

مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ

> আল্লাহ মানুষের ওপর কোনো কিছু অবতীর্ণ করেননি।

এরপর আল্লাহ বলছেন, আচ্ছা, তাহলে মূসা ﷺ যে কিতাব নিয়ে এসেছিল, তা কে নাযিল করেছিল? এরপর তিনি নিজেই বললেন, আপনি বলুন, আল্লাহ তা অবতীর্ণ করেছেন। এরপর এই মিথ্যাচারীদের ছেড়ে দিন, তারা তাদের বেহূদা কথাবার্তায় লিপ্ত থেকে আনন্দ-ফুর্তি করতে থাকুক।

আমাদের উপরিউক্ত আলোচনার স্বপক্ষে আরেকটি স্পষ্ট প্রমাণ হলো, ইমাম সিবুওয়াই ﷺ সহ আরবি ব্যাকরণশাস্ত্রের অন্যান্য ইমামগণ বলেছেন,

الْعَرَبَ يَحْكُونَ بِالْقَوْلِ مَا كَانَ كَلَامًا لَا يَحْكُونَ بِهِ مَا كَانَ قَوْلًا فَالْقَوْلُ لَا يُحْكَى بِهِ إِلَّا كَلَامٌ تَامٌّ أَوْ جُمْلَةٌ اسْمِيَّةٌ أَوْ فِعْلِيَّةٌ وَلِهَذَا يَكْسِرُونَ إِنَّ إِذَا جَاءَتْ بَعْدَ الْقَوْلِ فَالْقَوْلُ

www.QuranerAlo.net

لَا يُحْكَى بِهِ اسْمٌ [৩০৮]

সুতরাং এই আয়াতের মাধ্যমে তারা যা প্রমাণ করতে চায়, তার উল্টোটাই প্রমাণিত হয়।

আর আল্লাহ তাআলা শুধু 'আল্লাহ আল্লাহ' যিকির করার আদেশ করেননি। মুসলমানদের জন্য শুধু 'আল্লাহ' শব্দ দ্বারা যিকির করাকে শরিয়তের বিধানও বানাননি।

মুসলমানদের সর্বসম্মতিক্রমে এ ধরনের যিকির কারও ঈমান আনয়নের ক্ষেত্রে উপকারে আসে না। কোনো ইবাদত কিংবা আলাপচারিতার ব্যাপারেও এর নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

যারা শুধু 'আল্লাহ' নামের যিকিরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তাদের দৃষ্টান্ত ওই গেঁয়ো ব্যক্তির মতো, যে এক মুয়াজ্জিনকে এভাবে আযান দিতে শুনল :

(أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللهِ) بِالنَّصب

(আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলাল্লাহ)[৩০৯]

তখন সে বলল, এটা তো বাক্যের প্রথমাংশই হলো না! বাক্যের দ্বিতীয় অংশ কোথায় গেল?

কুরআনের কিছু আয়াত থেকেও ভুল বোঝার অবকাশ নেই। যেমন :

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا

আর আপনি আপনার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করুন এবং একাগ্রচিত্তে তাঁর প্রতি নিমগ্ন হোন।[৩১০]

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى

আপনি আপনার সুমহান প্রতিপালকের তাসবিহ পাঠ করুন।[৩১১]

---

[৩০৮] যেহেতু এখানে আরবি ব্যাকরণের সূক্ষ্ম একটা নীতি বলা হয়েছে, সাধারণ পাঠকদের জন্য যা কোনোভাবেই বোধগম্য নয়, তাই আমরা আর এর অনুবাদ করে আলোচনাকে দুর্বোধ্য করিনি এবং পূর্বাপরের আলোচনার মধ্যে ছন্দপতন ঘটাইনি। যারা আরবি জানেন, তারা তো উদ্ধৃত বক্তব্য সহজেই বুঝতে পারবেন। আর এর প্রয়োগও একমাত্র তারাই করতে পারবেন।

[৩০৯] আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ হলেন। 'রাসূলুল্লাহ'র স্থলে 'রাসূলাল্লাহ' পড়ায় এভাবে বাক্য অপূর্ণ হয়ে গেল।

[৩১০] সূরা মুজ্জাম্মিল, ৭৩ : ৮।

[৩১১] সূরা আলা, ৮৭ : ১

www.QuranerAlo.net

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۞ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى

সফল সেই ব্যক্তি, যে পরিশুদ্ধ হয়েছে, নিজ প্রতিপালকের নাম স্মরণ করেছে এবং নামাজ পড়েছে।[৩১২]

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ

সুতরাং আপনি আপনার মহান প্রতিপালকের নামে তাসবিহ পাঠ করুন।[৩১৩]

এ-জাতীয় আয়াতগুলো শুধু 'আল্লাহ আল্লাহ' যিকির করার দাবি করে না। বরং সুনানের গ্রন্থগুলোতে বর্ণিত হয়েছে[৩১৪], যখন

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ

সুতরাং আপনি আপনার মহান প্রতিপালকের নামে তাসবিহ পাঠ করুন।[৩১৫]

আয়াত নাযিল হলো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ

তোমরা এটাকে তোমাদের রুকুতে নির্ধারণ করো।

আর যখন

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى

আপনি আপনার সুমহান প্রতিপালকের তাসবিহ পাঠ করুন।[৩১৬]

এই আয়াত নাযিল হলো তখন তিনি বললেন,

اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ

তোমরা এটাকে তোমাদের সিজদাতে নির্ধারণ করো।

উপরিউক্ত দুই আয়াতের আলোকে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলমানদের জন্য রুকুতে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ (সুবহানা রাব্বিয়াল আজিম) এবং সিজদায় سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى (সুবহানা রাব্বিয়াল আলা) পড়ার বিধান দিলেন।

---

[৩১২] সূরা আলা, ৮৭ : ১৪-১৫
[৩১৩] সূরা ওয়াকিআ, ৫৬ : ৭৪
[৩১৪] *সুনানু আবি দাউদ* : ৮৬৯; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৮৮৭
[৩১৫] সূরা ওয়াকিআ, ৫৬ : ৭৪
[৩১৬] সূরা আলা, ৮৭ : ১

www.QuranerAlo.net

সহীহ হাদীসে[৩১৭] এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার রুকুতে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ (সুবহানা রাব্বিয়াল আজিম) এবং সিজদায় سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى (সুবহানা রাব্বিয়াল আলা) পড়তেন।

সুতরাং সুমহান প্রতিপালকের তাসবিহ পাঠ করা কিংবা নিজ প্রতিপালককে স্মরণ করার পন্থা হলো পূর্ণ বাক্য ব্যবহার করা। যেমন : সহীহ হাদীসে[৩১৮] রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে,

أَفْضَلُ الْكَلَامِ بَعْدَ الْقُرْآنِ أَرْبَعٌ - وَهُنَّ مِنَ الْقُرْآنِ - سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّـهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّـهُ . اللَّـهُ أَكْبَرُ

> কুরআনের পর সর্বোত্তম কথা হলো চারটি, আর তা কুরআনেরই অংশ— সুবহানাল্লাহ (আল্লাহ পবিত্র), আলহামদুলিল্লাহ (সমগ্র প্রশংসা আল্লাহর), লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই) এবং আল্লাহু আকবার (আল্লাহ সবচেয়ে বড়)।

সহীহ হাদীসে[৩১৯] আরও এসেছে,

كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ : سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ

> দুটো বাক্য এমন, যা মুখে উচ্চারণ করা অতি সহজ, পাল্লায় অতি ভারী, আল্লাহর নিকট অতি প্রিয়। তা হলো, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি (আল্লাহর পবিত্রতা তার প্রশংসাসহ), সুবহানাল্লাহিল আজিম (মহান আল্লাহ পবিত্র)।

সহীহ হাদীসে আরও এসেছে,

مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّـهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ. فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ، حَتَّى يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلاَّ رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ

---

[৩১৭] *সহীহ মুসলিম* : ৭৭২
[৩১৮] *সহীহ মুসলিম* : ২১৩৭
[৩১৯] *সহীহ বুখারি* : ৬৪০৬, ৬৬৮২, ৭৫৬৩; *সহীহ মুসলিম* : ২৬৯৪

www.QuranerAlo.net

Contents

যে ব্যক্তি দিনের মধ্যে এক শ বার পড়বে 'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই। রাজত্ব একমাত্র তাঁরই, প্রশংসা তাঁরই, তিনি সব কিছুর ওপর সর্বশক্তিমান।' সে এক শ গোলাম মুক্ত করার সাওয়াব লাভ করবে এবং তার জন্য এক শটি নেকি লেখা হবে, আর তার এক শটি গুনাহ মিটিয়ে দেওয়া হবে। আর সেদিন সন্ধ্যা অবধি এটা তার জন্য রক্ষাকবচ হবে এবং তার চেয়ে অধিক ফজিলতপূর্ণ আমল আর কারও হবে না। তবে সে ব্যক্তি ছাড়া, যে ব্যক্তি এ আমল তার চেয়েও অধিক করবে।[৩২০]

সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় এর সঙ্গে আরও এসেছে,

مَنْ قَالَ فِي يَوْمِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ حُطَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ

যে ব্যক্তি তার দিনে এক শ বার সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি (আল্লাহর পবিত্রতা তার প্রশংসাসহ), সুবহানাল্লাহিল আজিম (মহান আল্লাহ পবিত্র) বলবে, তার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে; যদিও তা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হয়।[৩২১]

প্রিয়নবি ﷺ থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে,

أَفْضَلُ مَا قُلْتُهُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

আমি এবং আমার পূর্বের নবিগণ যা বলেছি, এর মধ্যে সর্বোত্তম হলো আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক, তার কোনো শরিক নেই। তারই জন্য রাজত্ব এবং তারই জন্য প্রশংসা। আর তিনি সর্ববিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান।[৩২২]

সুনানু ইবনি মাজাহ সহ অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে,

فَضْلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ

সর্বোত্তম যিকির হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং সর্বোত্তম দুআ হলো আলহামদুলিল্লাহ।[৩২৩]

দুআ এবং যিকিরের ব্যাপারে এ ধরনের অসংখ্য হাদীস রয়েছে।

---

[৩২০] *সহীহ বুখারি* : ৬৪০৩
[৩২১] *সহীহ মুসলিম* : ২৬৯১
[৩২২] *মুয়াত্তা* : ১/৪২২, ২৪৬
[৩২৩] *সুনানুত তিরমিযি* : ৩৩৮৩; *আশ-শুকর*, ইবনু আবিদ দুনয়া : ১০৩

www.QuranerAlo.net

একইভাবে কুরআনে আরও কিছু বাক্য এসেছে :

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّـهِ عَلَيْهِ

যে পশুতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি, তা থেকে খেয়ো না।[৩২৪]

فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّـهِ عَلَيْهِ

তারা (অর্থাৎ শিকারী কুকুর, বাজপাখি ইত্যাদি) যে জন্তু (শিকার করে) তোমাদের জন্য ধরে আনে, তা থেকে তোমরা খেতে পারো। আর তাতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করো।[৩২৫]

এসবের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো 'বিসমিল্লাহ' (আল্লাহর নামে) বলা। 'বিসমিল্লাহ' তো একটা পূর্ণ বাক্য। হয়তো তা বিশেষ্যবাচক বাক্য—আর এটাই ব্যাকরণশাস্ত্রবিদদের অধিক প্রসিদ্ধ মত—অথবা ক্রিয়াবাচক বাক্য। পূর্ণ বাক্যের স্বরূপ হলো, 'আল্লাহর নামে আমার জবাই' অথবা 'আমি আল্লাহর নামে জবাই করছি'।

একইভাবে কোনো কিছু পাঠ করার আগে আমরা বলি—'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' (পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে), এর পূর্ণ রূপ হচ্ছে, 'আমার পাঠ আল্লাহর নামে' অথবা 'আমি আল্লাহর নামে পাঠ করছি'।

কেউ-বা এসব স্থলে 'সূচনা' বা 'আমি সূচনা করছি'কে উহ্য ধরে বাক্য বিশ্লেষণ এভাবে করেন—'আমার সূচনা আল্লাহর নামে' অথবা 'আমি আল্লাহর নামে সূচনা করছি'।

প্রথম বিশ্লেষণটাই অধিক সুন্দর। কারণ, প্রতিটা কাজই সম্পন্ন হয় আল্লাহর নামে; শুধু সূচনাই নয়। এর কিছু দৃষ্টান্ত আমরা কুরআনেই দেখতে পাই। যেমন :

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

পড়ুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।[৩২৬]

بِسْمِ اللَّـهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

এর চলা ও থামা আল্লাহর নামে।[৩২৭]

---

[৩২৪] সূরা আনআম, ৬ : ১২১
[৩২৫] সূরা মায়িদা, ৫ : ৪
[৩২৬] সূরা আলা, ৮৭ : ১
[৩২৭] সূরা হূদ, ১১ : ৪১

www.QuranerAlo.net

একইভাবে নবিজি ﷺ-এর হাদীস :

مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّـهِ

যে ব্যক্তি (ঈদের) নামাজের আগে জবাই করে ফেলবে, সে যেন তার স্থলে আরেকটি পশু জবাই করে। আর যে আগে জবাই করেনি, সে যেন (যথাসময়ে) আল্লাহর নামে জবাই করে।[৩২৮]

আরেকটি দৃষ্টান্ত সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। নবিজি ﷺ তাঁর প্রতিপালিত বালক উমার ইবনু আবি সালামাকে বলেছিলেন,

يَا غُلَامُ! سَمِّ اللَّـهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ ؛ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ

হে বালক, আল্লাহর নাম নিয়ে ডান হাতে খাও এবং তোমার কাছ থেকে খাও।[৩২৯]

তো এসব জায়গায় উদ্দেশ্য হলো 'বিসমিল্লাহ' বলা; শুধু 'আল্লাহ' শব্দ বলা নয়।

একইভাবে সহীহ হাদীসে যে আরও এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আদি ইবনু হাতিম ﷺ-কে বলেছেন,

إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ

যখন তুমি তোমার প্রশিক্ষিত কুকুর পাঠাবে এবং (পাঠানোর সময়) আল্লাহর নাম স্মরণ করবে, তার (শিকারকৃত জন্তুর গোশত) খেতে পারো।[৩৩০]

নবিজি ﷺ থেকে এ-ও বর্ণিত হয়েছে,

إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللَّـهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لاَ مَبِيتَ لَكُمْ وَلاَ عَشَاءَ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّـهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ فَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّـهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ

কোনো ব্যক্তি তার ঘরে প্রবেশ ও খাদ্য গ্রহণের সময় আল্লাহর নাম নিলে শয়তান (তার সঙ্গীদের) বলে, রাতে এখানে তোমাদের থাকা-খাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। যখন কোনো ব্যক্তি ঘরে প্রবেশের সময় আল্লাহর নাম নেয় না, তখন শয়তান বলে, তোমরা রাতে থাকার স্থান পেলে। আর ব্যক্তি যখন খাবারের সময়

[৩২৮] *সহীহ বুখারি* : ৫৫০০; *সহীহ মুসলিম* : ১৯৬০
[৩২৯] *সহীহ বুখারি* : ৫৩৭৬; *সহীহ মুসলিম* : ২০২২
[৩৩০] *সহীহ বুখারি* : ১৭৫; *সহীহ মুসলিম* : ১৯২৯

www.QuranerAlo.net

আল্লাহর নাম স্মরণ না করে তখন শয়তান বলে, তোমরা তোমাদের থাকার জায়গা ও রাতের খাবার পেয়ে গিয়েছ![৩৩১]

এ ধরনের দৃষ্টান্ত রয়েছে অসংখ্য।

শরিয়তে মুসলমানদের নামাজ, আযান, হাজ্জ এবং ঈদে আল্লাহর নাম স্মরণ করার যে বিধান দেওয়া হয়েছে, তা-ও পূর্ণ বাক্যসহকারেই দেওয়া হয়েছে। যেমন : মুয়াজ্জিন তার আযানে বলে, 'আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ।'

নামাজ আদায়কারী ব্যক্তি বলে, 'আল্লাহু আকবার। সুবহানা রাব্বিয়াল আজিম। সুবহানা রাব্বিয়াল আলা। সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ। রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ। আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহ।'

হাজি তার তালবিয়া পাঠকালে বলে, 'লাব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক' ইত্যাদি। এ সবগুলোই তো পূর্ণ বাক্য; কোনো শব্দবিশেষ নয়।

আল্লাহ শরিয়তে যত ধরনের যিকিরের বিধান দিয়েছেন, সবগুলোই পূর্ণ বাক্য। কোনো একক শব্দ নয়; সরাসরি শব্দও নয়, শব্দের সর্বনামও নয়।

আরবি ভাষায় এটাকেই কালিমা বলা হয়। যেমন : সহীহ হাদীসে[৩৩২] এসেছে,

كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ . ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ . حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ ؛ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ

দুটো কালিমা (বাক্য) এমন, যা মুখে উচ্চারণ করা অতি সহজ, পাল্লায় অতি ভারী, আল্লাহর নিকট অতি প্রিয়। তা হলো, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি (আল্লাহর পবিত্রতা তার প্রশংসাসহ), সুবহানাল্লাহিল আজিম (মহান আল্লাহ পবিত্র)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেছেন,

أَفْضَلُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةُ لَبِيدٍ : أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهَ بَاطِلُ

সবচেয়ে সঠিক কালিমা (বাক্য), যা কোনো কবি বলেছেন, তা হলো কবি

[৩৩১] *সহীহ মুসলিম* : ২০১৮; *সুনানে আবি দাউদ* : ৩৭৬৫
[৩৩২] *সহীহ বুখারি* : ৬৪০৬, ৬৬৮২, ৭৫৬৩; *সহীহ মুসলিম* : ২৬৯৪

www.QuranerAlo.net

Contents

লাবিদের এ পঙ্‌ক্তিটি—'সাবধান, আল্লাহ ছাড়া সব জিনিসই বাতিল ও অসার।'[৩৩৩]

কুরআনে এসেছে :

كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ

অতি গুরুতর কালিমা, যা তাদের মুখ থেকে বের হচ্ছে।[৩৩৪]

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا

তোমার প্রতিপালকের কালিমা (বাণী) সত্য ও ন্যায়ের দিক থেকে পরিপূর্ণ।[৩৩৫]

এ ধরনের অসংখ্য আয়াত ও হাদীস রয়েছে। পুরো আরবি ভাষায় এর অগণন দৃষ্টান্ত বিদ্যমান রয়েছে, যেসব ক্ষেত্রে 'কালিমা' শব্দ দ্বারা পূর্ণ বাক্যই উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে। যেমনিভাবে আরবরা অনেক সময় 'হরফ' (অক্ষর) শব্দ ব্যবহার করে 'ইসম' (বিশেষ্যবাচক শব্দ) উদ্দেশ্য নেয়। যেমন বলা হয়, এটা একটা অপ্রচলিত হরফ। এ দ্বারা উদ্দেশ্য হয়, ইসমের শব্দটা অপ্রচলিত।

ইমাম সিবুওয়াই ﵀ কথাকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন—ইসম, ফি'ল (ক্রিয়াবাচক শব্দ) এবং এমন হরফ, যা কোনো অর্থ বোঝানোর জন্য এসেছে; কিন্তু তা ইসমও নয়, ফি'লও নয়। এ ধরনের যেগুলো রয়েছে, সেগুলোকেও হরফ নামে নামকরণ করা হয়ে থাকে। তো এই তৃতীয় প্রকার কথা হলো এমন হরফ, যা কোনো অর্থ বোঝানোর জন্য এসেছে; কিন্তু তা ইসমও নয়, ফি'লও নয়।

হুরুফুল হিজা (আরবি বর্ণমালা)-কেও তো হরফ নামে নামকরণ করা হয়েছে; অথচ তা ইসম।

হরফ শব্দটি এগুলোকে এবং এ ধরনের আরও অনেক কিছুকেই অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন নবি ﷺ বলেছেন,

مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَأَعْرَبَهُ فَلَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ : أَمَا أَنِّي لَا أَقُولُ : الم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ

---

[৩৩৩] *সহীহ বুখারি* : ৩৮৪১; *সহীহ মুসলিম* : ২২৫৬
[৩৩৪] সূরা কাহফ, ১৮ : ৫
[৩৩৫] সূরা আনআম, ৬ : ১১৫

www.QuranerAlo.net

> যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে, তার জন্য প্রতি হরফের বিনিময়ে দশটি করে নেকি রয়েছে। আমি বলি না যে, আলিফ লাম মিম একটি হরফ; বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ, মিম একটি হরফ।[৩৩৬]

ইমাম খলিল ﷺ তার ছাত্রদের জিজ্ঞেস করলেন, زيد শব্দের মধ্যে যে 'ز' রয়েছে, তার উচ্চারণ কেমন হবে? তারা বলল, زَايْ । তিনি বললেন, না, তোমরা তো ইসম উচ্চারণ করে বসেছ। এর উচ্চারণ হবে, زْ ।

ব্যাকরণশাস্ত্রবিদরা এ পরিভাষা স্থির করেছেন যে, আরবি ভাষায় যেগুলোকে হরফ নামে নামকরণ করা হয়, সেগুলো মূলত ইসম। আর হরফ বলা হবে শুধু সেটাকে, যা কোনো অর্থের জন্য এসেছে; অথচ তা কোনো ইসমও নয়, ফি'লও নয়। যেমন : 'হুরুফুল জার' প্রভৃতি।

'হুরুফুল হিজা'কে কখনো হরফ বলা হয়, আবার কখনো ইসমও বলা হয়। হরফ বলা হয় এ বিবেচনায় যে, তা শব্দের মধ্যে হরফ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আর ইসম বলা হয় এ বিবেচনায় যে, যে বর্ণগুলোকে হরফ নামে নামকরণ করা হয়, তা তো ইসমই।

এই পরিভাষা ব্যাপক হয়ে যাওয়ার কারণে যারা এতে অভ্যস্ত, তারা ধারণা করে বসেছে যে, আরবি ভাষার রীতিই বুঝি এটা।

কোনো কোনো ব্যাকরণবিদ বলেন, কালিমা শব্দটি বিশেষ্যবাচক শব্দ এবং পূর্ণ বাক্য উভয় অর্থের মধ্যে যৌথ। আর আরবি ভাষার সাধারণ ব্যবহারে কালিমা বলে পূর্ণ বাক্যই উদ্দেশ্য হয়।

সারকথা হলো, শরিয়তে আল্লাহর যিকির করার পদ্ধতি হচ্ছে পূর্ণ বাক্যসহকারে যিকির করা। এটাকেই 'কালাম' বলা হয়; যার একবচন হলো 'কালিমা'। এটাই ওই যিকির, যা অন্তরের উপকারে আসে এবং যার মাধ্যমে অর্জিত হয় সাওয়াব ও প্রতিদান, আল্লাহর নৈকট্য ও মারিফাত, ভালোবাসা ও ভীতি ইত্যাদি সুউচ্চ মর্যাদা এবং সুমহান লক্ষ্য।

শুধু 'আল্লাহ আল্লাহ' শব্দ কিংবা তাঁর সর্বনাম 'হুওয়া হুওয়া' যিকির করার কোনো ভিত্তি নেই। তা বিশেষ মানুষ এবং মারিফাত অর্জনকারীদের যিকির হওয়ার তো প্রশ্নই আসে না। বরং তা হলো বিভিন্ন ধরনের বিদআত ও গোমরাহির উপলক্ষ, এ ছাড়াও ইলহাদ এবং ইত্তেহাদপন্থীদের বিভিন্ন ধরনের বাজে কল্পনা এবং ভ্রান্ত হালত সৃষ্টি হওয়ার মাধ্যম। আমরা অন্যত্র এ প্রসঙ্গে আরও বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

---

[৩৩৬] *সুনানুত তিরমিযি* : ২৯১০

www.QuranerAlo.net

দ্বীনের সারকথা

দ্বীনের সারকথা হলো দুটো মূলনীতি :

- আমরা আল্লাহ ছাড়া আর ইবাদত করব না।
- আমরা আল্লাহর ইবাদত করব শুধু সে পন্থায়, যা তিনি শরিয়তে বিধিবদ্ধ করেছেন। কোনো নবোদ্ভাবিত পন্থায় আমরা তার ইবাদত করব না।

আল্লাহ বলেন :

فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাতের প্রত্যাশা রাখে, সে যেন নেক আমল করে এবং নিজ প্রতিপালকের সঙ্গে অন্য কাউকে শরিক না করে।[৩৩৭]

এটাই মূলত তাওহীদের কালিমা—অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই-এর সাক্ষ্য এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ তাআলার রাসূল-এর সাক্ষ্য—এর বাস্তব রূপায়ণ। কারণ, কালিমার প্রথম অংশের মধ্যে রয়েছে, আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারও ইবাদত করব না। তার দ্বিতীয় অংশে রয়েছে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ তাআলার রাসূল; যিনি ছিলেন তাঁর বার্তাপ্রচারক। সুতরাং আমাদের জন্য অপরিহার্য হলো, আমরা তাঁর সংবাদ সত্যায়ন করব এবং তার নির্দেশ মান্য করব।

তিনি আমাদের সামনে স্পষ্টভাবে বলে গেছেন, কীভাবে আমরা আল্লাহ তাআলার

---

[৩৩৭] সূরা কাহফ, ১৮ : ১১০

www.QuranerAlo.net

ইবাদত করব। তিনি আমাদের দ্বীনের নামে নবোদ্ভাবিত বিষয়াদি গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, তা পথভ্রষ্টতা।

আল্লাহ বলেন :

بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّـهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

> অবশ্যই, যে ব্যক্তি নিজ চেহারা আল্লাহর সামনে নত করবে এবং সৎকর্মশীলও হবে, সে নিজ প্রতিপালকের কাছে তার প্রতিদান পাবে। আর এরূপ লোকদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না।[৩৩৮]

আমরা আরও আদিষ্ট হয়েছি, যেন আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় না করি, আল্লাহ ছাড়া কারও ওপর ভরসা না রাখি, আল্লাহ ছাড়া কারও দিকে আগ্রহী না হই, আল্লাহ ছাড়া কারও কাছে সাহায্য প্রার্থনা না করি এবং আমাদের ইবাদত যেন শুধু আল্লাহর জন্যই হয়। একইভাবে আমরা আরও আদিষ্ট হয়েছি, যেন আমরা রাসূলের অনুসরণ এবং আনুগত্য করি, তাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করি। হালাল হলো তাই, যা তিনি হালাল করেছেন। হারাম হলো তা, যা তিনি হারাম করেছেন। দ্বীন হলো তা, যা তিনি প্রণয়ন করেছেন।

আল্লাহ বলেন :

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّـهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّـهُ سَيُؤْتِينَا اللَّـهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّـهِ رَاغِبُونَ

> কত ভালো হতো—আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদের যা-ই দিয়েছেন, তাতে যদি তারা খুশি থাকত এবং বলত, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট। ভবিষ্যতে আল্লাহ আমাদের নিজ অনুগ্রহে দান করবেন এবং তাঁর রাসূলও। আমরা তো আল্লাহরই কাছে আশাবাদী।[৩৩৯]

এই আয়াতে দান করার অধিকার আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ উভয়ের জন্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমন, তিনি বলেন :

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ

---

[৩৩৮] সূরা বাকারাহ, ২ : ১১২
[৩৩৯] সূরা তাওবা, ৯ : ৫৯

www.QuranerAlo.net

আর রাসূল তোমাদের যা দেন, তোমরা তা গ্রহণ কোরো এবং তিনি তোমাদের যা কিছু থেকে নিষেধ করেন, সেসব কিছু থেকে নিবৃত্ত থেকো।[৩৪০]

কিন্তু ভরসার স্থল একমাত্র আল্লাহ তাআলাকেই উল্লেখ করা হয়েছে; রাসূল ﷺ-কে নয়।

وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّـهُ

এবং তারা বলত, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট।[৩৪১]

সাহাবিদের গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গেও বলা হয়েছে :

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّـهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

যাদের লোকে বলেছিল, কাফিরেরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য একত্র হয়েছে, সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো। তখন এটা তাদের ঈমানের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেয় এবং তারা বলে ওঠে, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম কর্মবিধায়ক।[৩৪২]

একইভাবে আরও বলা হয়েছে :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّـهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

হে নবি, আপনার জন্য এবং যে সকল মুমিন আপনার অনুসরণ করছে, তাদের সকলের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।[৩৪৩]

অর্থাৎ,

حَسبك وَحسب الْمُؤمنِينَ الله

আপনার জন্য এবং মুমিনদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।

তিনি আরও বলেন :

أَلَيْسَ اللَّـهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ

---

[৩৪০] সূরা হাশর, ৫৯ : ৭
[৩৪১] সূরা তাওবা, ৯ : ৫৯
[৩৪২] সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৭৩
[৩৪৩] সূরা আনফাল, ৮ : ৬৪

www.QuranerAlo.net

Contents

আল্লাহ কি তার বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? অথচ তারা তোমাকে আল্লাহ ছাড়া অন্যদের ভয় দেখায়।[৩৪৪]

ভরসার কথা উল্লেখ করার পর বলেছেন :

سَيُؤْتِينَا اللَّـهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ

ভবিষ্যতে আল্লাহ আমাদের নিজ অনুগ্রহে দান করবেন এবং তাঁর রাসূলও।[৩৪৫]

সুতরাং দান করার অধিকার আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ উভয়ের জন্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। তবে প্রথমে আল্লাহর অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, অনুগ্রহ আল্লাহর কর্তৃত্বে। তিনি যাকে চান, তাকে দান করেন। আর আল্লাহ তো সুমহান অনুগ্রহের অধিকারী। তার অনুগ্রহ রয়েছে রাসূল ﷺ-এর ওপর এবং মুমিনদের ওপর।

এরপর তিনি বলেন :

إِنَّا إِلَى اللَّـهِ رَاغِبُونَ

আমরা তো আল্লাহরই কাছে আশাবাদী।[৩৪৬]

এখানে আশা-আগ্রহকেও একমাত্র আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমন, আরও বলা হয়েছে :

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۞ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ

যখন তুমি খালি হাত হয়ে যাবে তখন ইবাদতে পরিশ্রান্ত হবে এবং নিজ প্রতিপালকের দিকে আগ্রহী হবে।[৩৪৭]

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইবনু আব্বাস ﷺ-কে বলেছিলেন,

إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ

'যখন কিছু চাইবে তো আল্লাহর কাছেই চাইবে; যখন সাহায্য চাইবে তো আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইবে।'[৩৪৮]

---

[৩৪৪] সূরা জুমার, ৩৯ : ৩৬
[৩৪৫] সূরা তাওবা, ৯ : ৫৯
[৩৪৬] সূরা তাওবা, ৯ : ৫৯
[৩৪৭] সূরা ইনশিরাহ, ৯৪ : ৭-৮
[৩৪৮] *সুনানুত তিরমিযি* : ২৫১৬

www.QuranerAlo.net

কুরআন বিভিন্ন স্থানেই এ বিষয়টির প্রতি আলোকপাত করেছে। ইবাদত, ভয় এবং তাকওয়াকে কেবল আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করেছে। আনুগত্য এবং ভালোবাসা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল উভয়ের জন্য স্থির করেছে। যেমন : নূহ ﷺ-এর কথায় এসেছে,

أَنِ اعْبُدُوا اللَّـهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ

তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তাকে ভয় করো এবং আমার কথার আনুগত্য করো।[৩৪৯]

আরও এসেছে :

وَمَنْ يُطِعِ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّـهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

এবং যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং তার তাকওয়া অবলম্বন করে, তারাই সফলকাম।[৩৫০]

সুতরাং রাসূলগণ একমাত্র আল্লাহর ইবাদত, তাঁর প্রতি আশা-আগ্রহ, তাঁর ওপর ভরসা এবং তাঁর আনুগত্যের জন্যই আদিষ্ট হয়েছেন। শয়তান খ্রিষ্টান সম্প্রদায়কে এবং এ-জাতীয় অন্যান্য সম্প্রদায়কে বিভ্রান্ত করেছে। ফলে তারা আল্লাহর সঙ্গে শিরক করেছে এবং রাসূলের অবাধ্য হয়েছে। তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে নিজেদের ধর্মযাজক ও বৈরাগীদের এবং ঈসা ইবনু মারইয়াম ﷺ-কে রব হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে। তাই তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের প্রতি আশা-আগ্রহ লালন করে, তাদের ওপর ভরসা করে এবং তাদের কাছে প্রার্থনা করে; আবার বাস্তবজীবনে তাদের নির্দেশের অবাধ্যতা করে এবং তাদের আদর্শের বিরুদ্ধাচরণ করে।

আল্লাহ তাআলা সীরাতে মুসতাকিমের ওপর প্রতিষ্ঠিত, তার জন্য একনিষ্ঠ মুমিনদের হিদায়াত দিয়েছেন, যারা সত্যকে চিনেছে এবং সত্যের অনুসরণ করেছে। ফলে তারা গজবগ্রস্ত কিংবা পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তারা আল্লাহর জন্য তাদের দ্বীনকে একনিষ্ঠ করেছে। আল্লাহর সামনে নিজেদের চেহারাকে সমর্পণ করেছে। নিজ প্রতিপালকের দিকে অভিমুখী হয়েছে। তারা আল্লাহকে ভালোবেসেছে, তাঁকে প্রত্যাশা করেছে, তাঁকে ভয় করেছে এবং তাঁর কাছে প্রার্থনা করেছে, তাঁর দিকে আগ্রহী হয়েছে এবং নিজেদের বিষয়-আশয় তাঁরই দিকে ন্যস্ত করেছে, তাঁর ওপর ভরসা করেছে এবং তাঁর রাসূলগণের আনুগত্য করেছে, তাঁদের শ্রদ্ধা করেছে এবং সম্মান করেছে,

[৩৪৯] সূরা নূহ, ৭১ : ৩
[৩৫০] সূরা নূর, ২৪ : ৫২

www.QuranerAlo.net

তাঁদের ভালোবেসেছে এবং তাঁদের সঙ্গে হৃদ্যতার সম্পর্ক স্থাপন করেছে, তাঁদের মেনে চলেছে এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে আর তাঁদের আলোকবর্তিকাকে আঁকড়ে ধরে সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়েছে।

এটাই হলো দ্বীন ইসলাম, যা দিয়ে আল্লাহ পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সকল রাসূলকে পাঠিয়েছেন। এটাই হলো সেই দ্বীন, যা ছাড়া আল্লাহ কারও থেকে অন্য কোনো দ্বীনকে[৩৫১] গ্রহণ করবেন না।

জগৎসমূহের প্রতিপালক মহান আল্লাহর ইবাদতের তত্ত্বকথা এটাই।

আমরা মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের এই দ্বীনের ওপর অবিচল রাখেন, আমাদের পরিপূর্ণভাবে তা মান্য করার তাওফিক দান করেন এবং এর ওপরই আমাদের ও আমাদের মুসলমান ভাইদের মৃত্যু দান করেন।

সকল প্রশংসা এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর।

আল্লাহ তাআলা সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন আমাদের নেতা মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর পরিজন এবং তাঁর সকল সাহাবির প্রতি।

[৩৫১] দ্বীন মানে ধর্ম, জীবনব্যবস্থা। সুতরাং ইসলাম ছাড়া অন্য সকল দ্বীন বাতিল।

www.QuranerAlo.net

আমার অনুভূতি

www.QuranerAlo.net